পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩১ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1545, Saturday, 30 September 2023 FREE www.parichoy.com

গণতন্ত্র রক্ষার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ট্রাম্পকে আক্রমণ করলেন বাইডেন

বিস্তারিত ০৭ পাতায়

আরো আছে...

- খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসা নিতে হলে তাঁকে আবার জেলে যেতে হবে : ভয়েস অব আমেরিকাকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা -৫ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রের ডেঙ্গু টিকার সফল পরীক্ষা বাংলাদেশে-৫ম পাতায়
- বাংলাদেশ থেকে বিশ্বব্যাপী নকল পণ্যের চালান ক্রমাগত বাড়ছে, তৈরি পোশাক নিয়ে গুরুতর অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্রের -৫ম পাতায়
- যান চলাচলে বিশ্বের সবচেয়ে ধীরগতির শহর ঢাকা-৫ম পাতায়
- আমেরিকার কোম্পানিসমুহের বাংলাদেশে বকেয়া আদায়ে সক্রিয় ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস-৬ষ্ঠ পাতায়
- 'কল্পনায় প্রতিদিন পুরুষের সঙ্গে প্রেম করি': প্রেমিকাকে লিখেছিলেন ওবামা-৬ষ্ঠ পাতায়
- ট্রাম্পের চেয়ে ১০ পয়েন্ট পিছিয়ে বাইডেন-৭ম পাতায়
- অর্ধেকের বেশি আমেরিকান সৌদি আরবের সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তির বিরুদ্ধে-৭ম পাতায়
- নিউইয়র্কে ট্রাম্পের জালিয়াতির মামলার বিচার পেছানোর আবেদন খারিজ-৭ম পাতায়
- প্রয়োজন অনুসারে বাংলাদেশের যে কাউকে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেবে যুক্তরাষ্ট্র-৮ম পাতায়

পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারকারী দেশ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

আকুতেও যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা, বাকিতে পণ্য আমদানি করতে পারবে না বাংলাদেশ

বিস্তারিত ১০ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

ফ্রি কলুনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

Asef Bari (Tutul) C.E.O
বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্টিফেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

NYC MASTER ELECTRICIAN
FREE ESTIMATES FULLY LICENSED & INSURED
GREEN POWER ELECTRIC CORP
OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE # GENERAL WIRING # RESIDENTIAL & COMMERCIAL # VIOLATION REMOVAL # TROUBLESHOOTING # PANEL UPGRADE
CONTACT : 718-445-3740 Email : greenpowerelectric18@yahoo.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
- TAX Liens Charge Offs
- Inquiries
- Collections
- Garnishment
- Bankruptcy
- Late Payments

Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

MOINUL ISLAM
MH
Mega Homes Realty
Call To Find Out More
+1 917-535-4131
MLS REBNY

অবিশ্বাস্য সেল!
718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ পালনের সুযোগ
$৭৭৫
25-78- 31ST., ASTORIA, NY 11102
Subway: N W 30 Avenue Station
Nazrul Islam
President & CEO

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration

Timothy Bompart
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

৫ অক্টোবর ইউরেনিয়াম হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি থাকতে পারেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন

পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারকারী দেশ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মাধ্যমে বিশ্বের ৩৩তম পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারকারী দেশ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য পারমাণবিক জ্বালানি বা ইউরেনিয়াম গত বৃহস্পতিবার বিশেষ উড়োজাহাজে বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে। গতকাল শুক্রবার তা কড়া নিরাপত্তার মধ্য নিয়ে রূপপুরে পৌঁছায়।

আগামী ৫ অক্টোবর রূপপুরে ইউরেনিয়াম আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরে এক অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রয়েছে। এটি উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তাঁরা দুজন অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হতে পারেন।

আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (আইএইএ) মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে বাংলাদেশে আসবেন বলে কথা রয়েছে। তবে তিনি না এসে অনলাইনে অনুষ্ঠানে যুক্ত হতে পারেন বলে জানা গেছে। রূপপুরে উপস্থিত থাকতে পারেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান এবং পারমাণবিক জ্বালানি উৎপাদনকারী রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসা নিতে হলে তাঁকে আবার জেলে যেতে হবে - ভয়েস অব আমেরিকাকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে হলে এখন যে সাজা স্থগিত করে তাঁকে বাসায় থাকার অনুমতি দিয়েছি, তা প্রত্যাহার করে নিতে হবে। আবার তাঁকে জেলে যেতে হবে, আদালতে যেতে হবে। আদালতের কাছ থেকে তাঁকে অনুমতি নিতে হবে। ভয়েস অব আমেরিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের প্রধান শতরূপা বড়ুয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক ওয়াশিংটন সফরের সময় ওই সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। এই সাক্ষাৎকারের ভিডিও ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

তাতে জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ভয়েস অব আমেরিকার প্রশ্ন ছিল, 'বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির খবর আমরা পাচ্ছি। তো তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর বিষয়টি আপনারা কি পুনর্বিবেচনা করবেন?'

প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি জিজ্ঞেস করি, পৃথিবীর কোন দেশে সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠাতে পেরেছে। পৃথিবীর কোনো দেশ দেবে? তাঁদের যদি চাইতে হয়, আদালতে যেতে হবে। আদালতের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। এখানে আমাদের কোনো আদালতের কাজের ওপর কোনো হস্তক্ষেপ করার কোনো সুযোগ নেই।'

একই প্রশ্নের উত্তরে শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'তবে হ্যাঁ যেটুকু করতে পেরেছি তাঁর জন্য, সেটা হচ্ছে, আমার যেটুকু সরকার হিসেবে ক্ষমতা আছে, সেখানে তাঁর সাজাটা স্থগিত করে তাঁকে বাড়িতে থাকার পারমিশনটা দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা...। সে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের ডেঙ্গু টিকার সফল পরীক্ষা বাংলাদেশে

পরিচয় ডেস্ক: ডেঙ্গু নিয়ে সারাদেশে আতঙ্কের মধ্যেই পাওয়া গেল একটি সুখবর। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রের (আইসিডিডিআর,বি) বিজ্ঞানীরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রে অবিষ্কার করা টিভি০০৫- টিকার বাংলাদেশে পরীক্ষা সফল হয়েছে। এটি দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষা। ভারতে তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা সফল হলে এই টিকা বাজারে আসবে।

বাংলাদেশে পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই টিকার এক ডোজ ডেঙ্গুর চারটি ধরনের জন্যই কার্যকর হবে। এমনকি এটি শিশু *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

যান চলাচলে বিশ্বের সবচেয়ে ধীরগতির শহর ঢাকা

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের ১৫২টি দেশের এক হাজার ২০০ টিরও বেশি শহরের যান চলাচলের তথ্য বিশ্লেষণ করে করা এক সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে ধীরগতির শহর।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ন্যাশনাল ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চের ওয়ার্কিং পেপারে প্রকাশিত এই গবেষণায় বলা হয়েছে, রাজধানী ছাড়াও বাংলাদেশের আরও দুটি শহর ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিশ্বের সবচেয়ে ধীরগতির ২০ শহরের তালিকায় রয়েছে। এই দুই শহর তালিকায় যথ াক্রমে নবম ও দ্বাদশ স্থানে রয়েছে।

নাইজেরিয়ার দুই শহর লাগোস ও ইকোরোদু তালিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে। এর পরেই রয়েছে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা, ভারতের ভিওয়ান্দি ও পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা। শীর্ষ ২০ ধীরগতির শহরের তালিকায় ভারতের সর্বাধিক আটটি শহরের নাম রয়েছে।

গবেষকরা গুগল ম্যাপের তথ্য ব্যবহার করে বিশ্বের এক হাজারেরও বেশি শহরের ট্র্যাফিক বিশ্লেষণ করেছেন, যেসব শহরের জনসংখ্যা তিন লাখের বেশি। *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ থেকে বিশ্বব্যাপী নকল পণ্যের চালান ক্রমাগত বাড়ছে, তৈরি পোশাক নিয়ে গুরুতর অভিযোগ যুক্তরাষ্ট্রের

পরিচয় ডেস্ক: এবার বাংলাদেশের তৈরি পোশাক নিয়ে গুরুতর অভিযোগ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সম্প্রতি দেশটির বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর 'ইউএসটিআর'র এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন গবেষণার বরাত দিয়ে বলছে, বিশ্বব্যাপী নকল তৈরি পোশাক রপ্তানির শীর্ষ ৫টি উৎস দেশের একটি হচ্ছে বাংলাদেশ। ইউএসটিআরের কাছে বাংলাদেশের নকল পণ্য নিয়ে অভিযোগটি করেছে মার্কিন ব্র্যান্ডগুলোর সংগঠন আমেরিকান অ্যাপারেল অ্যান্ড ফুটওয়্যার অ্যাসোসিয়েশন বা এএএফএ। বিবিসি বাংলাকে সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশ থেকে নকল পণ্যের চালান ক্রমাগত বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ ১২টি দেশে এমন নকল পণ্যের চালান ধরা পড়েছে। এমনকি বাংলাদেশ থেকে নকল তৈরি পোশাক রপ্তানি ২০২২ সালের আগের বছরের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে। ফলে সংগঠনটি বাংলাদেশকে নজরদারি তালিকায় শীর্ষে রাখার সুপারিশ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য দপ্তরের কাছে।

সংগঠনটি আরও বলছে, ২০২২ সালে শুধু মালয়েশিয়া এবং ফিলিপাইনে ১৭টি অভিযানে ১ লাখ ৭৫ হাজার আইটেম নকল পণ্য জব্দ হয়, এর সবগুলো পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদিত। প্রচলিতভাবে সমুদ্র পথের বদলে এসব নকল পণ্যের চালান পাঠানো হয় ছোট ছোট আকারে পোস্টাল সার্ভিসের মাধ্যমে। এতে ব্যবহার করা হয় সোশ্যাল মিডিয়া এবং অনলাইন প্লাটফর্ম। খবর বিবিসি বাংলার

"কে কি বললেন"

'আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কোনো সংস্থা, সেটা র‍্যাব হোক, পুলিশ হোক বা অন্য যেকোনো সংস্থা হোকড় তারা অন্যায় করলে আমাদের দেশে সেটার বিচার হয়। - 'বাংলাদেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই' মন্তব্য করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সরকার গদির লোভে দেশের মানুষের কথা ভুলে গেছে- জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান ও বিরোধীদলীয় উপনেতা জিএম কাদের

বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে ভালো মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে - আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের

সন্ত্রাসী, চরমপন্থী ও সহিসংতার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা লোকদের প্রতি সহনশীল মনোভাব পোষণ করে কানাডাভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রহ্মণম জয়শংকর

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

আমেরিকার কোম্পানিসমূহের বাংলাদেশে বকেয়া আদায়ে সক্রিয় ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বড় অংকের বিনিয়োগ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোর। বিশেষ করে গ্যাস ও জ্বালানি এবং আর্থিক খাতে মার্কিন কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ সবচেয়ে বেশি। তবে বড় অংকের এ বিনিয়োগের বিপরীতে ডলারে পাওনা অর্থ আদায় করা নিয়ে বিপাকে পড়েছে বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনাকারী মার্কিন কোম্পানিগুলো। বিশেষ করে পেট্রোবাংলার কাছে বড় অংকের পাওনা আটকে রয়েছে জ্বালানি খাতের প্রতিষ্ঠান শেভরনের। প্রতিষ্ঠানটিসহ যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কোম্পানিগুলোর পাওনা আদায়ে এবার তৎপর হয়েছেন বাংলাদেশে মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তারা। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বিষয়টি নিয়ে দৌড়ঝাঁপ করছেন তারা। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, খোদ মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসও এ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের শীর্ষ পর্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

দেশে পুঞ্জীভূত প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের (এফডিআই স্টক) উৎস হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান শীর্ষে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, এ বছরের মার্চ শেষে দেশে মোট এফডিআই স্টকের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৬১ কোটি ৩৩ লাখ ডলার। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যুক্তরাষ্ট্র থেকে, যার পরিমাণ ৪০৫ কোটি ১২ লাখ ডলার। গ্যাস ও জ্বালানি খাতে যুক্তরাষ্ট্রের এফডিআই স্টক সবচেয়ে বেশি, যার পরিমাণ ২৮৭ কোটি ১৮ লাখ ডলার। এছাড়া বীমা খাতে ২৬ কোটি ৯৮ লাখ ডলার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতে ২৩ কোটি ৭৬ লাখ, ব্যাংক খাতে ২০ কোটি ২৮ লাখ, বিদ্যুৎ খাতে ১৬ কোটি ১৬ লাখ, বস্ত্র খাতে ১২ কোটি ৭১ লাখ, ট্রেডিংয়ে ৭ কোটি ৮৩ লাখ, কেমিক্যাল ও ওষুধ খাতে ৯১ লাখ, টেলিযোগাযোগ খাতে ৫৭ লাখ, কৃষি ও মৎস্য খাতে ৩১ লাখ, খাদ্য খাতে ২২ লাখ, নির্মাণ খাতে ১৮ লাখ ও অন্যান্য খাতে ৭

কোটি ৯৯ লাখ ডলারের এফডিআই স্টক রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের।

মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে বিনিয়োগ সবচেয়ে বেশি জ্বালানি খাতের জায়ান্ট শেভরনের। উত্তোলনকৃত গ্যাস বিক্রির বিল হিসেবে পেট্রোবাংলার কাছে বিপুল অর্থ আটকে রয়েছে কোম্পানিটির। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, গ্যাস বিক্রির বিল বাবদ বহুজাতিক কোম্পানিটি কম-বেশি ২৩ কোটি ডলারের মতো অর্থ পাবে পেট্রোবাংলার কাছে। এ অর্থ পরিশোধের জন্য কোম্পানিটি কয়েক দফা চিঠি দিলেও কোনো সুরাহা মেলেনি।

বকেয়া বিলের পাশাপাশি মার্কিন কোম্পানি শেভরনের বড় অংকের মুনাফার অর্থও আটকে আছে। কোম্পানিটি বিনিয়োগকারীদের ডিভিডেন্ড বা লভ্যাংশের অর্থও পাঠাতে পারছে না। এছাড়া বীমা খাতের কোম্পানি মেটলাইফের ক্ষেত্রেও লভ্যাংশের অর্থ যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো যাচ্ছে না। কিছুদিন আগে ২০১৯ সালের লভ্যাংশের অর্থ পাঠিয়েছে মেটলাইফ। এছাড়া আরো বেশকিছু মার্কিন কোম্পানিও এ ধরনের সমস্যায় পড়েছে।

বাংলাদেশে ব্যবসা করা মার্কিন কোম্পানিগুলোর আটকে থাকা বকেয়া অর্থ পরিশোধসহ লভ্যাংশের অর্থ প্রত্যাবাসন এবং কোম্পানিগুলোর ব্যবসায়িক চ্যালেঞ্জ নিয়ে এখন দিনে দিনে আরো সরব হয়ে উঠছে মার্কিন দূতাবাস। কোম্পানিগুলোর বকেয়া অর্থ দ্রুত পরিশোধ করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর কাছে দূতাবাসের পক্ষে লিখিত ও মৌখিক অনুরোধ জানানো হয়েছে। এর পরও বকেয়া পরিশোধ নিয়ে জ্বালানি বিভাগ বা পেট্রোবাংলার দিক থেকে খুব বেশি অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে জানতে যোগাযোগ করা হলে বাংলাদেশে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

‘কল্পনায় প্রতিদিন পুরুষের সঙ্গে প্রেম করি’ - প্রেমিকাকে লিখেছিলেন ওবামা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা প্রতিদিন পুরুষদের সঙ্গে প্রেম করার কল্পনা করতেন। প্রাক্তন প্রেমিকা অ্যালেক্স ম্যাকনেয়ারকে লেখা এক চিঠিতে ৪০ বছর আগে বিষয়টি লিখেছিলেন ওবামা। সম্প্রতি পুরনো এই চিঠি প্রকাশ্যে এনেছে নিউইয়র্ক পোস্ট।

ঠিটিতে সাবেক প্রেমিকা অ্যালেক্স ম্যাকনেয়ারকে নিজের মানসিকতা জানিয়েছিলেন ওবামা। চিঠিটিতে ওবামা লিখেছিলেন, ‘তুমি জানো? আমি রোজ পুরুষদের সঙ্গে প্রেম করি, তবে সেটা শুধু কল্পনায়।’

ঠিতে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, তিনি নারী ও পুরুষের দুটি সত্তাই মনে ধারণ করেন। তবে শারীরিকভাবে তিনি একজন পুরুষ এবং সেটা মেনে নিয়েছেন তিনি।

১৯৮২ সালের নভেম্বরে চিঠিটি লেখা হয়েছিল। তখন ওবামার বয়স মাত্র ২১ বছর। প্রেমিকা *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারে ‘দাসপ্রথা’, প্রসবের সময়ও শিকলে বাঁধা কৃষ্ণাঙ্গ নারী-জাতিসংঘের প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারগুলোতে সন্তান প্রসবের সময়ও বন্দী কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। আর পুরুষদের অমানবিকভাবে শ্রমে বাধ্য করা হয়। বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার স্লোগান দিয়ে বেড়ানো দেশটির এমন চিত্র উঠে এসেছে জাতিসংঘের প্রতিবেদনে। যুক্তরাষ্ট্রের কারা ব্যবস্থা পরিদর্শন করে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা এমন তথ্য তুলে ধরেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের কারাবন্দীদের পরিস্থিতিকে ‘মানুষের মর্যাদার প্রতি সুস্পষ্ট অবমাননা’ হিসেবে বর্ণনা করে ‘পদ্ধতিগত বর্ণবাদী’ বিচারব্যবস্থা সংস্কারের আহ্বান জানান মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা। গত এপ্রিল ও মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচটি শহরের ১৩৩ জন ব্যক্তির সাক্ষ্য এবং পাঁচটি ডিটেনশন সেন্টার পরিদর্শন করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে এই প্রতিবেদন।

জাতিসংঘ নিযুক্ত তিনজন বিশেষজ্ঞের তৈরি করা এই প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের কারা কর্তৃপক্ষের জন্য ৩০টি সুপারিশও করা হয়েছে। সে সঙ্গে আফ্রিকান বংশোদ্ভূত কারাবন্দীদের ক্ষতিপূরণের দেওয়ার জন্য একটি নতুন কমিশন গঠনের আহ্বানও রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কারাগারগুলোতে বন্দী কৃষ্ণাঙ্গদের মানবেতর অবস্থায় দিন যাপন করতে হয়। সন্তান প্রসবের সময়ও বন্দী নারীদের শিকলে বেঁধে রাখা হয়। এ কারণে ভূমিষ্ঠ শিশুরা অনেক সময়ই মারা যায়। কেবল কৃষ্ণাঙ্গ নারীদের সঙ্গেই এমন ঘটনা ঘটেছে।

লুইজিয়ানার এক কারাগারের বন্দীদের বিবরণ সংগ্রহ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। সেখানে বলা হয়েছে, হাজার হাজার কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ বন্দীকে খেতে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। ‘ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা কোনো শ্বেতাঙ্গ’ তাঁদের নজরদারিতে রাখেন, যেমনটি দেখা যেত দেড় শ বছর আগে। লুইজিয়ানার ‘কুখ্যাত’ অ্যাঙ্গোলা কারাগারের এই পরিস্থিতিকে ‘দাসপ্রথার বর্তমান রূপ’ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনটিতে।

নির্জন কারাবাসের ব্যাপক ব্যবহার নিয়েও শঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিন বিশেষজ্ঞ। প্রতিবেদনে তাঁরা জানান, আফ্রিকান বংশোদ্ভূত কয়েদিদের নির্বিচারে নির্জন কারাবাসে রাখা হচ্ছে। মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের কাছে এক কৃষ্ণাঙ্গ বন্দী বলেন, টানা ১১ বছর তাঁকে নির্জন কারাবাসে রাখা হয়।

তিন বিশেষজ্ঞের একজন হুয়ান মেন্দেজ বলেছেন, ‘আমাদের গবেষণার ফলাফলগুলো অতি দ্রুত এই অবস্থার ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার দিকে নির্দেশ করে।’

জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক মিশন এই প্রতিবেদন সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। ফেডারেল ব্যুরো *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ভিসা মওকুফ প্রোগ্রামে ইসরাইলে প্রবেশের অনুমতির নিন্দা কংগ্রেসওম্যান তালাইবের

পরিচয় ডেস্ক: ইসরাইলকে মার্কিন ভিসা মওকুফ প্রোগ্রামে (ভিডব্লিউপি) প্রবেশের অনুমতির দেয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়েছেন ডেমোক্রেটিক কংগ্রেসওম্যান রাশিদা তালাইব। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেছেন, এটি ইসরাইলের ‘বৈষম্যমূলক অনুশীলন’ সমর্থন করে।

তিনি বলেন, ভিডব্লিউপিতে ইসরাইলের প্রবেশ বাইডেন প্রশাসনের সিদ্ধান্ত সুস্পষ্টভাবে প্রশমিত করে এবং মার্কিনদের প্রতি ইসরাইল সরকারের বৈষম্যমূলক অনুশীলনকে সমর্থন করে।

বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) তালাইব তার ওয়েবসাইটে পোস্ট করা একটি বিবৃতিতে এ কথা বলেন।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বুধবার সকালে ঘোষণা করে যে ৩০ সেপ্টেম্বরের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবে। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তার পদত্যাগ

পরিচয় ডেস্ক: শীর্ষ মার্কিন সামরিক কর্মকর্তা জেনারেল মার্ক মিলে শুক্রবার পদত্যাগ করেছেন। দেশে ও বিদেশে নানা ফ্রন্টে তুমুল কোলাহলপূর্ণ অতিবাহিত করে তিনি তার দীর্ঘ ক্যারিয়ারের সমাপ্তি টানলেন। শুক্রবার জয়েন্ট বেজ মায়ের-হেন্ডারসন হলে তার বিদায়ী অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন উপস্থিত ছিলেন। তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ বিমান বাহিনীর জেনারেল চার্লস৺সিকিউ ব্রাউন। তিনি হবেন শীর্ষ সামরিক পদে দ্বিতীয় আফ্রিকান আমেরিকান। ওই পদে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন কলিন পাওয়েল।

জেনারেল মিলে তার চার দশকের দায়িত্ব পালনের সময় বিদেশে অগণিত গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। তবে ২০১৯ সালে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন তাকে সর্বোচ্চ পদে নিয়োগ করেন, তখন তিনি সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন। তিনি ওই সময় থেকে সরাসরি হোয়াইট হাউসে রিপোর্টিং করতেন।

ওই পদে চার বছর মেয়াদকালটির (২০২১ সালে জো বাইডেনের অধীনেও অব্যাহত থাকে) সময় তিনি আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সৈন্যদের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ বিদায়ের আয়োজন করেন, সিরিয়ায় মার্কিন বিশেষ বাহিনীর অভিযান পরিচালনা করেন, রাশিয়ার অভিযানের মুখে ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা করেন।

গত মাসে মিলে বলেছিলেন, চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি একটির পর আরেকটি সঙ্কটের মধ্য দিয়ে গেছেন।

মিলের স্থলাভিষিক্ত ব্রাউন ১৯৮৪ সালে বিমান বাহিনীর অফিসার হিসেবে কমিশন লাভ করেন। তার ৩,০০০ ফ্লাইট আওয়ারের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এর মধ্যে ১৩০ ঘণ্টা ছিল যুদ্ধে৺সিকিউ হিসেবে পরিচিত ব্রাউন একবার ফ্লোরিডায় প্রশিক্ষণের সময় এফ-১৬ বিমান থেকে লাফিয়ে পড়েও বেঁচে গিয়েছিলেন।

ব্রাউন ২০২০ সালে কৃ *বাকি অংশ ৬ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের চেয়ে ১০ পয়েন্ট পিছিয়ে বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে আগামী বছরের নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করা হচ্ছে। তাদের জনপ্রিয়তা নিয়ে বিভিন্ন সমীক্ষা চলছে। একটি নতুন সমীক্ষায় দেখা গেছে, জনপ্রিয়তায় ট্রাম্পের চেয়ে ১০ পয়েন্ট পিছিয়ে আছেন বাইডেন। এছাড়া ট্রাম্প তার অন্যান্য রিপাবলিকান প্রার্থীর থেকেও এগিয়ে রয়েছেন।

ওয়াশিংটন পোস্ট ও এবিসি নিউজের সমীক্ষায় দেখা যায়, ট্রাম্পের পয়েন্ট যেখানে ৫১ শতাংশ, সেখানে বাইডেনের ৪২ পয়েন্ট। রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন প্রক্রিয়া জানুয়ারি থেকে আইওয়া ককাস ও নিউ হ্যাম্পশায়ার প্রাইমারির মাধ্যমে শুরু হবে। দক্ষিণ ক্যারোলিনার সাবেক গভর্নর নিক্কি হ্যালি ও রিপাবলিকান নেতা বিবেক রামাস্বামী প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন। তবে তাদের মধ্যে ট্রাম্পই সবার চেয়ে এগিয়ে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ট্রাম্পই শেষ পর্যন্ত রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হতে যাচ্ছেন। জরিপে বলা হয়েছে, অধিকাংশ আমেরিকান বলেছেন, জো বাইডেন ক্ষমতায় থাকাকালীন জনগণের অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে।

তিন-চতুর্থাংশ বলেছেন, আবার প্রেসিডেন্ট হওয়ার ক্ষেত্রে বাইডেনের বয়স খুব বেশি। ট্রাম্প সেদিক থেকে এগিয়ে আছেন।

সমীক্ষা অনুসারে, ট্রাম্পকে ৫৪ শতাংশ রিপাবলিকান এবং রিপাবলিকানের দিকে থাকা স্বতন্ত্র ব্যক্তিরা সমর্থন করেন। রয়টার্স

গণতন্ত্র রক্ষার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে ট্রাম্পকে আক্রমণ করলেন বাইডেন

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বৃহস্পতিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তার আক্রমণ আরো তীব্র করলেন। এ পর্যন্ত সবচেয়ে জোরালো বক্তব্য রাখলেন তিনি। বাইডেন তার বক্তব্যে বলেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান দলের প্রথম সারির প্রার্থী দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একটি বাইরের হুমকীর প্রতিনিধিত্ব করেন।

পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য অ্যারিজোনাতে এক ভাষণে বাইডেন ট্রাম্প-এর বিরুদ্ধে কড়া অভিযোগ করেন। বলেন, ট্রাম্প এমন এক 'ভয়াবহ ধারণা' পোষণ করেন যে তার অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা রয়েছে এবং তিনি আইনের উর্ধ্বে।

বাইডেন বলেন, 'ট্রাম্প বলেন, সংবিধান তাকে 'প্রেসিডেন্ট হিসেবে যা ইচ্ছে করার অধিকার দিয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমি কখনো কোনো প্রেসিডেন্টকে মজা করেও এমনটা বলতে শুনিনি। তিনি, সংবিধান বা আমাদের সহকর্মী আমেরিকানদের প্রতি সাধারণ সেবা বা শালীনতা বোধ দ্বারা পরিচালিত নন; তিনি প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন।'

২০১৯ সালে ট্রাম্প বলেছিলেন, সংবিধানের আর্টিকেল- দুই অনুযায়ী তার এমন অধিকার রয়েছে। এই ধারায় প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার বিবরণ রয়েছে। মার্চে, ট্রাম্প তার সমর্থকদের বলেছিলেন, 'আমিই আপনাদের ন্যায় বিচারক। আর, যারা ভুল করেছেন ও প্রতারণা করেছেন, তাদের জন্য আমি প্রতিশোধ গ্রহণকারী।'

বাইডেন অ্যারিজোনাতে ঘোষণা করেন, 'আমেরিকায় এখন ভয়ানক কিছু ঘটছে।' তিনি আরো উল্লেখ করেন, আমেরিকার গণতন্ত্র এখনো ঝুঁকিতে রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন তার পূর্বসূরির স্লোগান 'মেইক আমেরিকা গ্রেট এগেইন'-এর প্রসঙ্গ তুলে বলেন, এটা একটা চরমপন্থী আন্দোলন। এমএজিএ আন্দোলন আমাদের গণতন্ত্রের মৌলিক বিশ্বাসকে ধারণ করে না।

বাইডেন বলেন, তারা তাদের আক্রমণ-কে গোপন করছেন না। তারা এগুলো প্রকাশ্যে প্রচার করছেন। তারা জনতার শত্রু হিসেবে মুক্ত সাংবাদিকতাকে আক্রমণ করছেন। প্রতিবন্ধকতা হিসেবে উল্লেখ করে আইনের শাসনের ওপর হামলা করছেন। ভোটারদের ওপর চাপ প্রয়োগ করছন এবং নির্বাচনী ব্যবস্থাকে উপেক্ষা-অবজ্ঞা করছেন।

অর্ধেকের বেশি আমেরিকান সৌদি আরবের সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তির বিরুদ্ধে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেকের বেশি লোক সৌদি আরবের সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তির বিরুদ্ধে বলে অভিমত প্রকাশ করেছে। প্রস্তাবিত ওই চুক্তিতে বলা হয়েছে, সৌদি আরব আক্রান্ত হলে যুক্তরাষ্ট্র দেশটিকে রক্ষা করার জন্য সৈন্য পাঠাবে।

গত ২৯-৩১ আগস্ট হ্যারিস পোল এবং দি কুইন্সি ইনস্টিটিউট ফর রেসপনসিবল স্টেটক্রাফট পরিচালিত জনমত জরিপে দেখা যায় রিপাবলিকান ও *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ব্লিঙ্কেন-জয়শঙ্কর বৈঠকে শিখ নেতা হত্যা প্রসঙ্গ

পরিচয় ডেস্ক: ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম জয়শঙ্করের সঙ্গে এক বৈঠকে কানাডায় শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গ তুলেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। এই বৈঠকে ব্লিঙ্কেন শিখ নেতা নিজ্জর হত্যার তদন্তে কানাডাকে সহযোগিতা করতে ভারতকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। এক মার্কিন কর্মকর্তা এ কথা জানান।

গত বৃহস্পতিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন জয়শঙ্কর। গত জুন মাসে কানাডায় খালিস্তানপন্থি আন্দোলনকারী সংগঠন খালিস্তান টাইগার ফোর্সের (কেটিএফ) প্রধান নিজ্জর খুন হন। এই হত্যাকাণ্ডে ভারতের গুপ্তচর সংস্থা 'র'-এর হাত রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। কানাডার তদন্তকারী সংস্থাগুলো এ বিষয়ে আরও বিশদ তদন্ত করছে বলেও তিনি জানান। পাশাপাশি ট্রুডো দাবি করেন, নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি২০ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে এ প্রসঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। এদিকে ট্রুডোর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিঙ্কেন জানান, 'কানাডার প্রধানমন্ত্রী যে অভিযোগ করেছেন, তা আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখছি।'

এদিকে ব্লিঙ্কেন-জয়শঙ্কর বৈঠকের আগে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেন, 'একটি বিষয় ইতোমধ্যেই স্পষ্ট করেছি, নিজ্জরের হত্যায় কানাডার তদন্তে সহায়তা করতে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে উৎসাহিত করেছে।' এর আগে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে গত মঙ্গলবার জয়শঙ্কর বলেন, 'কেউ যদি কোনো প্রাসঙ্গিক নথি বা তথ্য দেয়, তা হলে তারা সেটি বিবেচনায় নেবেন।' সেই সঙ্গে তিনি নিজ্জর হত্যা নিয়ে ট্রুডোর অভিযোগকে 'অযৌক্তিক এবং ভিত্তিহীন' বলেন।

নিউইয়র্কে ট্রাম্পের জালিয়াতির মামলার বিচার পেছানোর আবেদন খারিজ

পরিচয় ডেস্ক: জালিয়াতির মামলায় অভিযুক্ত হয়ে বিচার পেছানোর জন্য আবেদন করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে তা খারিজ করে দিয়েছেন আদালত। গত বৃহস্পতিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কের একটি আপিল কোর্ট আবেদনটি খারিজ করে দেয়। সংক্ষিপ্ত আদেশে পাঁচ সদস্যের বিচারক বেঞ্চ এ আপিল খারিজ করে দেন।

এর দুদিন আগে ম্যানহাটনের বিচারক আর্থার এঙ্গরন ট্রাম্প ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে লোন পাওয়ার জন্য জালিয়াতির অভিযোগে দোষী বলে ঘোষণা করেন। এরপর মামলাটি আগামী ২ অক্টোবর শুনানির জন্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়। তবে অভিযোগের বিরুদ্ধে আপিলের ঘোষণা দেন ট্রাম্প। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ট্রাম্পের এ মামলাটি ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে আনা হয়েছিল। ওই মামলায় স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস তাকেসহ তার ছেলে ও ট্রাম্প অরগানাইজেশনের বিরুদ্ধে ভয়াবহ জালিয়াতির মাধ্যমে সম্পত্তির মূল্য বাড়ানোর অভিযোগ করেন। মামলায় জেমস ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ২৫০ মিলিয় ডলার জরিমানার *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন কেনেডি জুনিয়র

পরিচয় ডেস্ক : ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী হিসেবে জো বাইডেনের সঙ্গে মনোনয়ন লড়াইয়ে নামতে চান না রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র। বরং যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে স্বতন্ত্র পদে লড়তে যাচ্ছেন। ধারণা করা হচ্ছে, শিগগিরই এ বিষয়ে ঘোষণা আসবে।

মার্কিন রাজনীতিতে কেনেডির পূর্বপুরুষদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে,

স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তার অংশগ্রহণ নির্বাচনে নতুন মাত্রা যোগ করবে ও বাইডেনের সঙ্গে আরেকজন শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হবে।

স্পষ্ট করে কিছু না বললেও গত শুক্রবার (২৯ সেপ্টেম্বর) স্ট্রিমিং প্লাটফর্ম ইউটিউবের এক ভিডিও বার্তায় আগামী ৯ অক্টোবর ফিলাডেলফিয়ায় তার জনসভায় সবাইকে যোগ দেয়ার আহ্বান জানান। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

প্রয়োজন অনুসারে বাংলাদেশের যে কাউকে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেবে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করলে প্রয়োজন অনুসারে যেকোনও বাংলাদেশির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার এমন কথাই জানিয়েছেন। একইসঙ্গে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসসহ অন্য সকল কূটনৈতিক মিশনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার।

এদিনের সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন ছাড়াও নাগরিকদের ওপর ভিসা বিধিনিষেধ নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া স্টেট ডিপার্টমেন্টের এই ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রসঙ্গটিও উঠে আসে।যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ওয়েবসাইটে ওই ব্রিফিংয়ের বিস্তারিত বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিক ম্যাথিউ মিলারের কাছে বাংলাদেশে গণমাধ্যমকর্মী বা সাংবাদিকদের ওপর ভিসা নীতি কার্যকরের বিষয়ে জানতে চান। তিনি প্রশ্ন করেন, যুক্তরাষ্ট্র কি বাংলাদেশে নতুন করে আরও ভিসা বিধিনিষেধ আরোপের কথা ভাবছে, বিশেষ করে সরকারপন্থি মিডিয়াসহ যারা সরকারকে 'দৈত্য' হতে সাহায্য করেছে, তাদের বিরুদ্ধে? বিশেষ করে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস জানিয়েছে- যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞার পরিধি আরও বিস্তৃত করছে। অর্থাৎ মিডিয়াসহ অপপ্রচারে জড়িতরাও এর আওতায় আসবে।

জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন, আমি এখন নির্দিষ্ট কোনও পদক্ষেপ ঘোষণা করতে যাচ্ছি না। তবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের ঘোষণা অনুসারে বাংলাদেশে অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ করার কাজে দায়ী কিংবা জড়িত থাকার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, সরকার এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর ভিসা নীতি কার্যকর করার পদক্ষেপ আমরা শুরু করেছি।

তিনি আরও বলেন, গত ২৪ মে ভিসা নীতি ঘোষণার সময় আমরা এটা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি। আমরা ভিসা নীতির কথা বলেছি তবে কারও নাম উল্লেখ

সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার (ফাইল ছবি)

করিনি। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া দুর্বল ও বাধাগ্রস্থ করার কাজে দায়ী কিংবা জড়িত যেকোনও বাংলাদেশির ক্ষেত্রে এই ভিসা নীতি কার্যকর হবে। অন্য যেকোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি আমরা মনে করি তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে আমরা এই নীতি প্রয়োগ করব।

পৃথক প্রশ্নে ওই সাংবাদিক জানতে চান, বাংলাদেশের স্থানীয় একটি টিভি চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস তার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এমনকি শুধু তার নিরাপত্তা উদ্বেগই নয়, দূতাবাসের কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ জানিয়েছেন তিনি। তার এই উদ্বেগ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমরা বর্তমান সরকারের অধীনে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ওপর বেশ কয়েকটি হামলা হতে দেখেছি। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কি এই উদ্বেগগুলোকে গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছেন?

জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এই মুখপাত্র বলেন, আমি মার্কিন দূতাবাস বা সেখানে কর্মরত কর্মীদের নিরাপত্তার বিষয়ে নির্দিষ্ট বিবরণ নিয়ে আলোচনা করব না। তবে আমি বলব, অবশ্যই আমাদের কূটনৈতিক কর্মীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভিয়েনা কনভেনশনের কূটনৈতিক সম্পর্কের শর্ত অনুসারে, প্রতিটি স্বাগতিক দেশ অবশ্যই সকল দূতাবাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা মেনে চলবে। পাশাপাশি কূটনীতিকদের ওপর যেন কোনও ধরনের হামলা না হয় তা নিশ্চিত করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ম্যাথিউ মিলার বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়টিকে যুক্তরাষ্ট্র গুরুত্ব দেয়। যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাশা করে বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল বিদেশি দূতাবাস এবং কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচনের স্বার্থে গত মে মাসে নতুন ভিসা নীতির কথা ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন সেসময় টুইট করে এই ঘোষণা দেন। এই নীতির আওতায় যে কোন বাংলাদেশি ব্যক্তি যদি দেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রক্রিয়া ব্যাহত করার জন্য দায়ী হন বা এরকম চেষ্টা করেছেন বলে প্রতীয়মান হয় - তাহলে যুক্তরাষ্ট্র তাকে ভিসা দেওয়ার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক বিবৃতিতে সেসময় জানানো হয়, বর্তমান এবং সাবেক বাংলাদেশি কর্মকর্তা, সরকার-সমর্থক ও বিরোধী রাজনৈতিক *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

মার্কিন ভিসানীতি 'টেনশনে' ফেলেছে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের

শাহাদাত হোসেন (রাকিব) : বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশিদের জন্য নতুন ভিসানীতি ঘোষণা এবং এর প্রয়োগ শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির এমন পদক্ষেপের কারণে প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে কোনো আলোচনায় অংশ না নিলেও ভেতরে ভেতরে চলছে কানাঘুষা।

প্রশাসনের সিনিয়র কর্মকর্তারা বলছেন, ভিসা নিষেধাজ্ঞা নিয়ে 'জুনিয়র' কর্মকর্তারা তাদের কাছে জানতে চাচ্ছেন। এটি নিয়ে অনেক কর্মকর্তা চিন্তা বা আতঙ্কে আছেন। আতঙ্কের কারণ হিসেবে তারা নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালনের কথা উল্লেখ করছেন। কারণ, অধিকাংশ কর্মকর্তাই উচ্চ শিক্ষা কিংবা পেশাগত বিভিন্ন শর্ট কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে যান। ভিসানীতির কারণে তাদের সেই পথ বন্ধ হয়ে যাবে কি না, সেটি নিয়ে সংশয়ে আছেন!

প্রশাসনে নানা আলোচনা : সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতিঘোষণার পর থেকে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মধ্যে নানা আলোচনা হচ্ছে। এমনকি বিভিন্ন মহল মোবাইলে একে-অন্যকে জিজ্ঞেস করছেন, কারা কারা ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়লেন এবং ভবিষ্যতে কারা পড়তে পারেন।

এ বিষয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে সরকারের

একজন সচিব বলেন, আমেরিকার স্যাংশন ঘোষণার পর থেকে অনেক কর্মকর্তার মধ্যে টেনশন কাজ করছে। এর মধ্যে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তারা বেশি। কারণ, তারাই নির্বাচনী কাজে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকেন। বিষয়টি নিয়ে তাদের অনেকে আমাদের কাছে জানতে চাইছেন। তাদের মধ্যে এক ধরনের শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। মোবাইলেও একে-অন্যকে বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞেস করছেন বলে আমরা শুনেছি।'

তিনি আরও বলেন, সচিবালয়ে যারা কর্মরত আছেন তারাও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছেন। কেউ কেউ আমাদের জিজ্ঞেস করছেন, সামনে কী হতে চলেছে? আমরা বলছি, বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত না হতে।'

সবচেয়ে বেশি আতঙ্কে ডিসি-ইউএনওরা : নির্বাচনের সময় জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও উপজেলা নির্বাহী অফিসাররা (ইউএনও) রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ দায়িত্ব পালনই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াল কি না, সেটি নিয়ে সন্দিহান তারা।

এ বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অতিরিক্ত সচিব বলেন, নির্বাচনে ডিসি ও ইউএনওরা সরাসরি সম্পৃক্ত থাকেন। ভিসা নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার কারণে তাদের কেউ কেউ আমাদের কাছে আতঙ্কের কথা জানাচ্ছেন। তবে আমরা তাদের অভয় দিচ্ছি।

চট্টগ্রাম বিভাগের এক *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ভিসা নীতি নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই বললেন সালমান এফ রহমান

পরিচয় ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেছেন, যারা স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল, তারা ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিতেই পারে। তাই এ ব্যাপারে আমরা চিন্তিত নই। হতাশ হওয়ার কিছুই নেই। সংবিধান অনুযায়ী আগামী নির্বাচন শেখ হাসিনার অধীনে হবে। কোনো দল নির্বাচনে আসলো কি আসলো না, এটা সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনের বিষয়। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে তার নিজস্ব সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। সংবিধানের স্বাভাবিক গতিকে কোনো রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করলে অবশ্যই দেশের স্বার্থে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে যা করার করবো।

ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না। নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারাই শেখ হাসিনার ও আওয়ামী লীগের শক্তি। তাই আগামী নির্বাচনে নৌকাকে বিজয় করতে হলে নেতাকর্মীদের শক্তির কোনো বিকল্প নেই। এজন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নৌকাকে বিজয় করতে সবাইকে কাজ করার আহ্বান জানান সালমান এফ রহমান।

গত বৃহস্পতিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকালে নবাবগঞ্জ সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ মাঠে আয়োজিত আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটকেন্দ্র-ভিত্তিক নির্বাচন *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে বিদেশি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে চীন বললেন ঢাকায় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা ও এখানকার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি হস্তক্ষেপের বিরোধিতার ক্ষেত্রে চীন সমর্থন দেবে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর সোমবার রাতে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ৭৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন এ কথা বলেন। রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন আরো বলেন, 'বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহযোগিতা হিসেবে চীন এমন সমর্থন দেবে।'

ইয়াও ওয়েন বলেন, সকল দেশকে 'শীতল যুদ্ধের মানসিকতা' ও 'জিরোসাম গেম' (অন্যকে পুরোপুরি বঞ্চিত করে একপক্ষ সব নিয়ে নেওয়ার মানসিকতা) ত্যাগ করতে হবে।

একটি উন্মুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিচ্ছন্ন বিশ্ব গড়ে তুলতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও একে অপরকে সহযোগিতার ওপর জোর দেন রাষ্ট্রদূত। এতে স্থায়ী শান্তি, সর্বজনীন নিরাপত্তা ও অভিন্ন সমৃদ্ধি বজায় থাকবে বলে ইয়াও মনে করেন।

২০১৬ সালে ঢাকায় প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও ২০১৯ সালে বেইজিংয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফর এবং গত আগস্টে দক্ষিণ আফ্রিকায় দুই নেতার বৈঠকের উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত বলেন, 'সর্বোচ্চ পর্যায়ের এমন সফর ও বৈঠকের ফলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক আগের চেয়ে গভীর হয়েছে।'

দুই দেশই দীর্ঘদিন ধরে নিজ নিজ মূল স্বার্থ ও উদ্বেগের বিষয়ে একে অপরকে সমর্থন দিয়ে আসছে বলে রাষ্ট্রদূত *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি আগেও আমলে নেয়নি অনেক দেশ

উদিসা ইসলাম : বাংলাদেশে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে 'অবাধ ও সুষ্ঠু' করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসানীতি প্রয়োগের ঘোষণা এসেছে শুক্রবার (২২ সেপ্টেম্বর)। এর পর থেকে বিরোধী দল এটিকে সরকারের ওপর চাপ হিসেবে প্রচারের চেষ্টা করলেও এই ভিসানীতির আওতার মধ্যে রয়েছে তারাও। মার্কিন ঘোষণা অনুযায়ী, প্রকৃতপক্ষে যারা এর আওতায় রয়েছে, তারা হচ্ছেড় বর্তমান ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্য, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, বিচার বিভাগ ও নিরাপত্তা সংস্থার সদস্য।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষকরা বলছেন, এর আগে যেসব দেশকে এই ভিসানীতির ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে, তাদের 'গ্লোবাল স্ট্যাটাস ভ্যালু' বাংলাদেশের চেয়ে কম। তারাই এই ভিসানীতি আমলে নেয়নি, ফলে এ নিয়ে বাংলাদেশের শঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। আমেরিকা তার দেশে কাকে ভিসা দেবে, না দেবে সেই এখতিয়ার তাদের আছে। সেটা তাদের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত।

শুক্রবার (২২ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সরকারি ও বিরোধী দলের যেসব সদস্য বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে খাটো করার চেষ্টা করছে, তাদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলো। বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে ওই ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। এর পরপরই নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ মিশনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'দেশবাসী ভোট দিলে আওয়ামী লীগ আবারও ক্ষমতায় আসবে। কিন্তু বিদেশ থেকে নির্বাচন বানচালের কোনও পদক্ষেপ জনগণ মেনে নেবে না। তার দল সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত জনগণের ক্ষমতায় বিশ্বাস করে। যদি কোনও কারণে নির্বাচন বানচালের কোনও পদক্ষেপের ক্ষেত্রে যারা উদ্যোগ নেবে, বাংলাদেশের জনগণ তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে।'

এর আগে যুক্তরাষ্ট্র ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল আফ্রিকার কয়েকটি দেশে। সেসব দেশ হচ্ছে নাইজেরিয়া, উগান্ডা এবং সোমালিয়া। এসব দেশে কোনোটিতে নির্বাচনের আগে, কোনোটিতে নির্বাচনের পরে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার ম্যাথু মিলার ভিসানীতি ঘোষণার পরে সবার মনে প্রশ্নড় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কী হতে যাচ্ছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এর আগে আফ্রিকার দেশগুলোতে এই ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলেও সেটা যে উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছিল, তা কার্যকর হয়নি।

বাংলাদেশে ভিসানীতি ঘোষণার ঠিক ৯ দিন আগে একই ধারা ব্যবহার করে নাইজেরিয়াতেও ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। সেখানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটারদের ভয় দেখানো, ভোটের ফলাফল কারচুপি ও গণতন্ত্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আমেরিকা। ২০১৯ সালের নির্বাচনের এক মাস আগেও আমেরিকা ঘোষণা করেছিলড় নাইজেরিয়ায় নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে জড়িতদের বিরুদ্ধে ভিসা *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

কানাডা এখন খুনিদের স্বর্গরাজ্য - বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন

পরিচয় ডেস্ক: কানাডার অপরাধী প্রত্যর্পণনীতির সমালোচনা করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন অভিযোগ করেছেন, কানাডা এখন খুনিদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন, খুনিরা কানাডায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে এবং নিরাপদ জীবনযাপন করছে। অথচ তারা যাদের হত্যা করেছে তাদের স্বজনরা কষ্ট পাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মস্বীকৃত খুনি নূর চৌধুরী ও রশিদ চৌধুরীকে প্রত্যর্পণ করতে কানাডা অস্বীকৃতি জানানোর প্রেক্ষাপট তুলে ধরে এ মন্তব্য করেছেন তিনি। গত ২৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ভারতের বহুল প্রচারিত ম্যাগাজিন ইন্ডিয়া টুডেতে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে এ মন্তব্য করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন। খালিস্তান আন্দোলনের শিখ নেতা হারদীপ সিং নিজ্জার হত্যাকাণ্ড নিয়ে ভারত ও কানাডার চলমান উত্তেজনার মধ্যেই তার এ মন্তব্যে ট্রুডো সরকার কী প্রতিক্রিয়া দেখায় সেটিই এখন দেখার বিষয়।

সাক্ষাৎকারে কানাডার অপরাধী প্রত্যর্পণনীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন মোমেন। তিনি বলেন, প্রত্যপর্ণ বিষয়ে কানাডার অবস্থান নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশে এক ধরনের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে কানাডার অবস্থান অপরাধীদের জন্য একটি প্রতিরক্ষামূলক ঢাল হয়ে উঠছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে তদানীন্তন সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্য। তাদেরই একজন কানাডায় আশ্রয় নেয়া নূর চৌধুরী। আর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন রশিদ চৌধুরী। দেশের আদালতে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। এর মধ্যে নূর চৌধুরী যে কানাডায় অবস্থান করছেন সে বিষয়ে দেশটির সরকারকে সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। তাকে দেশে ফেরত পাঠাতে কানাডার

কাছে দফায় দফায় অনুরোধ জানানো হলেও দেশটির সরকার এখনো সাড়া দেয়নি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমাদের বিচার বিভাগ খুবই স্বাধীন এবং সরকার এতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তবে নূর চৌধুরী যদি বাংলাদেশে ফিরে আসেন তাহলে নূর চৌধুরী ও রশিদ চৌধুরী উভয়ই রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি চাইলে তাদের প্রাণভিক্ষার আবেদন মঞ্জুর করে তাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তন করতেও পারেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার ঘটনায় দায়ের মামলার বিচারে ১১ অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে ছয়জনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে। বাকি পাঁচজনের মধ্যে নূর চৌধুরী কানাডায়, রশিদ চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। অন্য তিন খুনি আব্দুর রশীদ, শরীফুল হক ডালিম ও মোসলেম উদ্দিন কোথায় আছেন এবং বেঁচে আছেন কিনা সেই খোঁজ এখনো মেলেনি।

'মানবাধিকারের অপব্যবহারের' মতো বৈশ্বিক উদ্বেগ নিয়েও কথা বলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'অনেকেই বিভিন্ন সময় মানবাধিকারের অপব্যবহার করে ফায়দা লুটেছে।'

তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'এটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে হত্যাকারী, খুনি ও সন্ত্রাসীদের রক্ষা করার জন্য এটিকে অনেক সময়ই ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়।'

বিদ্যমান বন্দী প্রত্যর্পণ নীতি থেকে কানাডার সরে আসা নিয়ে বাংলাদেশ আশাবাদী কি না জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমি আশাবাদী মানুষ এবং সব সময়ই আশার পিঠে আশা রাখি। আমি বিশ্বাস করি, কানাডা সরকার একদিন এই নীতি (প্রত্যর্পণ) পরিবর্তন করবে। কারণ, কানাডা বিভিন্ন দেশের খুনিদের একটি আশ্রয়স্থল হয়ে উঠছে।'

সরকারের এই মন্ত্রী আরও বলেন, 'আমি দেখেছি যে কেউ যদি কোনো খুন করে, পরে তারা বিভিন্ন ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে কানাডায় খুব সহজেই আশ্রয় পেয়ে যায়। এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কানাডা খুনিদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠছে।'তিনি আরও বলেন, 'কানাডা খুবই সুন্দর দেশে। খুবই ভালো একটি দেশ, কিন্তু এই নির্দিষ্ট আইন কানাডার সুনাম ক্ষুণ্ন করছে।'

'বিরোধীদল ও যুক্তরাষ্ট্র মিলে সেনাসমর্থিত সরকারের চেষ্টা করবে'-অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে বিরোধীদল ও যুক্তরাষ্ট্র মিলে দেশে কেয়ারটেকার (তত্ত্বাবধায়ক) সরকার নয়, সেনাসমর্থিত সরকার গঠনের চেষ্টা করতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ মন্তব্য করেন তিনি।

বাংলাদেশে বিরোধীদল ও পশ্চিমারা মিলে আবারও সেনা সমর্থিত সরকার গঠন করতে পারেন এমন অনুমান করছেন আবুল কাসেম ফজলুল হক।

তিনি বলেন, 'দেশে একটা অচল অবস্থা সৃষ্টি হবে। সেটা বিএনপি এবং পশ্চিমা বৃহৎশক্তিগুলো করবে। তার ফলে জরুরী অবস্থায় সরকার গঠনের সুযোগ হবে। তবে তখন কেয়ারটেকার

সরকার হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে কম আমি মনে করি। আমেরিকান চাপ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কিছু লোককে উপদেষ্টা মন্ত্রী করে একটা কেয়ারটেকার সরকার করবেন।'

আসন্ন জাতীয় নির্বাচন যখন এগিয়ে আসছে তখন তিনি বলছেন বিদেশি প্রভাব ও দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ মিলে সঠিক সময়ে নির্বাচন হবে না বলে জানান তিনি।

ফজলুল হক বলেন, 'আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এই দুই দলের মধ্যে কোনো রাজনীতি নেই। শুধু মাত্র ক্ষমতায় যাওয়ার ও ক্ষমতায় টিকে থাকার কৌশল।

এই দুই দল নির্বাচনের জন্য সুষ্ঠু মানবিক সম্পর্কে আসতে পারছে না। এজন্য আমার মনে হয় নির্ধারিত তারিখে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

সীমান্ত হত্যা বন্ধের প্রতিশ্রুতি শুধু কথার কথা?

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের পক্ষ থেকে সীমান্ত হত্যা বন্ধের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও বন্ধ তো হয়ইনি, বরং বাড়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। মাত্র ১৫ দিনের ব্যবধানে শুধু চুয়াডাঙ্গার সীমান্ত এলাকাতেই বিএসএফের গুলিতে নিহত হয়েছেন দুই বাংলাদেশি।

অথচ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন জি-২০ সম্মেলনে ভারতে গিয়ে জার্মান বেতার ডয়চে ভেলেকে বলেছিলেন সীমান্ত হত্যা কমেছে।

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর মহাপরিচালক পঙ্কজ কুমার সিং ২০২২ সালের জুলাইয়ে বাংলাদেশে সীমান্ত সম্মেলনে যোগ দিতে এসে বলেছিলেন,চসীমান্তে যারা হতাহতের ঘটনার শিকার হন তারা সবাই অপরাধী। তারা চোরাচালানি।" একই সম্মেলনে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-র মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বিএসএফের গুলিতে ১৫ দিনে দ্বিতীয় বাংলাদেশি নিহত

পরিচয় ডেস্ক: ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর গুলিতে চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বৃহস্পতিবার এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হন। দু সপ্তাহের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা এলাকায় এটি দ্বিতীয় বাংলাদেশি নাগরিক হত্যার ঘটনা।

বৃহস্পতিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর সীমান্তের ভারতীয় ভূখণ্ডে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রবিউল হক (৪০) দামুড়হুদা উপজেলার পীরপুরকুল্লাহ গ্রামের মৃত রহমত উল্লাহর ছেলে।

পীরপুরকুল্লাহ গ্রামের বাসিন্দারা জানান, রবিউল হক রাতের আঁধারে অবৈধভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করলে রাঙ্গিয়ারপোতা ক্যাম্প থেকে বিএসএফের সদস্যরা তাকে আটক করে। আটকে রেখে নির্যাতন করার এক পর্যায়ে তাকে গুলি করা হলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

এ ঘটনার পর বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠক করে। চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাঈদ মোহাম্মাদ জাহিদুর রহমান এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এর আগে গত ১৫ সেপ্টেম্বর চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বেনীপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে মিজানুর রহমান নামের এক ব্যক্তি নিহত হন। ৫০ বছর বয়সি মিজানুরের মরদেহ ৭ দিন পর দুই দেশের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ফেরত দেয় বিএসএফ।-দ্য ডেইলি স্টার

বিষাক্ত-বিপজ্জনক জাহাজ বাংলাদেশের সৈকতে পাঠাচ্ছে ইউরোপ জানালো হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)

পরিচয় ডেস্ক: জেনেশুনেই ইউরোপের দেশগুলো তাদের বিপজ্জনক ও বাতিল জাহাজগুলো ভাঙার জন্য বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে। মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) ও জাহাজভাঙা শিল্প নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংগঠন শিপব্রেকিং প্ল্যাটফর্ম এক প্রতিবেদনে এ কথা বলেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের এই জাহাজভাঙা শিল্প খুবই বিপজ্জনক, পরিবেশ দূষণকারী এবং এখানে শ্রম অধিকার লঙ্ঘিত হয়।

প্রতিষ্ঠান দুটি 'ট্রেডিং লাইভস ফর প্রফিট বা মুনাফার জন্য জীবন কেনাবেচা'ড়শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'অনেক ইউরোপীয় শিপিং কোম্পানি জেনেশুনে তাদের মেয়াদ উত্তীর্ণ জাহাজগুলো বাংলাদেশের বিপজ্জনক ও দূষণকারী ইয়ার্ডে ভাঙার জন্য পাঠাচ্ছে।'

৯০ পৃষ্ঠার ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের জাহাজ ভাঙা শিল্প সমুদ্রসৈকতে বিষাক্ত জাহাজ ভাঙা রোধে প্রণীত আইন লঙ্ঘন করে, প্রায়ই নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য শর্টকাট পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং বিষাক্ত বর্জ্য সরাসরি সমুদ্রসৈকতে ও আশপাশের পরিবেশে ফেলে। এ ছাড়া শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, বিশ্রাম বা ক্ষতিপূরণ দিতে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বে সহিংসতাপ্রবণ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ২২তম, ভারত ১৬তম এবং পাকিস্তান ১৯তম ও যুক্তরাষ্ট্র ৫০তম

পরিচয় ডেস্ক: সারা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সহিংসতাপ্রবণ ৫০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশ রয়েছে ২২তম অবস্থানে। যুক্তরাষ্ট্রের অলাভজনক প্রতিষ্ঠান দ্য আর্মড কনফ্লিক্ট লোকেশন অ্যান্ড ইভেন্ট ডেটা প্রজেক্টের (এসিএলইডি) গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। মার্কিন এই অলাভজনক সংস্থাটি ২০২২ সালের জুলাই থেকে ২০২৩ সালের জুলাই মাসের মধ্যে ২৪০ টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চলের ডেটার ওপর ভিত্তি করে এই তালিকা প্রস্তুত করেছে।

এসিএলইডি ওয়েবসাইট অনুসারে, বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সহিংসতাপ্রবণ ৫০টি দেশের তালিকা প্রকাশ করেছে তারা। সম্প্রতি প্রকাশিত এ তালিকায় শীর্ষে অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি সহিংসতাপ্রবণ দেশের তকমা পেয়েছে মিয়ানমার।

এরপরই রয়েছে যথাক্রমে সিরিয়া, মেক্সিকো, ইউক্রেন ও নাইজেরিয়া। এছাড়া

বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকতে ভাঙা হচ্ছে একটি জাহাজ। ছবি: শিপ ব্রেক ইয়ার্ড বিডি

ব্রাজিল, ইয়েমেন, ইরাক, কঙ্গো এবং কলম্বিয়া রয়েছে শীর্ষ দশে থাকা দেশগুলোর মধ্যে। তালিকার শেষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই এই তালিকায় স্থান পেয়েছে।

তালিকায় 'উচ্চ' ক্যাটাগরিতে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ। অন্যদিকে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সহিংসতাপ্রবণ দেশের তালিকায় ভারত ১৬তম এবং পাকিস্তান ১৯তম স্থানে রয়েছে। সূচকে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ৫০তম।

যুক্তরাষ্ট্র এই তালিকায় আসার অন্যতম কারণ হিসেবে আর্মড কনফ্লিক্ট লোকেশন অ্যান্ড ইভেন্ট ডেটা প্রজেক্ট বা এসিএলইডি প্রতিবেদনে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সহিংসতা এবং উগ্র ডান-পন্থি গোষ্ঠীগুলোর বিস্তার লাভকে উল্লেখ করা হয়েছে। *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

আকুতেও যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা, বাকিতে পণ্য আমদানি করতে পারবে না বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের এক সপ্তাহ না পেরুতেই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরেকটি বড় ধাক্কা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এবার এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) সঙ্গে লেনদেন নিষ্পত্তি না করার জন্য আমেরিকার ব্যাংকগুলোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অফিস অব ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল (ওএফএসি) নির্দেশনা জারি করেছে।

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন সংক্ষেপপে আকু হচ্ছে একটি আন্তঃআঞ্চলিক লেনদেন নিষ্পত্তিকারী সংস্থা। এর মাধ্যমে আন্তঃআঞ্চলিক লেনদেন নিষ্পত্তি হয়। এর মাধ্যমে লেনদেনের সুবিধা হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে লেনদেনের পুরো অর্থ পরিশোধ না করে, বরং পরস্পরের কাছে তাদের ঠিক কী পরিমাণ দেনা আছে, তা বাদ দিয়ে বাকি অর্থ পরিশোধ করে।

এতদিন আকুর মাধ্যমে পণ্য কিনে তা প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর পরিশোধ করে আসছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। এই তালিকায় বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে আরো ৯টি দেশে। তার মধ্যে ভারত বাদে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি পণ্য আকুর মাধ্যমে আমদানি বিল পরিশোধ করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের এই নিষেধাজ্ঞার ফলে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে নগদে পণ্য ক্রয়ের পাশাপাশি বাড়তি দামে বাংলাদেশকে মূল্য পরিশোধ করতে হতে পারে। যদিও বাংলাদেশে এই মুহূর্তে ডলারের সংকট রয়েছে।

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন - আকুর তথ্য অনুযায়ী আন্তঃদেশিয় এই সংস্থাটির মাধ্যমে ভারত বাদে অন্য দেশগুলোর মধ্যে পণ্য ক্রয়ের মূল্য বাবদ সবচেয়ে বেশি লেনদেন করে আসছে বাংলাদেশ। ২০২১ সালে একবছরে বাংলাদেশ ১০৬০৯.২১ মিলিয়ন ডলারের পণ্য ক্রয় করে ছিলো। যা আকুর মোট লেনদেনের ৩৭ শতাংশ। একই সময়ে শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান যথাক্রমে ৩৫৬৬.৬৯ মিলিয়ন ডলার এবং ৯৪৮.৯১ মিলিয়ন ডলারের পণ্য ক্রয় করে। তবে ভারত মোট লেনদেনের ৪৬ শতাংশ করে থাকে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের অফিস অব ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল (ওএফএসি)- এর বরাত দিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইকোনমিক টাইমসে একটি সংবাদ প্রকাশ করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ব্যাংকগুলো দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া বা *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

‘বাংলাদেশে ইচ্ছে মতো টাকা ছাপানোয় বড় চাপ তৈরি হয়েছে’- বিবিসির প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে ভূমিকা রাখা প্রয়োজন তা করতে পারেনি বাংলাদেশ ব্যাংক- এমনটাই মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। তারা বলছেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে ‘অদক্ষতা কিংবা ব্যর্থতার’ পরিচয় দিচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

নিউইয়র্ক-ভিত্তিক গ্লোবাল ফিন্যান্স ম্যাগাজিন সম্প্রতি একটি র‍্যাংকিং প্রকাশ করেছে। যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে ‘ডি গ্রেড’ দেয়া হয়েছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভালো অবস্থানে নেই।

বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি লাগাম ছাড়া, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমতির দিকে, ডলার সঙ্কট এবং ডলারের বিপরীতে টাকার ধারাবাহিক দরপতন। এসব পরিস্থিতি অর্থনীতিকে জটিল করে তুলেছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, মূল্যস্ফীতি কমানো, মুদ্রার বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা আনা এবং খেলাপি ঋণ কমানো- এ তিনটি বিষয় ব্যাংকিং সেক্টর ও দেশের অর্থনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ‘অদক্ষতা কিংবা ব্যর্থতার’ পরিচয় দিয়েছে বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন। এ পরিস্থিতির জন্য ‘রাজনৈতিক চাপ ও সরকারের নিয়ন্ত্রণ’ বড় ভূমিকা পালন করেছে বলেও মনে করেন তারা।

টাকা ছাপানো নিয়ে উদ্বেগ

বাংলাদেশে অনেক দিন ধরেই বাজারে ডলারের তীব্র সঙ্কট তৈরি হয়ে আছে এবং কোনোভাবেই বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে বাজারে স্থিতিশীলতা আনা যাচ্ছে না। আবার ডলারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এখনকার যে নীতি তা রফতানি আয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করছে বলেও মনে করেন অনেকে।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর বলেন, বিনিময় হার নিয়ে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ভিসানীতি বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে প্রভাব ফেলবে না জানালো বিজিএমইএ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে নির্বাচন সামনে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ভিসানীতি ঘোষণা করেছে, তাতে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে কোনো প্রভাব পড়বে না বলে মনে করেন দেশের তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি-বিজিএমইএ সভাপতি ফারুক হাসান।

তৈরি পোশাক খাতের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে গত সোমবার (২৬ সেপ্টেম্বর) উত্তরায় বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান।

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, ‘আমেরিকার ভিসানীতিটা যে কারোর *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

আরও গরিব হয়ে গেল পাকিস্তান! ফাঁস করল বিশ্বব্যাঙ্ক, নুন আনতে পান্তা ফুরোচ্ছে

পরিচয় ডেস্ক: একেবারে ভয়াবহ আর্থিক পরিস্থিতি। এবার এনিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল বিশ্বব্যাঙ্ক। পাকিস্তানের একেবারে নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পাকিস্তানের দারিদ্রতা গত আর্থিক বছরে ৩৯.৪ শতাংশকে স্পর্শ করেছে। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের ইলিশ কি শুধু ভারতেই যায়?

পরিচয় ডেস্ক: সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা উপলক্ষে অন্যান্য বছরের মতো এবারও প্রতিবেশী ভারতে ইলিশ রফতানি করছে বাংলাদেশ সরকার। ‘টোকেন’ হিসেবে এবছর মাত্র ৪ হাজার মেট্রিক টন ইলিশ মাছ রফতানির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেশের বাজারে ইলিশের উচ্চমূল্য নিয়ে অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করে এ সিদ্ধান্তের সমালোচনাও করেছেন। অনেকেই আবার প্রশ্ন তুলেছেন, এত পরিমাণ ইলিশ আহরণের পরও চড়া দাম। ভারতের যাচ্ছে খুবই অল্প পরিমাণ ইলিশ। বাংলাদেশ থেকে আর কোনও দেশে কি ইলিশ রফতানি হচ্ছে?

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের আরও ১০টি দেশে আহরণ হয় ইলিশ। এরমধ্যে ভারত, মিয়ানমার, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে সামান্য পরিমাণে ইলিশ পাওয়া যায়। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের (বিএফআরআই) তথ্যমতে, বিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের প্রায় ৭৫ ভাগই বাংলাদেশে আহরণ হয়। আর বাংলাদেশের জাতীয় এই মাছের অনন্য স্বাদ ও গন্ধ বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশের ইলিশের তুলনায় ব্যাপক জনপ্রিয়। দেশের প্রায় ৭ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ইলিশ ধরার সঙ্গে জড়িত। এছাড়াও প্রায় ২৫ লাখ মানুষ ইলিশের জাল এবং অন্যান্য সরঞ্জাম তৈরি, বরফ তৈরি, পরিবহন, বিপণন, বিক্রয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে জড়িত।সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯৯-২০ অর্থবছরে ইলিশের আহরণের পরিমাণ ছিল ২ লাখ ১৯ হাজার টন। যেটি ২০২১-২২ অর্থবছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৬৭ হাজার টনে। বিএফআরআই-র মতে, বর্তমানে ইলিশের সর্বোচ্চ টেকসই ফলন ৭ লাখ ২ হাজার টন। তবে বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রফতানিকারক সমিতি (বিএফএফইএ) সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ বছরে প্রায় ৬ লাখ টন ইলিশ আহরণ হয়। সেখান থেকে ৪ থেকে ৫ হাজার টন ইলিশ রফতানি হলে বাজারে তেমন কোনও প্রভাব পড়ে না। বরং ৩৫০ থেকে ৪০০ কোটি টাকার সমান বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়। *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

TITLE SPONSOR
GOLDEN AGE HOME CARE
আজকাল
Galaxy media
Grand Sponsor
Aasha Home Care
Aasha Social Adult Day Care
Aasha Charity Foundation
We Pay Highest in New York & Buffalo
646-744-5934
Eshaa R
IMRAN | KONA
MELODIOUS NIGHT
Powered by:
utshob.com®
YOUR ULTIMATE ONLINE SHOPPING EXPERIENCE
1st OCTOBER 2023, 7.30PM-11PM
VENUE: QUEENS THEATRE
FLUSHING MEADOWS CORONA PARK, 14 UNITED NATIONS AVE S, QUEENS, NY 11368
TICKET PRICE: SILVER:$30 GOLD:$50 VIP:$100
FOR MORE INFO: +1 (929) 538-7903
SCAN FOR TICKET
TICKETS AVAILABLE AT:
I HOPE DESIGN, 169-22 HILLSIDE AVENUE, JAMAICA, NY 11432
DHANSHIRI RESTAURANT, 169-28 HILLSIDE AVENUE, QUEENS, NY 11432
SMART CAFE, 168-45 HILLSIDE AVE., JAMAICA, NY 11432
SALIM BIRYANI, 166-14 HILLSIDE AVE., JAMAICA, NY 11432
KHALIL BIRYANI HOUSE, 1457 UNIONPORT RD, BRONX, NY 10462
GRAM BANGLA RESTAURANT, 7605 101 AVENUE, OZONE PARK, NY
KHAAMAR BAARI SUPERMARKET, 37-16 73RD STREET, JACKSON HEIGHTS, NY
MARRAKESH RESTAURANT & LOUNGE, 25-39 STEINWAY ST, QUEENS, NY
HOST:
Nimmi
CO-SPONSORS
Khalil Biryani House
Fauma INNOVATIVE INC.
BIOSKOPE FILMS
(310) 770-5243
MASWALA
518-927-0407
style with me
360 ADULT SOCIAL DAYCARE CENTER
THE GARAGE
COMPLETE AUTO CARE
AFTAB SUPER MARKET
144-01 HILLSIDE AVE
(718) 301-8510
HAMD TAX & MULTISERVICES INC.
Halal Indo-Chinese & Indian Cuisine
(718) 725-0001
169-28 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
QUEENS HOLDING LLC
SMART CAFE
cellaxs phone repair
PERSONAL CARE & ASSISTANCE
Your Dream HOMECARE
Organized By:
Deshi Music & Entertainment NY Inc
Media Partner:
ঠিকানা
Print Partner:
ihope print.com

পাকিস্তানে ঈদে মিলাদুন্নবির মিছিলের কাছে আত্মঘাতী হামলা, নিহত

পরিচয় ডেস্ক : পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে ঈদে মিলাদুন্নবির মিছিলের কাছে আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে এখন পর্যন্ত ৫২ জনের নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছে বহু। নিহতদের মধ্যে একজন পুলিশ কর্মকর্তাও রয়েছেন। শুক্রবার (২৯ সেপ্টেম্বর) পাকিস্তানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ডনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জাননো হয়েছে।

সেখানের জেলা স্বাস্থ্যকর্মকর্তা আব্দুল রাজ্জাক শাহী হতাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সিটি স্টেশন হাউজ অফিসার (এসএইচও) মোহাম্মদ জাভেদ লেহরি জানিয়েছেন, নিহতদের মধ্যে একজন পুলিশ কর্মকর্তাও রয়েছেন।

এর আগে শহীদ নবাব ঘৌস বখশ রাইসানি মেমোরিয়াল হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডা. সাঈদ মিরওয়ানি এঘটনায় ৩৪ জন নিহত হওয়ার কথা জানান।

বেলুচিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন তথ্যমন্ত্রী জ্যান আচাকজাই জানান, মাসটাং এলাকায় এরই মধ্যে উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছে। যাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক তাদের কোয়েটায় পাঠানো হচ্ছে।

তিনি বলেন, শত্রুরা বেলুচিস্তানের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও শান্তিকে ধ্বংস করতে চায়। এই বিস্ফোরণ কোনো ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। দোষীদের গ্রেফতারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

ভারতে পর্যটকের তালিকায় বাংলাদেশীরা দ্বিতীয়

পরিচয় ডেস্ক : ২০২২ সালে ভারতে সফরকারী পর্যটকদের ২০% ছিল বাংলাদেশ থেকে, যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। অন্যদিকে দেশটিতে সর্বোচ্চ সংখ্যক পর্যটক গেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এই তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য। বুধবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে ভারতের পর্যটন মন্ত্রণালয়।

ভারতীয় গণমাধ্যম থেকে জানা যায়, গত বছর দেশটিতে মোট ৬১ লাখ ১৯ হাজার পর্যটক ভ্রমণে যান; যা আগের বছরের চেয়ে ৩০৫.৪ শতাংশ বেশি। এতে ভারতের আয় হয় ১ লাখ ৩৪ হাজার ৫৪৩ কোটি রুপি। ২০২১ সালের ৬৫ হাজার কোটি রুপির তুলনায় এটি অনেকটাই বেশি।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২০২২ সালে ভারতে ভ্রমণকারী বিদেশি পর্যটকদের শীর্ষ তিন উৎস ছিল যুক্তরাষ্ট্র (২২ দশমিক ১৯ শতাংশ), বাংলাদেশ (২০ দশমিক ২৯ শতাংশ) ও যুক্তরাজ্য (৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ)।

তালিকার শীর্ষ দশে থাকা বাকি দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া (৫ দশমিক ৯৬ শতাংশ), কানাডা (৪ দশমিক ৪৮ শতাংশ), শ্রীলঙ্কা (২ দশমিক ৮ শতাংশ), নেপাল (২ দশমিক ১৯ শতাংশ), জার্মানি (২ দশমিক ০১ শতাংশ), সিঙ্গাপুর (১ দশমিক ৮৯ শতাংশ) এবং মালয়েশিয়া (১ দশমিক ৮৮ শতাংশ)।

এর বাইরে ফ্রান্স থেকে ১ দশমিক ৭৯ শতাংশ, রাশিয়া থেকে ১ দশমিক *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

বিদেশে ৯০ শতাংশ ভিক্ষুক পাকিস্তানি

পরিচয় ডেস্ক: পাকিস্তান থেকে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ভিক্ষুক বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। বিষয়টি মানব পাচারকে উদ্বুদ্ধ করছে। বুধবার পাকিস্তানের পার্লামেন্টের সিনেটের বৈদেশিক বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এ তথ্য জানিয়েছে। বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের সচিব জুলফিকার হায়দার জানান, দেশের বাইরে গ্রেপ্তারকৃত '৯০ শতাংশ ভিক্ষুক' পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত। অনেক ভিক্ষুক সৌদি আরব, ইরান ও ইরাক ভ্রমণের জন্য তীর্থযাত্রীদের ভিসাকে কাজে লাগিয়েছে। মক্কা ও মদিনার মতো পবিত্র স্থানগুলোতে আটক হওয়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পকেটমারও পাকিস্তানি নাগরিক। *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

ভূমধ্যসাগরে চলতি বছরে ২৫০০ অভিবাসন প্রত্যাশী নিখোঁজ জানাল জাতিসংঘ

পরিচয় ডেস্ক : ইউরোপে পাড়ি দেওয়ার সময় চলতি বছরের এখন পর্যন্ত ২ হাজার ৫০০ জনেরও বেশি মানুষ ভূমধ্যসাগরে ডুবে মারা গেছেন বা নিখোঁজ হয়েছেন। গত বছরের একই সময়ে মৃত ও নিখোঁজের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৬৮০ জন। নিউইয়র্কে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) গত ২৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছে। খবর-ডয়চে ভেলে। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার নিউইয়র্ক অফিসের পরিচালক রুভেন মেনিকদিওয়েলা নিরাপত্তা পরিষদকে বলেছেন, অভিবাসী *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

পাকিস্তানে টেলিভিশন টক শোতে দুই নেতার মারামারি

পরিচয় ডেস্ক: টেলিভিশনে রাজনৈতিক টক শোর লাইভ চলছিল। আর সে সময় দুই দলের দুই নেতার মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। একপর্যায়ে দুই নেতা মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন। ঘটনাটি ঘটেছে পাকিস্তানে। খবর এনডিটিভির।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জিও টিভিতে সম্প্রচারিত টক শোতে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) নেতা ও ইমরান খানের আইনজীবী শের আফজাল খান মারওয়াত ও পাকিস্তান মুসলিম লিগের (পিএমএল-এন) দলীয় সিনেটর আফনান *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

'প্রসাদ' চুরি সন্দেহে ভারতে মুসলিম যুবককে পিটিয়ে হত্যা

পরিচয় ডেস্ক: 'আমি সবকিছু হারিয়ে ফেলেছি,চ ইসহাকের বাবা আব্দুল ওয়াজিদ আল জাজিরাকে বলেছিলেন যখন তার চোখ অশ্রুতে ভরে যায় ওঠে এবং তার কণ্ঠ ভেঙ্গে আসে। গত ২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার স্থানীয় সময় ভোর ৫টার দিকে ইসহাককে একটি লোহার খুঁটির সাথে একটি চামড়ার বেল্ট দিয়ে বেঁধে নির্দয়ভাবে মারধর করা হয় এই সন্দেহে যে, সে 'প্রসাদ' চুরি করেছে। ইসহাকের বাসা থেকে তিন লেন দূরে এ ঘটনা ঘটে। 'আমার ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে কারণ সে প্রসাদ খেয়েছিল,' ওয়াজিদ (৬০) বলেন, 'যারা আমার ছেলেকে হত্যা করেছে তারা এটাকে আপত্তিকর মনে করেছে যে একজন মুসলমান তাদের প্রসাদ স্পর্শ করেছে।'

ওয়াজিদ, যিনি ভ্যানে করে সবজি বিক্রি করেন, বলেন, তার হিন্দু গ্রাহকরা প্রায়ই তাকে প্রসাদ দেন এবং তিনি দ্বিতীয় চিন্তা ছাড়াই তা গ্রহণ করেন। 'প্রসাদ হল ভগবান বা আল্লাহর দান। আমি এটা প্রত্যাখ্যান করি না।'

ইসহাকের বোন উজমা আল জাজিরাকে বলেছিলেন যে, তার ভাইকে 'কলা নেয়ার জন্য' পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল এবং নৃশংস হামলার পরে জনতা তাকে খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছিল। 'তার নখ ভেঙে গেছে, কিছু উপরে নেয়া হয়েছে এবং আঙ্গুল কেটে গেছে। তাকে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছিল কারণ সে একজন মুসলিম ছিল,' তিনি বলেন, 'সে কথা বলতে পারছিল না এবং তার অবস্থা গুরুতর ছিল।'

উজমা বলেন, *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

সুইডেনের মসজিদে ইসলাম বিদ্বেষীদের আগুন; ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

পরিচয় ডেস্ক : সুইডেনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের এসকিলস্টোনা শহরের মসজিদে আগুন দিয়েছে ইসলাম বিদ্বেষীরা। এর ফলে মসজিদটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।পুলিশ বলেছে- মসজিদটি আগুনে এত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে, এটি এখন আর ব্যবহারযোগ্য নয়। মসজিদের গণসংযোগ কর্মকর্তা আনাস দেনেচে বলেছেন, পুলিশি তদন্তে দেখা যাচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে মসজিদে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এর আগে ইসলাম-বিদ্বেষীরা কয়েক দফায় মসজিদে হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছিল। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে।

এই কর্মকর্তা আরও বলেন, গত ২৫ সেপ্টেম্বর মসজিদে যখন আগুন দেওয়া হয় তখন সেখানে কেউ ছিলেন না। এ কারণে কোনো ব্যক্তি হতাহত হননি। *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

৬ষ্ঠ
হুমায়ূন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা
Humayun Ahmed Conference and International Bangla Book Fair
কোন প্রবেশ মূল্য নাই
SATURDAY, OCTOBER 07
TIME: 11 AM-11 PM
VENUE : THE MARY LOUIS ACADEMY
176-21 Wexford Ter, Jamaica, NY 11432.
নৃত্য পরিবেশনায়: বাফা
Bangladesh Academy of Fine Arts
bafa
অনুষ্ঠানে থাকছে
মুক্ত আলোচনা: লেখকের ভাবনায় হুমায়ূন আহমেদ
সেমিনার
স্মৃতিচারণ
নাটক
চলচ্চিত্র প্রদর্শন
চিত্র প্রদর্শন
আবৃত্তি
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
নতুন প্রজন্মের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা
শাড়ী-গহনা-খাবারের স্টল
থাকছে বিভিন্ন লেখক ও হুমায়ূন আহমেদ রচিত বইয়ের স্টলসহ রকমারী স্টল
আহ্বায়ক
মিশুক সেলিম
২১২-৮১৪-০০৪৭
যুগ্ম আহ্বায়ক
খালেদ সরফুদ্দীন, আবু সাঈদ রতন
আকবর হায়দার কিরণ, ইশতিয়াক রুপু
সদস্য সচিব
মনজুর কাদের
৬৪৬-৫৭৫-৯৫৮৯
যুগ্ম সদস্য সচিব
মাকসুদা আহমেদ, সুমন শামসুদ্দিন
জুলি রহমান, নেলী ইসলাম
প্রধান সমন্বয়কারী
আলমগীর খান আলম
৬৪৬-৫৪৬-৬০৩৮
সমন্বয়কারী
শিব্বীর আহমেদ, আনোয়ার সেলিম
সাদেক শিবলী, উজ্জ্বল সাঈদ
আপনারা সাদরে আমন্ত্রিত
CHANNEL i
TIME television
IBTV USA
আজকাল
আয়োজনে
SHOW TIME MUSIC
ব্যবস্থাপনায়:
বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব, যুক্তরাষ্ট্র
For More Information
646 546 6038

প্রবাসীদের রাজনৈতিক ভাবনা

ইকতেদার আহমেদ

প্রাচীনকাল হতে ভারতবর্ষ অর্থনৈতিকভাবে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সমৃদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষের এ সমৃদ্ধির কারণে প্রথম সহস্রাব্দের কিছুকাল পূর্ব হতে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সাম্রাজ্য বিজয়ীদের দ্বারা ভারতবর্ষ আক্রান্ত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সাম্রাজ্য বিজয়ীদের ভারতবর্ষ আক্রমণের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল এ দেশের সম্পদ লুণ্ঠন। উপমহাদেশে বারবার সাম্রাজ্য বিজয়ীরা আক্রমণ করলেও ভারতবর্ষের শাসকরা সাম্রাজ্য বিস্তারে কখনো বাইরে কোনো অভিযান পরিচালনা করেনি।

ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা ব্রিটিশদের হস্তগত হলে তারা এ দেশে রেল ও নৌ-যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তোলে। তবে এ কাঠামো গড়ার পেছনের উদ্দেশ্য ছিল এ দেশ থেকে সম্পদ আহরণের মাধ্যমে তাদের নিজ দেশ সুদূর ব্রিটেনে প্রেরণ।

ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু ও মুসলিম এই দুই সম্প্রদায় অধ্যুষিত। ভারতবর্ষ তিন দিকে সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় সমুদ্রপথে এখান থেকে পৃথিবীর অন্যত্র যাওয়ার পথ উন্মুক্ত। কিন্তু হিন্দু ধর্মে সমুদ্র পাড়ি দেয়া নিষিদ্ধ থাকায় এ উপমহাদেশে ব্রিটিশদের আগমন পূর্ববর্তী ভারতবর্ষ থেকে হিন্দু বা মুসলিম কোনো সম্প্রদায়ের লোক সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর অন্যত্র যেতে উদ্যোগী হয়নি। তা ছাড়া উদ্যোগী না হওয়ার পেছনের কারণ ছিল সে যুগে এ দেশের মানুষের জীবনধারণে যেসব উপকরণের প্রয়োজন হতো তা এখানকার উৎপন্নসামগ্রী দিয়ে পূরণ করা যেত।

ভারতবর্ষ ব্রিটিশদের শাসনাধীন থাকাবস্থায় পৃথিবীর সর্বত্র তাদের উপনিবেশ ছিল। সে সময় পৃথিবীর বিভিন্ন উপনিবেশে কৃষি কাজে শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দিলে উপমহাদেশ থেকে অনেকটা জোর করে কৃষি শ্রমিকদের পৃথিবীর অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার সূচনা করে। সে সময় আমাদের এতদঅঞ্চল অর্থাৎ বাংলা ও আসাম থেকে পৃথিবীর অন্যত্র কৃষিশ্রমিক নেয়ার নজির নেই। যদিও বাংলা ও আসামে চা-বাগান প্রতিষ্ঠায় ভারতের তামিলনাড়ু ও বিহার থেকে প্রচুর কৃষিশ্রমিক নিয়ে আসা হয়েছিল। সেসব কৃষিশ্রমিক এখনো বংশপরম্পরায় বাংলা ও আসামে বসবাস করছে।

১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভাজিত হয়ে পাকিস্তান ও ইন্ডিয়া নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলে পূর্ববাংলা পূর্বপাকিস্তান নাম ধারণকরত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্ববাংলা পাকিস্তানের শাসনাধীন থাকাবস্থায় এ অঞ্চলের সিলেট জেলা ছাড়া অন্য কোনো জেলা থেকে সাধারণ জনমানুষের ব্যাপক হারে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ ঘটেনি। বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে সিলেট জেলায় সাধারণ জনমানুষ উন্নত জীবন ধারণের উদ্দেশে ব্রিটেনের পথে পাড়ি জমাতে শুরু করে। তাদের সে যাত্রা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ পাকিস্তানের শাসনাধীন থাকাবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ যে হারে বিদেশে পাড়ি জমানোর সুযোগ পেয়েছিল তার তুলনায় এ দেশ থেকে কমসংখ্যক লোক বিদেশে পাড়ি জমিয়েছিল। যা হোক, বাংলাদেশ অভ্যুদয়-পরবর্তী এ দেশের সব অঞ্চলের জনগণের জন্য বিদেশে যাওয়ার অবারিত দ্বার উন্মোচিত হয়।

বাংলাদেশের যেসব জনগণ বিদেশে বসবাস করেন তাদের প্রবাসী বলা হয়। প্রবাসী দু'ধরনের। একশ্রেণীর প্রবাসী বিদেশী নাগরিকত্ব অর্জনের মাধ্যমে সেখানে বসবাস করছেন, আর অপর শ্রেণীর প্রবাসী কর্মসংশ্লেষে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে অস্থায়ীভাবে বিদেশে বসবাস করছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী প্রবাসীদের মধ্যে শেষোক্ত শ্রেণীর প্রবাসীর সংখ্যা বেশি। ধারণা করা হয়, বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উভয় শ্রেণীর প্রবাসীর সংখ্যা ৮০ লাখ ছাড়িয়েছে। সংখ্যাটি বাংলাদেশের সামগ্রিক জনসংখ্যার ৫ শতাংশের ঊর্ধ্বে। বর্তমানে বাংলাদেশের এমন কিছু প্রবাসী যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন যাদের প্রজন্ম দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ অবধি বিস্তৃত হয়েছে। সাধারণত দেখা যায়, যেকোনো দেশে অবস্থানরত

দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রবাসীরা চাল-চলন ও কথা-বার্তায় সম্পূর্ণভাবে নিজেদের ওই সব দেশের উপযোগী করে তোলেন। কিন্তু বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে নাড়ির টান বেশি হওয়ায় দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ প্রজন্মের প্রবাসীরা যতই নিজেদের ভিনদেশী কৃষ্টি ও সভ্যতার সাথে সম্পৃক্ত করুক না কেন; তারা নিজ দেশের পূর্বপুরুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে সচেষ্ট। এদিক থেকে আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারতের একই শ্রেণীর প্রবাসীদের দিকে তাকালে দেখা যায়, তারা প্রবাসী হিসেবে যে দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন নিজেদের সম্পূর্ণরূপে সে দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলেছেন। এ ধরনের ভারতীয় প্রবাসীরা ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কি ঘটছে তা নিয়ে মোটেও উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত নন। এমনকি ভারতের যেসব প্রবাসী অস্থায়ীভাবে জীবিকার উদ্দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস করছেন তারাও যে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বিষয়ে খুব বেশি তৎপর; এমনটি পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উভয় শ্রেণীর প্রবাসীদের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বর্তমানে উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা এবং ইউরোপের যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতিসহ অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও জাপানে যেসব বাংলাদেশী প্রবাসী বসবাস করছেন, তাদের অধিকাংশ ওইসব দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন। কিন্তু এদের অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা দ্বৈত নাগরিকত্ব রক্ষা করে চলেছেন। অন্যদিকে, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে এবং মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে যেসব বাংলাদেশী প্রবাসী বসবাস করছেন; এদের প্রায় শতভাগ বাংলাদেশের নাগরিক। এরা ন্যূনপক্ষে বছরে একবার দেশে এসে বেশ কিছু দিন মা-বাবা বা আত্মীয়স্বজনের সাথে সময় কাটিয়ে আবার প্রবাসে নিজ কর্মস্থলে ফিরে যান।

যেকোনো কারণে হোক, বাংলাদেশের উভয় শ্রেণীর প্রবাসী নিজ দেশের রাজনীতি নিয়ে খুব সচেতন। পৃথিবীর যেসব দেশে ও শহরে বাংলাদেশী প্রবাসীর সংখ্যা সহস্র অতিক্রম করেছে; সেসব দেশ ও শহরে বাংলাদেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ জামায়াতে ইসলামী এবং জাতীয় পার্টির সংগঠন রয়েছে। যেসব দেশ ও শহরে প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা কয়েক সহস্র বা লাখ অতিক্রম করেছে সেসব দেশ বা শহরে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-এ দু'টি দলের একাধিক কমিটির অস্তিত্ব বিদ্যমান। মূলত নেতৃত্ব ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল এ দু'টি কারণে একাধিক কমিটির আবির্ভাব।

আমাদের দেশ থেকে বড় দু'টি দলের নেতৃস্থানীয়রা যখন বিদেশ সফরে যান; তখন উভয় দলের বিদেশস্থ সংগঠন তাদের উপলক্ষ করে সভা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। আর যখন এ দু'টি দলের প্রধানের আগমন ঘটে তখন দেখা যায়, বিমানবন্দরে তাদের আগমন ও প্রস্থানের সময় বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীর উপস্থিতি। তা ছাড়া বিদেশে অবস্থানকালীন তারা যে হোটেলে অবস্থান করেন ওই হোটেলটির লবিতে দেখা যায়, সার্বক্ষণিক নেতাকর্মীর সরব উপস্থিতি। আমাদের বড় দু'টি দলের নেত্রীদ্বয়ের একাধিকবার করে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ হয়েছে। এ দু'টি দলের নেত্রী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যখন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সফরে গেছেন তখন দেখা গেছে, প্রতিদ্বন্দ্বী অপর দলের নেতাকর্মীরা কালো পতাকাসহকারে বিমানবন্দর ও তাদের সম্ভাব্য আলোচনার স্থানগুলোতে উপস্থিত হয়ে আপত্তিকর স্লোগানের মাধ্যমে আগমনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে বিদেশীদের সামনে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। এ ধরনের একাধিক ঘটনায় উভয় দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি ও মারামারির উপক্রম হলে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ধারাটি এখনো অব্যাহত রয়েছে।

আমাদের বড় দু'টি দলের নেত্রীর যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সফরকালীন নিজ দলের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে নেতৃত্ব ও অভ্যন্তরীণ কোন্দলে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

ভিসা নীতির প্রয়োগ, বিপর্যস্ত অর্থনীতি এবং ব্যর্থ কূটনীতি

কাকন রেজা

ডয়চে ভেলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছে জানতে চেয়েছিলো, তারা কী কারণে পর্যবেক্ষক পাঠাবে না, সেখানে বাজেট স্বল্পতার কথা যা বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিলো, সেটাও প্রশ্নের মধ্যে ছিলো। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়নের কূটনৈতিক দপ্তর থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে, বাজেট স্বল্পতা নয়, যে উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণ তা পূরণ হবে না বলেই তারা পর্যবেক্ষক পাঠাবে না। কথা পরিষ্কার। কিন্তু এই পরিষ্কার বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে বাজেট স্বল্পতার কথা তুলে আনা রীতিমতো হাস্যকর হয়ে উঠলো নাকি? আর ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজেট স্বল্পতার কথা বলতেও তো জিহ্বায় আটকানোর কথা। সারাবিশ্বে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করছে যারা আর বাংলাদেশের বেলায় এসে বাজেট স্বল্পতার আছর করলো তাদের উপর, আজব না।

এই পর্যবেক্ষক না পাঠানোর সঙ্গেও অর্থনীতির সম্পর্ক আছে। এ নিয়ে পরে বলছি।

তার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতির প্রয়োগ শুরুর খবরে আসি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে স্যাংশন দেওয়া শুরু করেছে। যেদিন লিখছি সেদিন প্রথম আলো বলেছে, 'আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও রাজনীতিকদের উপর ভিসা বিধিনিষেধ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র'। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ, ক্ষমতাসীন দল এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যদের উপর এই ভিসা নীতি প্রয়োগ শুরু হয়েছে। এই কথা বলেছিলাম অনেক আগেই। যা ছাপা হয়েছিলো প্রথম আলো, যুক্তরাষ্ট্রের পহেলা জুন সংখ্যায়। কী লিখেছিলাম তাতে তার একটা অংশ তুলে দিই, 'অনেকে মনে করছেন ভিসা নীতি নির্বাচন পরবর্তী বিষয়। তারা সম্ভবত ব্লিনকেনের টুইট ঠিক ভাবে পড়েননি। টুইটের শেষ হয়েছে, 'ঃযব ফবসড়পৎধঃরপ বষবপঃরড়হ ঢ়ৎড়পবংং রহ ইধহমষধফবংয' এভাবে। ডেমোক্রেটিক ইলেকশন প্রসেস যার শাব্দিক অর্থ গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়া। নির্বাচনী প্রক্রিয়া কী নির্বাচন শেষ হবার পরে হয়? বুঝলে কথা পরিষ্কার, এই ভিসা নীতির কার্যক্রম এখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে। হয়ে যাবার কথা। কারণ যুক্তরাষ্ট্রভিসা নীতিমালায় বলেছে, ভোট জালিয়াতি, ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন, জনগণকে স্বাধীনভাবে সভা-সমাবেশ ও শান্তিপূর্ণভাবে জমায়েত হওয়ার অধিকার থেকে বিরত রাখতে বল-প্রয়োগ বা সহিংসতা। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে এবং বলা যায়, যা এখন থেকেই কার্যকর, তা রয়েছে শেষ অংশটুকুর মধ্যে। কী বলা হয়েছে শেষ অংশে, বলা হয়েছে, 'এছাড়া আছে রাজনৈতিক দল, ভোটার, নাগরিক সমাজ এবং মিডিয়ার স্বাধীন মতপ্রকাশে বাধা বা প্রতিবন্ধকতা তৈরির যেকোনো পদক্ষেপ, ইত্যাদি হলো নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অন্তরায়।'

আমার এ লেখা ভুল ছিলো না, ভিসা নীতি প্রয়োগের ঘোষণা তারই প্রমাণ। আর এই প্রয়োগের সঙ্গেও অর্থনীতির সম্পর্ক রয়েছে। তার আগে বলে নিই, এই

ভিসা নীতিতে আপাত আক্রান্ত হবে অসৎ মানুষেরা। যারা অবৈধ টাকায়, এক কথায় চুরি করা টাকায় যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ি-গাড়ি করেছে, বেগমপাড়া বানিয়েছে, দেশের আমজনতার সন্তানদের বিপদের মুখে রেখে নিজেদের সন্তানদের নিরাপদ দেশ যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছে, তারা এই ভিসা নীতির যুপকাষ্ঠে পড়বে। কিন্তু তারপরও যদি নির্বাচন সুষ্ঠু না হয়, যেনোতেনো প্রকারে একটা নির্বাচন হয়ে যায় তখন ভোগান্তিতে পড়বে সাধারণ মানুষ। তখন হয়তো আমাদের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে হবে। বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হতে হবে। এক পোশাক শিল্প আক্রান্ত হলেই তো দেশে অর্থনৈতিক নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে। অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। আর ভিসা নীতির সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্কটা এইখানেই। আমাদের রিজার্ভের অবস্থা এখনি তলানীতে। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী চাপ বাড়ছে ঋণ পরিশোধের। আইএমএফ নতুন শর্ত দিচ্ছে, তাদের কাছ থেকে ডলার প্রাপ্তি ক্রমেই অধরা হয়ে উঠছে। কোনো দিক থেকে প্রাপ্তি সংবাদ নেই। আছে অপ্রাপ্তির খবর। রেমিট্যান্স থেকেও কোনো সুখবর নেই। সুতরাং এসবের মাঝেও যারা অর্থনীতির সঙ্কটের যোগসূত্র পান না, তারা হয়তো অর্থের প্রীতি বোঝেন, নীতিটা বোঝেন না।

বলেছিলাম, কূটনীতিটা ঠিকমতো করতে এবং তা করা উচিত ছিলো দেশের স্বার্থেই। কিন্তু সে কূটনীতি ছবি তোলা আর নৈশভোজের মধ্যেই রয়ে গেছে, দৃশ্যমান কাজের কাজ কিছু হয়নি। নৈশভোজের পরেই ভিসা নীতি প্রয়োগ শুরুর ঘোষণা এলো। যাতে কূটনৈতিক ব্যর্থতা সম্পূর্ণত দৃশ্যমান। এই ব্যর্থতা যদি ধারাবাহিক হয় তাহলে তা অর্থনীতিতে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। আমাদের মনে রাখা দরকার, যা আমি আগেও বলেছি, আমাদের রপ্তানির ক্ষেত্রে হলো ইউরোপ, আমেরিকা, আর আমদানির ক্ষেত্র ভারত-চীন-রাশিয়া। আমাদের বাজার হলো পশ্চিম, আর আমরা হলাম ভারত-চীন-রাশিয়ার বাজার। আমাদের ডলার আসে পশ্চিম থেকে, সেই ডলারের বড় অংশ খরচ করতে হয় ভারত-চীন-রাশিয়াতে। আমাদের অর্থনীতি বুঝতে হলে সহজ সূত্রটা মাথায় রাখতে হবে। ভারতে কথা বলে শেষ করি। কানাডা আর ভারতের সম্পর্কের অবনতি বিষয়ে তো সবাই কমবেশি জানেন। দুই শিখ নেতা খুন হবার পেছনে ভারতের সরাসরি হাত রয়েছে এমন অভিযোগ কানাডার। কানাডার এই অভিযোগের পেছনে যে যুক্তরাষ্ট্র নেই তা ভাবা নেহাতই অদূরদর্শিতা। কানাডাও তার অংশীদারদের কথা বলেছে এবং তাদের নিয়েই কাজ করছে সেটাও জানিয়েছে। কানাডাকে দিয়ে হুয়াওয়ের কর্মকর্তার মাধ্যমে চীনকে টাইট দিয়েছিলো যুক্তরাষ্ট্র। ভারতের ক্ষেত্রে কী হবে তা ভবিষ্যতই বলে দেবে। তবে যারা ভেবেছিলেন, ভারতের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রকে ম্যানেজ করে ফেলবেন এই রেজিমের পক্ষে, তাদের আষাঢ়ে চিন্তাটা বোধহয় আরও আষাঢ়ে হয়ে গেলো কানাডার ঘটনায়। এই ঘটনা যদি আরো বাড়ে তবে পুরো দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কাকন রেজা সাংবাদিক ও কলামিস্ট

SHOW TIME MUSIC
Presents
ন্যান্সি
লাইভ
ইন কনসার্ট
NANCY
LIVE
in Concert
Ticket
General Admission $30
$50, VIP $100
For More Infor:
646-546-6023
Sunday, October 8
The Mary Louis Academy
176-21 Wexford Ter, Queens, NY 11432.
টিকেট প্রাপ্তি স্থান:
ব্রুকলিন: মোবাইল সিটি
জ্যাকসন হাইটস: খামার বাড়ী গ্রোসারী, টেন্ডি শাড়ি ইউএসএ
ব্রঙ্কস: খলিল বিরিয়ানী হাউজ
জ্যামাইকা: বোম্বে ভিডিও এন্ড ট্রাভেলস,স্মার্ট ক্যাফে

সঙ্কট উত্তরণে প্রধানমন্ত্রীর ঔদার্য প্রয়োজন

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

মার্কিন ভিসানীতির প্রায়োগিক পর্যায়ে এসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সঙ্কট আরো ঘনীভূত হয়েছে। নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগ সরকার মেঘ থেকে বৃষ্টি আশা করেছিল, বজ্রপাত আশা করেনি। ওবায়দুল কাদেরের সেলফি-সন্তোষ উবে গেল। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালীন সময়ে ভসা নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলো। একটি বিব্রতকর অবস্থার মোকাবেলা করতে হলো তাকে। নিউ ইয়র্কে অবস্থান করা সত্ত্বেও তিনি ছেড়ে কথা বলেননি। 'বাংলাদেশের জনগণও ভিসা নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করতে পারে। বাইর থেকে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হলে বাংলাদেশও স্যাংশন দেবে'-এমন কথা বলে তিনি আত্মতুষ্টি লাভ করেছেন। যদিও বাস্তবতা অন্যরকম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ক্ষমতাসীনদের আপসরফার যে আকার ইঙ্গিত ইতোমধ্যে যারা দিচ্ছিলেন তাদের মুখ শুকিয়ে গেছে। তবে এ কথা সত্য, স্বাভাবিক অবস্থায় একটি স্বাধীন দেশের উপর এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা স্বাভাবিক ও সিদ্ধ হতে পারে না। একজন কূটনীতিক এর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর নাজিবাদ ও ফ্যাসিবাদের মতো নাগরিক অধিকারবিরোধী ধ্যান-ধারণা ও সরকারকে আইনি আওতায় আনার জন্য ১৯৪৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা জাতিসঙ্ঘে গৃহীত হয়। উদ্দেশ্য ছিল জাতিরাষ্ট্রসমূহে মানবাধিকার রক্ষায় জাতিসঙ্ঘ তথা অন্যের নজরদারি সিদ্ধ করা। অভ্যন্তরীণ বিষয় হস্তক্ষেপের বাহানা দিয়ে স্বৈরাচারী নেতৃত্ব ও সরকার যাতে পার পেতে না পারে সে জন্য এই ব্যবস্থা। সব রাষ্ট্রই স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের কথা বলে অথচ কেউ কেউ ভেতরে ভেতরে নাগরিক অধিকার হরণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের বিশ্বজনীন প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ায়। এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার উপনিবেশ উচ্ছেদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রগতিশীল ভূমিকা রাখে। তবে বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদের মোড়ল হওয়ার পর তাদের সে ভূমিকা বিপরীতে পর্যবসিত হয়। এরপরও ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বিষয়টিকে তাদের পররাষ্ট্রনীতির অনিবার্য ধারা হিসেবে অনুসরণ করে আসছে। ট্রাম্পের পরে বাইডেনের শুরুতে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথাব্যথার এই হলো পটভূমি।

আরোপিত ভিসানীতি নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার প্রথম থেকেই অসঙ্গত, অসামঞ্জস্যশীল ও উল্টাপাল্টা মন্তব্য করে আসছে। মুখে তারা বলছেন, আওয়ামী লীগ নিষেধাজ্ঞার পরোয়া করে না। এবার ভিসানীতি প্রয়োগের পরও একই ধরনের উল্টাপাল্টা মন্তব্য আঁটছে শাসকদল থেকে। ওবায়দুল কাদের ২৪ সেপ্টেম্বর সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে দেয়া এক বিবৃতিতে বলেন, আওয়ামী লীগ কোনো ভিসানীতির প্রয়োগ বা নিষেধাজ্ঞার পরোয়া করে না। পরোয়া করে দেশের জনগণকে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন আল-জাজিরাকে বলেন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করতে বাংলাদেশ সক্ষম। অনেকবার অনেক সংলাপে আওয়ামী লীগ আশ্বস্ত করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। অবশেষে ঘোষিত ভিসা নিষেধাজ্ঞা প্রমাণ করেছে, তারা আশ্বস্ত হয়নি। প্রথমদিকে সরকার মনে করেছিল, ভিসানীতি বিরোধী দলের জন্যও প্রযোজ্য হবে। এখন তা না হয়ে বরং সরকারের বিভিন্ন অংশীদারের ওপর তা প্রায়োগিক হচ্ছে।

অপ্রকাশিত সূত্র অনুযায়ী, এটি তথাকথিত বিরোধী দল জাতীয় পার্টির একাংশের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে। বাদ যায়নি সরকারের হয়ে কাজ করা গণমাধ্যমগুলোও। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্ষমতাচ্যুতির কোনো আশঙ্কায় পড়তে চায় না আওয়ামী লীগ। নিপীড়নের সব স্তর অতিক্রম করে যে করেই হোক নির্বাচন করতে চায় আওয়ামী লীগ। বিরোধী দল বলছে, ভিসানীতি কার্যকর হওয়ায় সরকারের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। অপর দিকে, বিএনপিকে ৩৬ দিনের আলটিমেটাম দিয়েছে আওয়ামী লীগ। সন্ত্রাস-ষড়যন্ত্র বন্ধ না করলে বিএনপির কালো হাত গুঁড়িয়ে দেবে

তারা। সরকার ও বিরোধী দল উভয়ই নিজ নিজ অবস্থানে অটল।

আওয়ামী লীগ বলছে, সংবিধান মোতাবেকই নির্বাচন হবে। বিএনপিসহ সব বিরোধী দল এক কাতারে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচনকালীন সরকার ব্যতীত তারা কোনো মতেই নির্বাচন মেনে নেবে না। এ অবস্থায় ডিসেম্বরের শেষে বা আগামী বছরের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। নভেম্বরে তারা তফসিল ঘোষণা করতে চায়। নির্বাচনকেন্দ্রিক প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে। হালনাগাদ ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করার কাজ করছে তারা। সারা দেশে ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা তৈরি করা হয়েছে। অভিযোগ শুধু আওয়ামী লীগের লোকজন নিয়ে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকমহল লক্ষ করছে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সরকার ও আওয়ামী লীগ অভিন্ন কার্যক্রমে এগোচ্ছে। নির্বাচন কমিশন সরকারের সব সহায়তা পাচ্ছে বলে প্রচার করছে। অপর দিকে, বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলো নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছে না। বিএনপির শীর্ষ নেতারা সরকারের হামলা-মামলা ও নিপীড়নের মধ্যে রয়েছেন। একটি নির্বাচনকালীন সরকারের বাইরে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকমহল মনে করে- অভ্যন্তরীণ আন্দোলন, বহিস্থ চাপ ও জনমতের বিপরীতে নির্বাচন কমিশনের অবস্থান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জটিলতর করে তুলছে।

মার্কিন ভিসানীতি দৃশ্যত নির্বাচন প্রস্তুতির বিপরীত ব্যবস্থা। কূটনৈতিক সৌজন্য ও প্রায়োগিক পররাষ্ট্রনীতি যে এক নয়, মার্কিনিরা তা আওয়ামী লীগকে বুঝিয়ে দিয়েছে। এদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। নির্বাচন প্রস্তুতির ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বক্তব্য এই- এটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী এগোচ্ছে না। অন্যান্য দেশ থেকে পর্যবেক্ষক আসার ক্ষেত্রে মার্কিন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত অনুসৃত হবে, এটিই স্বাভাবিক। যুক্তরাষ্ট্রের এই কঠিন পদক্ষেপের পর সরকারের যে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ভূমিকা থাকা উচিত তা দৃশ্যমান হচ্ছে না। সরকারকে অনেকটা বেপরোয়া ভাবার কারণ রয়েছে। সরকার ও আওয়ামী লীগ যে একাকার হয়েছে সেই উপলব্ধি আগেকার। এখন সরকারের পতন হলে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক হত্যার সম্মুখীন হবে এ রকম আশঙ্কা প্রকাশিত হয়েছে। চিরকালীন ক্ষমতা কোনো রাজনৈতিক দলের জন্য চির রক্ষাকবচ হতে পারে না। বিগত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ যদি জনগণের হয়ে কাজ করে থাকে তাহলে অবশ্যই তারা নন্দিত হবে। আর যদি তারা নিপীড়ন-নির্যাতন ও দুর্নীতি-দুঃশাসনের অংশীদার হয়ে থাকে তাহলে তা নিন্দিত হবে না কেন। আওয়ামী লীগের এই আশঙ্কার বিপরীতে বিএনপি ইতোমধ্যে ঘোষণা করেছে, তারা রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় বিশ্বাস করে না। সামনে যে সঙ্ঘাতময় পরিবেশ-পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে যাচ্ছে তা নিরসনে রাজনৈতিক সমঝোতা অপরিহার্য। যেকোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নেতৃত্ব একটি বড় বিষয়। রাজনৈতিক নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের ওপর দেশের ভালো-মন্দ নির্ভর করে। এ সময় বাংলাদেশে যে সঙ্ঘাতের রাজনীতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে, তা নিরসনেও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধী ও সরকারি উভয় রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অবশ্যই জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও সুশাসনের বিষয়ে আপস করা যায় না। তাই আজকে দেশপ্রেমের পরীক্ষায় উভয় নেতৃত্বকে উত্তীর্ণ হতে হবে। বিশেষত সরকারব্যবস্থা যারা পরিচালনা করেন তাদের দায় অনেক বেশি। একটি দেশপ্রেমিক সরকারের নীতি হবে

সরকারের ঝোঁক ও দেশের ঝুঁকি

হাসান মামুন

নির্বাচনের আগেই বাংলাদেশের জন্য নেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতির প্রয়োগ শুরুর ঘটনায় অবাক হওয়া যাবে না। তারা আমাদের নির্বাচন ঘিরে যে আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছে র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির সময় থেকে এ হলো তারই ধারাবাহিকতা। ভিসা নীতি গৃহীত হয়েছিল প্রয়োগের জন্যই। তবে এটা যে নির্বাচনের আগেই ঘটবে, তা সুনিশ্চিত ছিল না। কম্বোডিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে নির্বাচনের পর। ওখানে কেমন নির্বাচন হয়ে আসছে, সে বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্পষ্ট ধারণা ছিল। বাংলাদেশ তো কম্বোডিয়া নয়। এখানে কমপক্ষে চারটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের ইতিহাস রয়েছে। আছে নির্বাচনের আগে দলনিরপেক্ষ সরকারের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের দৃষ্টান্ত। নতুন পরিস্থিতিতে ওই ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি তাই অদ্ভুত নয়। তবে ঠিক কেমন সরকারের অধীনে নির্বাচনটি হওয়া দরকার, সে বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য নেই। সবকিছুর পরও এটা নিয়ে তাই সরকারের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তবে নির্বাচন 'সুষ্ঠু' করার অবস্থান থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরছে না; এটা বরং দৃঢ়তর হচ্ছে। নির্বাচনের আগেই ভিসা নীতির প্রয়োগ শুরুর ঘটনায় তা স্পষ্ট। এ ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে হয়ে যাওয়া দুটি নির্বাচনে দায়িত্বশীলদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বোধহয়। তপশিল ঘোষণার আগে নির্বাচনের বর্তমান পরিবেশ আর প্রক্রিয়া বিবেচনায় নিয়েও ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে নিশ্চয়ই। এ ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি হতে পারে; তবে এর বার্তাটিই বড় করে দেখার বিষয়।

এর আগে ইইউ পার্লামেন্টের অবস্থান প্রকাশ পেয়েছে এখানকার মানবাধিকার, নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে। এর সঙ্গে ইইউভুক্ত ২৭টি দেশে বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা বহাল রাখা-না রাখার প্রস্তাবও তুলেছেন তারা। আমাদের তো জিএসপি-প্লাসও পাওয়ার কথা। সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টা ঠিকই বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে কোনো শুল্ক সুবিধা না পেলেও ওখানে ভালো অবস্থায় যেতে পেরেছি। বাংলাদেশ কিন্তু তাদের নয়া জিএসপিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি জানাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের তৈরি পোশাক রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে সম্প্রতি। এর সঙ্গে আগামী নির্বাচন ঘিরে দেশটির অবস্থানের কোনো সম্পর্ক নেই বলেই মনে হচ্ছে। এটা অবশ্য বলা যাবে না তারা ইইউর মতো করে বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ঘিরে সামনে কোনো প্রশ্ন তুলবে না। তবে পশ্চিমারা আমাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায় না বলেই সাধারণভাবে মনে হয়। অন্য কোথাও থেকে একই দামে পণ্যসামগ্রী তারা পাবে না, তা তো নয়। প্রতিযোগী দেশগুলোও এমন সুবিধা কেড়ে নিতে মুখিয়ে থাকে। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ বাংলাদেশের বড় বাণিজ্যিক অংশীদার হয়েই থাকতে চাইবে। তারা আমাদের প্রধান উন্নয়ন সহযোগীও। সঙ্গে আছে কানাডা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, জাপানের মতো দেশ। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে কৌশলগত স্বার্থও তাদের রয়েছে। বাংলাদেশ পশ্চিমা ধরনের গণতন্ত্র চর্চার দেশ হিসেবে আরও এগিয়ে গিয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুতে পরিণত হোক, এটা তারা স্বভাবতই চাইবে। এই চাওয়ার জায়গায় বিশ্বের প্রধান শক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র আছে সবচেয়ে এগিয়ে। তার ভূমিকা তাই সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান।

এ অবস্থায় বাংলাদেশের জনগণ কী চায়, সে আলাপটা কমই হচ্ছে দুর্ভাগ্যবশত। আগামী নির্বাচন ও জাতীয় গন্তব্যের প্রশ্নে তার প্রত্যাশার কোনো দাম নেই যেন। অথচ দেশটি তাদের এবং নির্বাচনেরও সবচেয়ে বড় অংশীজন হলো জনগণ। তাদের অর্ধেকেরও বেশি ভোটার এবং নতুন ভোটারের একটা বিরাট অংশ বিগত দুটি নির্বাচনে ভোট দিতে পারেনি। নির্বাচন ঠিকমতো হলে তারা বিপুলভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগে এগিয়ে আসবে বৈকি। অথচ কেউ জিজ্ঞেস করছে না কেমন

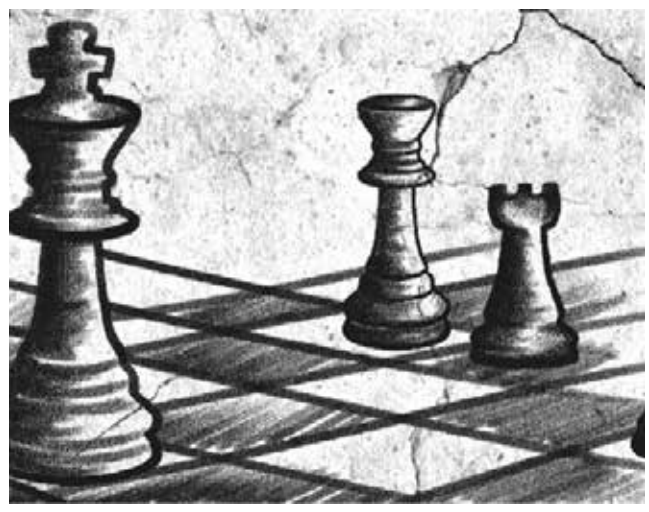

নির্বাচন তারা চায়। বিগত দুটির মতো নির্বাচন কি কোনো বিবেকবান মানুষ চাইতে পারে? 'দলীয় ভোটার' অবশ্য অনেক রয়েছে। তারা তাদের মতো করে নির্বাচন চাইবে। সেদিক থেকে দেখলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চাইবে। এটাই স্বাভাবিক। এ জায়গাটায় পশ্চিমাদের সঙ্গে তাদের আকাঙ্ক্ষা এসে মিলছে, যা উপেক্ষা করা কঠিন। উপেক্ষা অবশ্য করা যাচ্ছে বিরোধী দল দীর্ঘদিনেও ব্যাপক মানুষকে সম্পৃক্ত করে আন্দোলনের চাপ সৃষ্টিতে ব্যর্থ বলে। সে জন্য বিরোধী দলও তার দাবি আদায় করতে পারছে না। উল্টো অব্যাহত চাপের মুখে থাকতে হচ্ছে তাদের। এ অবস্থায় আগামী নির্বাচন ঘিরে পশ্চিমাদের আগ্রহভরে এগিয়ে আসার ঘটনায় বিরোধী দলসহ জনগণের বড় অংশের উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দেশের ভেতর ও বাইরের এমন চাপের মধ্যেও সরকার তার পরিকল্পনামতো নির্বাচন সেরে ফেলার পথেই এগোচ্ছে অবশ্য। ভিসা নীতির প্রয়োগ শুরুর ঘোষণায় সরকারের তরফ থেকে এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে, তাতে নির্বাচন ঘিরে নতুন চিন্তার কোনো লক্ষণ নেই। এতে ইতোমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত বা সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষ থেকে এমনভাবে বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে, যাতে আগের ধারায় নির্বাচন করে ফেলার মনোভাবটিই স্পষ্ট। ভিসা নিষেধাজ্ঞায় যা ক্ষতি হওয়ার হোক; দেশের ভেতর তো নিয়ন্ত্রণ অটুট রাখতে হবে এটাই তাদের মনোভাবের সারবস্তু। অভিজ্ঞতার নিরিখে তারা আবার দৃঢ়ভাবে আস্থাশীলু সরকারকে বিপাকে ফেলার মতো আন্দোলন সামনের দিনগুলোতেও গড়ে তুলতে পারবে না বিএনপি। এই ফাঁকে নির্বাচনটি সেরে ফেলা যাবে। বিএনপি ও তার মিত্রদের বাদে অন্যদের অন্তর্ভুক্ত করে নির্বাচনকে 'অংশগ্রহণমূলক' হিসেবেও দেখানো যাবে বলে তাদের ধারণা। নির্বাচন মোটামুটি 'শান্তিপূর্ণ' রাখা গেলে পশ্চিমাদের বলা যাবে, আমরা তো সহিংসতাও হতে দিইনি। সেটা হয়তো করা যাবে এ কারণেও, বিএনপি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে রয়েছে এবং এটা তারা বজায় রাখবে। 'গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া' বাধাগ্রস্ত করলে বিরোধী দলকেও ভিসা নীতির আওতায় পড়ার কথা। তবে তারা বলতে পারে, আমরা তো 'সাজানো নির্বাচন' ঠেকাতে চাইছি। যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশ তপশিল ঘোষণার আগে বা পরে আর কোনো পদক্ষেপ নেবে না সেটাও বলা যায় না। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অবশ্য তেমন আশাবাদই ব্যক্ত করেছেন। এর প্রতিফলন ঘটিয়ে পশ্চিমারা বসে থাকতে নাও চাইতে পারে। ইইউ ইতোমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে, তারা পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে না। যেমন নির্বাচন হতে যাচ্ছে, সে বিষয়ে এতে রয়েছে তাদের অনাস্থার বার্তা। প্রয়োগ শুরু হয়ে যাওয়া ভিসা নীতিতেও রাষ্ট্রের এমন কোনো অংশ বোধহয় নেই, যাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এসব পদক্ষেপে স্পষ্ট পশ্চিমাদের ধারণা, এখানে একটি কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থাই গড়ে উঠেছে।

এখন আরেকটি একতরফা নির্বাচন সেরে ফেলে এটিকে কি স্থায়ী করা হবে? এ প্রশ্নে ভারতের আনুষ্ঠানিক অবস্থান এখনও মেলেনি, যা আমাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তার সঙ্গে পশ্চিমাদের একাংশের সম্পর্ক কিন্তু হয়ে পড়েছে গোলমেলে। আগামী নির্বাচন ঘিরে জনগণসহ পশ্চিমা প্রত্যাশার সমতলে ভারত কতটা আসতে পারবে, সে প্রশ্ন রয়েছে। আগের ধারায় নির্বাচন করে ক্ষমতায় টিকে যেতে হলে অবশ্য চীন-রাশিয়ার মতো শক্তির দিকে আরও বেশি করে ঝুঁকতে হবে সরকারকে। রাজনৈতিকভাবে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন না হলেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় পশ্চিমা সহায়তা হারানোটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে। শাসকরা কোনোমতে 'অ্যাফোর্ড' করতে পারলেও ইতোমধ্যে সংকটে পড়ে যাওয়া সাধারণ মানুষ তা পারবে বলে মনে হয় না। হাসান মামুন সাংবাদিক, বিশ্লেষক

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
BARI HOME CARE
বারী সুপার মার্কেট
WE ACCEPT EBT
100% BEST PRICE Guaranteed
বারী পার্টি হল
পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে
Party hall is available for any occasion
বারী রেস্টুরেন্ট
We Care For Your TASTE
IFTER AVAILABLE
We do catering for any occasion
BARI
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নতুন প্রধান বিচারপতির আহ্বান জরুরি, গুরুত্বপূর্ণ ও উৎসাহব্যঞ্জক

মাহফুজ আনাম

দেশের নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতি প্রথমবারের মতো গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গীকার করেছেন।

তিনি বলেছেন, 'দুর্নীতি একটি ক্যানসারের মতো কাজ করছে সর্বত্র। সব জায়গাতেই কিছু না কিছু দুর্নীতি আছে। এমনকি আদালত প্রাঙ্গণেও যে কোনো দুর্নীতি বা অনিয়ম নেই, তাও বলা যাবে না।'

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগের অন্যতম প্রধান কারণকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার জন্য আমরা প্রধান বিচারপতিকে অভিনন্দন জানাই। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর শপথ নেওয়ার পর থেকে তার মেয়াদ শুরু হতে যাচ্ছে। তিনি নির্ভুলভাবে দুর্নীতিকে 'ক্যানসারের' সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং কীভাবে এটি ক্যানসারের মতোই সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, তা তুলে ধরেছেন। দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করার কোনো উপায় নেইড়আমরা তার এই দ্বিধাহীন ঘোষণাকে সাধুবাদ জানাই। আদালত প্রাঙ্গণও এই 'ক্যানসার' মুক্ত নয়ড়এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি নিঃসংকোচে কথা বলার এবং নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

বাংলাদেশের অসামান্য ও টেকসই প্রবৃদ্ধিকে হুমকির মুখে ফেলতে দুর্নীতির চেয়ে বড় হুমকি আর নেই। সমাজের নিম্ন থেকে উচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত দুর্নীতি বিস্তৃত। তবে এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে।

সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষের অসদাচরণ সীমিত আকারে ক্ষতি করে, তবুও এই ক্ষতিকারক প্রবণতা দূর করা উচিত। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর দুর্নীতিই মূলত আমাদের ভবিষ্যতকে হুমকির মুখে ফেলেছে। তারা আইনের উদ্দেশ্য খর্ব করছে, প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল করছে, কর্মীদের নৈতিকতা ধ্বংস করছে এবং সব মিলিয়ে আমাদের ভবিষ্যতকে বিপন্ন করছে।

দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিড়্যার পেছনে প্রধানমন্ত্রীর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব রয়েছেড়্যা উচ্চ শ্রেণীর মানুষের দুর্নীতির কারণেই হুমকির মুখে পড়ছে।

উচ্চ শ্রেণীর যারা দুর্নীতিগ্রস্ত, তারা শুরুতেই আইনকে মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তৈরি করা আইনগুলোকে তারা তাদের নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহার করতে শুরু করে। সাধারণ মানুষ বিচার বিভাগকে সমীহ করে চলে। কিন্তু ধনী ও ক্ষমতাবানরা আইনের ফাঁকফোকর খুঁজে বের করে এবং তাদের অধীনস্থ হিসেবে সবচেয়ে চৌকস মানুষগুলোকে নিয়োগ দিয়ে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। এরপর আসে আইনি সহযোগিতা। এভাবেই বড় বড় অপরাধ আইনের মারপ্যাঁচে সংঘটিত করে।

উদাহরণ হিসেবে দেখার জন্য সবচেয়ে ভালো হতে পারে আয়কর খাত। তাদের নিরীক্ষায় হতবাক করে দেওয়ার মতো অনেক বাস্তব সত্য উঠে আসে। এরপর আছে ব্যাংকগুলোর ঋণখেলাপির সংস্কৃতি। সব ধরনের নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার চোখের সামনে দিয়েই খেলাপি ঋণ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা ব্যাংকিং আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘনের বিষয়টি সবার সামনে তুলে ধরলেও সেগুলোর কোনো প্রতিকার হয়নি বললেই চলে। বরং প্রযোজ্য নীতিমালাকে ক্ষেত্র বিশেষে শিথিল করে ধনী ও ক্ষমতাবানদের আরও বেশি ঋণ নিয়ে খেলাপি হওয়ার পথ করে দেওয়া হয়েছে। তাতেও কাজ না হওয়ায় নীতিমালাগুলো আরও শিথিল করা হয়েছে।

ব্যাংকের প্রকৃত মালিকরাড়আমানতকারীড়অসহায় ও নীরব দর্শক হিসেবে এসব শুধু দেখছে। নিরপেক্ষ গণমাধ্যম এবং আইনের অভিভাবক বিচার বিভাগ ছাড়া আর কে আছে তাদের পক্ষে কথা বলার?

আরেকটি জায়গা হচ্ছে অর্থপাচার, যেখানে ধনী ও ক্ষমতাবানদের দৃপ্ত পদচারণা। ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক থিংকট্যাংক গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটির (জিএফআই) তথ্য অনুযায়ী, ২০০৯ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ওভার ইনভয়েস ও আন্ডার ইনভয়েসের কারণে বাংলাদেশ গড়ে প্রতি বছর ৮ দশমিক ২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হারিয়েছে।

এই হিসাবের সঙ্গে যদি কম করে ধরেও গত পাঁচ বছরের হিসাব যোগ করি, তাহলে আরও অন্তত ৪৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার যোগ হবে এবং ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ১২৬ বিলিয়ন ডলারে।

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, এর সবই হয়েছে আমাদের মতো সদা সংগ্রামরত একটি দেশে। বিষয়টা অনেকটা এমন যে কেউ একজন ভদ্রস্থ জীবনযাপনের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করছেন এবং অন্য কেউ এসে তার রক্ত শুষে নিচ্ছে। ওই মানুষটা যতই খাটুক না কেন, নিজের শক্তি কি ধরে রাখতে পারবে?

দেশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আমরা যতই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মুখ দেখি না কেন, যতদিন পর্যন্ত এই সোনার বাংলা থেকে অর্থপাচার চলতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত হাতেগোনা কিছু মানুষের জন্যই কেবল এটি 'সোনার বাংলা' থাকবে।

এ বিষয়ে আমরা কী কখনো উল্লেখযোগ্য কোনো তদন্তের কথা শুনেছি, যার মাধ্যমে কে, কীভাবে এবং কখন এসব অপরাধ করেছে, তা খুঁজে বের করা হচ্ছে? আমরা কী অন্তত আইনের এমন কোনো সংস্কারের কথা শুনেছি, যার মাধ্যমে জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া এই অর্থপাচারের প্রবণতা প্রতিহত করা যাবে? আমরা কী মালয়েশিয়া, কানাডা, দুবাই, সিঙ্গাপুর বা যুক্তরাষ্ট্রে বিলাসবহুল বাড়ির সেইসব মালিকদের চিহ্নিত করার কোনো উদ্যোগের কথা শুনেছি, যাদের পক্ষে অর্থপাচার না করে এ ধরনের বিত্ত অর্জন সম্ভব নয়?

সরকারি সংস্থাগুলোর আন্তরিক ও নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন ছাড়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয় লাভ করা প্রায় অসম্ভব। বাস্তবতা হচ্ছে, দুর্নীতির 'রথী-মহারথীরা' এসব সংস্থার একেবারে ভেতরে প্রবেশ করে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এসব সংস্থা চলছে করদাতাদের টাকায়।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি, আপনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যে দৃঢ় প্রত্যয় দেখিয়েছেনড়যে বক্তব্য দেশের মানুষ ও গণমাধ্যমকে ব্যাপকভাবে উৎসাহী করেছেড় তার বাস্তবায়নে বিচার বিভাগের পূর্ণদ্যোমের প্রয়োজন হবে, বিশেষত উচ্চ আদালত ও আপনার নিজ কার্যালয়ের। যখন মানুষ জানবে এবং আত্মবিশ্বাসী হবে যে প্রধান বিচারপতি ও তার সঙ্গে পুরো বিচার বিভাগ দেশ থেকে দুর্নীতির মূলোৎপাটনে অঙ্গীকারবদ্ধ, তখন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ জিতবে।

আপনি যথাযথভাবেই দুর্নীতিকে 'ক্যানসারের' সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে এটি ক্যানসারের মতোই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে আমাদের সবার প্রিয় এই দেশে দুর্নীতি ছাড়া খুব কম কাজই করা যায়। এটিই এখন একটি প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। আর 'ক্যানসারে'র বিরুদ্ধে আপনার লড়াইটা হবে এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধেই।

এই জায়গাতেই আমরাড়াণমাধ্যমড়আমাদের পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চাই। আপনি বলেছেন, 'আমি সংবাদপত্র থেকে জানতে পেরেছি যে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চের দুই বিচারকের সই জালিয়াতির মাধ্যমের আদালতের আদেশ জাল করা হয়েছে।' আমরা বিচার বিভাগকে কোন ধরনের সহযোগিতা করতে পারি, এটা তার খুবই ছোট একটি উদাহরণ।

সমর্থন পেলে পুরো গণমাধ্যম প্রকৃত সত্য প্রকাশ করতে পারে, যা দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপনার এই লড়াইয়ে সহায়তা করবেড়্যা আমাদেরও লড়াই, এই জাতির লড়াই। আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি যে গণমাধ্যমেও দুর্নীতি *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

বাইডেন না সি চিন পিং, কে চালাবেন বিশ্ব

সিমন টিসডাল

ইউরোপীয় ইউনিয়নে বহু বছর বলকান অঞ্চলের কোনো দেশ নেই। নতুন করে এ অঞ্চল নিয়ে এখন তারা ভাবছে। যুক্তরাষ্ট্র ভারতের কর্তৃত্বপরায়ণ নেতার সঙ্গে নিরাপত্তার সম্পর্ক জোরদার করতে চায়। এমনকি প্রায় সমাজচ্যুত সৌদি আরবের প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের প্রতিও পশ্চিমাদের প্রীতি ফিরে এসেছে।

চীন এখন আফ্রিকা, আরব উপদ্বীপ এবং বৈশ্বিক দক্ষিণকে কাছে টানার চেষ্টা করছে। তারা একটা সাহসী বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা গঠনের স্বপ্ন দেখাচ্ছে, ব্রিকসের পরিধি বাড়ানো এবং এবং বৈষম্যহীন জি-২০ এর কথা বলছে। একঘরে হয়ে যাওয়া রাশিয়া এখন আরও শক্তভাবে ধরতে চাইছে বেইজিং, উত্তর কোরিয়া এবং সমভাবাপন্ন বেয়াড়া দেশগুলোর হাত।

নতুন এই বিশ্বব্যবস্থা বিদ্যমান বৈশ্বিক কৌশল, আইন ও অর্থনৈতিক কাঠামোর খোলনলচে পাল্টে দিতে চায়। কিন্তু একই সঙ্গে এটি ভেতরে-ভেতরে বিশৃঙ্খল, সংশয়পূর্ণ ও বিপজ্জনক, অস্পষ্ট, কপট ও বৈপরীত্যে ভরা। আর হ্যাঁ, বিদায় বলতে হতে পারে ১৯৪৫পরবর্তী ধ্যানধারণাকে, যা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ, আন্তর্জাতিক বিচার আদালত ও পশ্চিমাদের নেতৃত্বে গঠিত আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক এবং বিশ্বের ধনী দেশগুলোর জোট জি-ও কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কেন্দ্রে এনেছিল।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এখন যা চলছে তা ত্রিমুখী প্রতিযোগিতা। মার্কিন প্রভাবিত বিশ্বব্যবস্থার (গণতান্ত্রিক, উদার, সংশয়বাদী) বিপরীতে চীনের নেতৃত্বে একটি উদীয়মান ব্যবস্থা (কর্তৃত্বপরায়ণ, বাণিজ্যিক, আজ্ঞাবাহী)। তৃতীয় যে ধারাটি আছে, সেটি অমন যুদ্ধংদেহী নয়। নাইজেরিয়া, ব্রাজিল এবং ইন্দোনেশিয়ার মতো খুব দ্রুত এগিয়ে চলা দেশগুলো চায় জাতিসংঘকেন্দ্রিক জোটে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, কম উন্নত দেশগুলোর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে। ব্রিজটাউন ঋণমুক্তি উদ্যোগের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যদিও এর সুফল কতটা পাওয়া যাবে, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

কোনো কিছুই নির্ধারিত নয় এখনো। একুশ শতক কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে, কে চালাচ্ছে, সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি এখনো। তাই প্রয়োজন ভয়ভীতি এবং প্রাধান্যের কথা মাথায় রেখে সরকারগুলোর মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি দেখা যাচ্ছে। তারা নতুন জোট সৃষ্টি, নিরাপত্তা জোটের বিস্তার, আর্থিক ও বাণিজ্যিক ব্লকে যোগ দেওয়ার প্রতিযোগিতায় আছে। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন আইকেনবেরি বলেন, রাশিয়ার ইউক্রেন দখলের পর বিশ্বের বড় শক্তিগুলোর মধ্যে জোট গড়ার উদ্যোগ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বৈদেশিক নীতির সাফল্য অথবা ব্যর্থতা নির্ভর করছে কার পক্ষে কত বড় জোট আছে।

গেল সপ্তাহে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি বলেন, 'পৃথিবী নতুন একটা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার দিকে এগোচ্ছে। বিশ্বকে আমেরিকা বানানোর যে প্রকল্প তা ব্যর্থ হয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তনিও গুতেরেস সতর্ক করে বলেছেন, একটা ফাটল ঘনিয়ে এসেছে। বিচ্ছিন্নতার বিপরীতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জবাব একত্র হওয়ার চেষ্টাকে জোরালো করা। তবে বলকান অঞ্চলের ছয়টি দেশ এবং ইউক্রেন ও মলদোভাকে যুক্ত করা বা ইইউর নিজস্ব বলয় তৈরিতে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের যে চেষ্টা, তার পেছনে পরোপকারের কোনো চিন্তা নেই। আছে রাশিয়া ও চীনের প্রভাব মোকাবিলার চেষ্টা। এই জোটে সম্প্রতি ফিনল্যান্ড ও সুইডেন যোগ দিয়েছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে প্রশ্রয় দেওয়া, ভিয়েতনামের কমিউনিস্টদের সঙ্গে দেখা করা ও শুভেচ্ছা বিনিময়, জিম্মি বিনিময়ের মাধ্যমে ইরানের সঙ্গে আলোচনার পথ খোঁজা, সৌদি ও ইসরায়েল ইস্যুতে প্রজ্ঞার পরিচয় দেওয়ার মাধ্যমে জো বাইডেন ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছেন ট্রাম্পের 'কোনো বিশ্বব্যবস্থা নেই' মতবাদ। তাঁকে সাবেকি বলতে পারেন, তবে বাইডেনের জন্য জি-৭, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য, কানাডা, ইতালি এবং জাপান মুক্ত বিশ্বের নেতৃত্বে আছে।

চীন একটি বিকল্প ব্যবস্থা চায়, প্রয়োজনে জোর খাটিয়ে। দেশটি সফলভাবে জি ২০তে আফ্রিকান ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে প্রচার চালিয়েছে। এর মধ্যে পাঁচ দেশের জোট ব্রিকসে ইরান, সৌদি আরব, আর্জেন্টিনা, ইথিওপিয়া, মিসর এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতকে যুক্ত করেছে। আরব বিশ্বে সম্পর্ক গড়ে, চীন সিরিয়ার স্বৈরশাসক বাশার আলুআসাদকে রাজকীয় সংবর্ধনা দিয়েছে গেল সপ্তাহে।

চীন তার আঞ্চলিক জোট নয় সদস্যের সাংহাই কো অপারেশন অর্গানাইজেশনকে দেখভাল করছে। এর মধ্যে রয়েছে রাশিয়া, ভারত ও পাকিস্তান। ইরান গত জুলাইয়ে এই ক্লাবে যুক্ত হয়েছে। বেইজিং বৈশ্বিক অর্থকাঠামোকে ঢেলে সাজাতে চায়। এ জন্য তারা কাজে লাগাতে চায় ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আদলে তৈরি এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্ট ব্যাংক।

তারপরও চীন যা দিতে চায়, তাতে স্বেচ্ছাচারিতা আছে, আছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জবাবদিহির অভাব। কোনো সন্দেহ নেই, কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন। জাতিসংঘ ব্যবস্থায় চিড় ধরেছে। নিরাপত্তা পরিষদের অবস্থা মর মর। আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এখন রাজনৈতিক যুদ্ধের ময়দান।

সিমন টিসডাল দ্য গার্ডিয়ানএর কলাম লেখক ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক গার্ডিয়ানএ প্রকাশিত। ঈষৎ সংক্ষেপিত অনুবাদ সঙ্কট উত্তরণে প্রধানমন্ত্রীর ঔদার্য প্রয়োজন

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

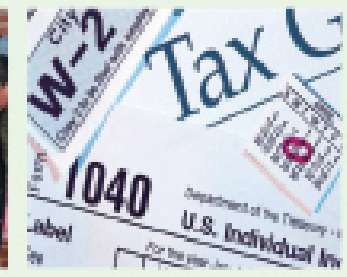

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

Happy Diwali Sale
PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (September 29 - OCTOBER 05, 2023) | Promo Code : PSP39
$5 off $99 Purchase
$10 off $200 Purchase
$20 off $300 Purchase
DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY
(multiple sales cannot be combined)
SALE $3.99 /LB PRE-CUT FROZEN GOAT
SALE $2.49 /LB REGULAR WHOLE CHICKEN
SALE $14.99 /EA 20 LB ABDULLAH LONG GRAIN RICE
SALE $10.99 /EA 10 LB LAXMI EXTRA LONG GRAIN BASMATI RICE
SALE $5.49 /LB SIZE 6/8 HILSHA
SALE $7.99 /LB SIZE 10/12 HILSHA
SALE $7.99 /EA 25 PCS FAMILY PACK KAWAN PARATHA
SALE $13.99 /EA 20 LB LAXMI CHAKKI ATA
SALE $1.79 /LB SIZE 2 KG ROHU
SALE $2.29 /LB SIZE 4 KG ROHU
SALE 2/$6.00 560 G EACH $3.49 MAGGI NOODLES
SALE $12.99 /EA 28 OZ LAXMI GHEE
SALE $3.49 /LB SIZE 4 KG MRIGAL
SALE $5.99 /LB SIZE 100/200 WHITE POMFRET
SALE 2/$4.00 12 OZ NESTLE CARNATION MILK
SALE $3.99 /EA 24 OZ LAXMI GINGER / GARLIC / MIX PASTE
SALE $7.99 /EA 500 GM PANGASH STEAK
SALE 2/$10.99 BLUE SEA 250/350 1LB BAG COOKED SHRIMP
SALE 2/$8.00 1 LTR RAJDHANI MUSTARD OIL
SALE $6.99 /EA 800 G LAXMI ALMOND WHOLE
PREMIUM SUPERMARKET
CONTACT
WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

Premium Supermarket

SHOP & WIN
$250 RAFFLE DRAW

FOOD CERTIFIED حلال 100% HALAL

FIRST WEEK LUCKY WINNERS SEP 1ST TO 7TH 2023

BELLEROSE
SABU
SARIF
ZULKAR NAIN
TEL: 347-657-8911

BRONX
SHIREEN
ARUSH KHAN
MOHAMMED ISLAM
TEL: 34-658-0134

JAKSON HEIGHTS
AZAD NAHAYEN
MD MONIRUZZAMAN
AFTAB SHEKDER
TEL: 347-658-4362

JAMAICA
MD ARIFUL ISLAM
MOHAMMED MAZUMDER
MOHAMMED NASIR
TEL: 347-626-8798

OZONE PARK
ABU THAER
ELIZABETH DIANE
MASHUQUE AHMED
TEL: 347-658-0972

SHOP TODAY.... YOU CAN WIN $250 STORE VOUCHERS WEEKLY

HELP WANTED

MANAGER - SUPERMARKETS (BRONX)
(3-4 years' work experience required.)
MANAGER – RESTUARANTS (BRONX)
(3-4 years' work experience required.)
OPERATIONS MANAGER – RESTUARNT (All Locations)
(5 years' work experience required.)

Very Attractive Salary and Incentives
waiting for the right candidate

email your resume to
HR@PremiumGroupNYC.com
or Call 718-679-9983 for details.

আবশ্যক

ম্যানেজার - সুপারমার্কেটস (ব্রঙ্কস)
(৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ (ব্রঙ্কস)
(৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
অপারেশন ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ (সকল অবস্থানসমূহে)
(৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)

অনেক আকর্ষণীয় বেতন এবং প্রণোদনা
সঠিক প্রার্থীর জন্য অপেক্ষা করছে।

আপনার জীবন বৃত্তান্ত ইমেল করুন
HR@PremiumGroupNYC.com
অথবা বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৬৭৯-৯৯৮৩ নম্বরে কল করুন।

অসাধারণ নেতৃত্ব, ধর্মবোধ ও শিক্ষার এক দৃষ্টান্ত আনোয়ার ইব্রাহিম

.....স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ, *গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর*

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতো সেরি আনোয়ার ইব্রাহিমকে শুক্রবার ইসলামিক সেন্টার অফ ম্যানহাটানে নিউ ইয়র্কের মুসলিম কমিউনিটির পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম ইসলামিক কালচারাল সেন্টার অফ নিউইয়র্কে বৃহদাকার ও দৃষ্টিনন্দন কোরআন শরীফ প্রদান করেন। কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ, আহমেদ বিন ইউসুফ আল আজহারি, ইমাম শেখ সাদ জালো ও ইমাম শহীদুল্লাহ।

ইসলামিক কালচারাল সেন্টার অফ নিউ ইয়র্কে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন অন্য ধর্মের এক তরুণ। তাকে বুকে জড়িয়ে নেন গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ। তিনি বলেন তার ও তার পরিবারের পাশে থাকা আমাদের সবার কর্তব্য।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতো সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম শুক্রবার ইসলামিক সেন্টার অফ ম্যানহাটানে জুম্মার নামাজে খুৎবা পাঠ করেন।

ALEGRA HOME CARE INC. Care With Love Is Humanity www.alegracare.com 888-212-3237 info@alegracare.com

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

Abu Zafar Mahmood Foundation

জয় বাংলাদেশ JOY BANGLADESH MEDIA INC.

JBTV JOY BANGLADESH TELEVISION

CDPAP SERVICES www.banglacdpap.com 888-212-3237 info@banglacdpap.com

পেয়ারা খাওয়ার উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: সুস্থ থাকার জন্য নিয়মিত মৌসুমী ফল খেতে হবে। এই সময়ে বাজারে পাওয়া যায় পেয়ারা। এটি স্বাদ এবং পুষ্টিতে অনন্য। পেয়ারায় থাকে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, লাইকোপিন, ক্যালসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ এবং পটাসিয়াম। এতে ক্যালরি থাকে কম এবং ফাইবার থাকে বেশি। নিয়মিত পেয়ারা খেলে অনেক উপকারিতা পাওয়া যায়। চলুন জেনে নেওয়া যাক-

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় : রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে উপকারী ফল পেয়ারা। এটি ভিটামিন সি-এর অন্যতম উৎস। কমলার চেয়ে দ্বিগুণ ভিটামিন সি থাকে। এই ভিটামিন আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। নিয়মিত পেয়ারা খেলে তা ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস সংক্রমণ থেকে দূরে রাখতে কাজ করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হলে প্রতিদিন একটি করে পেয়ারা খেতে হবে।
ডায়াবেটিস রোগীর জন্য উপকারী : খেতে মিষ্টি হলেও পেয়ারা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী। এটি ফাইবারের ভালো উৎস। সেইসঙ্গে এর গ্লাইসেমিক সূচকও কম। যে কারণে এটি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ক্ষতিকর নয়। কম গ্লাইসেমিক সূচক চিনির মাত্রা হঠাৎ বৃদ্ধি রোধ করে। পেয়ারায় থাকা ফাইবার রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
হার্ট সুস্থ রাখে : হার্ট সুস্থ রাখতে কাজ করে পেয়ারা। এতে প্রচুর পটাসিয়াম এবং সোডিয়াম পাওয়া যায়। এই দুই উপাদান উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। গবেষণায় দেখা গেছে, খাবারের আগে পাকা পেয়ারা খেলে তা রক্তচাপ কমাতে কাজ করে। এটি উচ্চ কোলেস্টেরল কমাতেও সাহায্য করে। পেয়ারা খেলে উপকারী কোলেস্টেরল বেড়ে যায় ৮ শতাংশ। এটি হার্টের স্বাস্থ্য ভালো। পেয়ারা পাতার নির্যাসও হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে কাজ করে।
ওজন কমাতে কাজ করে : ওজন কমাতে দারুণ কার্যকরী পেয়ারা। এই ফল আমাদের বিপাক ক্ষমতা উন্নত করতে সাহায্য করে। সেইসঙ্গে প্রোটিন, ফাইবার এবং ভিটামিন গ্রহণের ভারসাম্য বজায় রাখে। তাই চিনিযুক্ত পানীয় বা খাবারের বদলে পেয়ারা পাতার চা এবং পেয়ারা খাওয়ার অভ্যাস করুন। এতে দ্রুত ওজন কমবে।

ভিটামিন ডির ঘাটতি বুঝবেন যেভাবে

পরিচয় ডেস্ক: আমাদের শরীরে ভিটামিন ডির বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ রয়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শরীরে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণ করা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া ভিটামিন ডির আরও কিছু উপকারিতা আছে।
ভিটামিন ডি চর্বিতে দ্রবণীয় একটি ভিটামিন, যার মধ্যে আছে ভিটামিন ডি১, ডি২ ও ডি৩। এটি হাড় ও দাঁতের বৃদ্ধি ও বিকাশে সাহায্য করে। এ ছাড়া নির্দিষ্ট কিছু রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতাও তৈরি করতে পারে। সরাসরি সূর্যের আলোতে আমাদের শরীর প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন ডি উৎপন্ন করে। তবে কিছু নির্দিষ্ট খাবার ও সাপ্লিমেন্ট থেকেও ভিটামিন ডি পাওয়া যায়।
আমাদের শরীরে ভিটামিন ডির বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ রয়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শরীরে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণ করা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া ভিটামিন ডির আরও কিছু উপকারিতা আছে।
এসব উপকারিতা, শরীরে ভিটামিন ডির ঘাটতির লক্ষণ ও ভিটামিন ডির উৎস কীড় চলুন জেনে নিই ফরচুন হেলথ কেয়ার লিমিটেডের পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ নওরিন মাহ্‌ফুজের কাছ থেকে।

ভিটামিন ডির উপকারিতা
হাড় শক্ত করে: শরীরে ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম শোষণের জন্য প্রয়োজন ভিটামিন ডি। এই ২টি উপাদান হাড়ের মূল গঠন তৈরি করে। ভিটামিন ডির অভাবে হাড় দুর্বল হয় এবং আস্তে আস্তে হাড় ভঙ্গুর হয়ে পড়ে, যাকে অস্টিওপরোসিস রোগও বলা হয়।
শিশুদের জন্য উপকার: শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের হাড়ের বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন ডি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন ডির অভাবে শিশুদের হাড়ে বিকৃতি বা রিকেট রোগ হতে পারে।
দাঁত শক্ত করে: গবেষণায় পাওয়া গেছে, ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট শিশু ও বয়স্কদের দাঁতের ক্ষয়রোধ করে। এটি দাঁতের মিনারেলের উন্নতি ঘটিয়ে দাঁতের ক্ষয় রোধ করে।

পেশির শক্তি বাড়ায়: শরীরে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ভিটামিন ডি পেশির শক্তি বৃদ্ধি করে। শারীরিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও এটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।
ওজন কমাতে সাহায্য করে: ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার ক্ষুধা কমায় বলে ওজন কমাতেও সাহায্য করে।
পরিশ্রমের ক্ষমতা বাড়ায় এবং ক্লান্তি কমায় বলে ওজন কমায়।
শরীরে ভিটামিন ডির ঘাটতি আছে বুঝবেন যেসব লক্ষণে
মাংসপেশির দুর্বলতা : ভিটামিন ডির অভাবে শরীরের মাংসপেশীর দুর্বলতা বেড়ে যায়। বিশেষ করে মাংসপেশী বেড়ে যাওয়া ও মাংসপেশী কাঁপার মতো সমস্যাগুলো হয়ে থাকে। কাজেই মাংসপেশীর দুর্বলতা কাটাতে নিয়মিত ভিটামিন ডি গ্রহণ করুন।
বিষণ্নতা : ভিটামিন ডি বিষণ্নতা বাড়ানোর ক্ষেত্রেও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর ফলে সারাক্ষণ মানসিক চাপ অনুভূত হয়। এর অভাবে মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়।
হাড়ে ফাটল : ভিটামিন ডির অভাবে হাড় দুর্বল হয়ে যায় বলে সহজেই হাড় ভেঙে যেতে পারে। অনেক সময় হাড়ে প্রচণ্ড ব্যাথা করলেও বুঝবেন ভিটামিন ডির ঘাটতি হতে পারে।
দাঁত ভাঙা : ভিটামিন ডির অভাবে শিশু ও বৃদ্ধদের দাঁতের ক্ষয় হতে পারে। পাশাপাশি দাঁত ভেঙেও যেতে পারে।
উচ্চ রক্তচাপ : ভিটামিন ডির অভাবে উচ্চ রক্তচাপের মাত্রা আরও বেড়ে যেতে পারে।
ক্লান্তি ও অবসাদ : ভিটামিন ডির ঘাটতি হলে শরীর ক্লান্ত লাগে বেশি এবং অবসাদগ্রস্ত লাগে।
অস্টিওপরোসিস, বিষণ্নতা, জরায়ু ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার এমনকি ডায়াবেটিস এবং মেদবৃদ্ধি প্রতিরোধে ভিটামিন ডির ভূমিকা আছে। অনেকেই আছেন যারা নিজেরাও জানেন না যে তারা ভিটামিন ডির অভাবে ভুগছেন। যদি নিজের মধ্যে ওপরের লক্ষণগুলো বুঝতে পারেন তাহলে কাছাকাছি হাসপাতালে গিয়ে ভিটামিন ডির মাত্রা পরীক্ষা করে নিন।
ভিটামিন ডির উৎস : ভিটামিন ডির মূল প্রাকৃতিক উৎস হলো সূর্যের আলো। বিশেষ করে ইউভি-বি রশ্মি।

ডালিম খেলে যেসব রোগের ঝুঁকি কমে

পরিচয় ডেস্ক: ডালিম খেতে অনেকেই পছন্দ করেন। পুষ্টিগুণে ভরপুর এই ফল। খুব স্বভাবতই বাড়ির অসুস্থ ব্যক্তিকে বেশিরভাগ সময় ডালিম খেতে দেওয়া হয়। এতে তাঁর শরীরের ক্লান্তিভাব দূর হয়। ভিটামিন, মিনারেল, আয়রনে ভরপুর ডালিমের পুষ্টিগুণের শেষ নেই। আসুন জেনে নেই, ডালিমের পুষ্টিগুণের কথা-

১. ডালিম অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ ফল। এই ফল ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে। ডালিমের রসে কিছু উপাদান আছে, যা ক্যানসার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক পদার্থের চলাচলে বাধা দেয়। তাই ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে ডালিম খেতে পারেন।

২. ডালিমে আছে ডায়াটারি ফাইবার বা আঁশ। এই ফলে দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় দুই ধরণের আঁশ থাকায় এটি হজমশক্তি বাড়ায়।

৩. হৃদযন্ত্রের সমস্যা কমাতে সহযোগিতা করতে পারে ডালিম। বিশেষ করে বংশগতভাবে হৃদযন্ত্রের সমস্যা যাঁদের আছে, তাঁরা নিয়মিত ডালিমের রস খেতে পারেন। এ ছাড়া ডালিমের রস কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

৪. আয়রন, ক্যালসিয়াম, শর্করা সমৃদ্ধ ডালিম রক্তে হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধি করে দেহে রক্ত চলাচল সচল রাখে। তাই প্রতিদিন ডালিম খাওয়ার চেষ্টা করুন। এ ছাড়া ওজন কমাতে চাইলে ডালিম খেতে পারেন।

৫. এই ফলে আছে ভিটামিন সি। ভিটামিন সি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এ ছাড়া ভিটামিন সি ত্বকের জন্য ভালো।

৬. ডালিম রক্তে চিনির মাত্রা ঠিক রাখে। এটি অন্য ফলের রসের মতো রক্তে চিনির মাত্রা বাড়ায় না। ডায়াবেটিস রোগীরা নিয়মিত ডালিম রস খেলে তাদের রক্তে চিনির মাত্রা ঠিক থাকবে।

৭. স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা ভেবে অনেকেই নিয়ম করে ডালিম খান। ডালিম খাওয়ার পাশাপাশি এর জুসও খেতে পারেন। কারণ, ডালিমের জুসও স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারি।

ডিম কি কোলেস্টেরল বাড়ায়- হার্টের ক্ষতি করে? জানুন দিনে কটা খাওয়া যায়

পরিচয় ডেস্ক: কীভাবে ডিম খেতে হবে তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ডায়েট থেকে ডিম বাদ দিলে, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে শরীর।

ডিম অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর খাবার হওয়া সত্ত্বেও, হার্টের জন্য এটিকে ভাল বলে মনে করা হয় না। সাধারণ বিশ্বাস অনুযায়ী, ডিম এমন একটি খাবার যা, কোলেস্টেরল বাড়ায় এবং কমখাওয়া উচিত। বা সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যাওয়া ভাল কারণ কোলেস্টেরল, নীরবে হার্টের ক্ষতি করে। কিন্তু, এই ধারনা কতটা ঠিক?

ডিম কি খারাপ কোলেস্টেরলের উৎস?

এটা সত্য যে ডিমে কোলেস্টেরল বেশি থাকে। এছাড়াও ডিমে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, মিনারেল এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি। ডিমে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম এবং মাঝারি পরিমাণে সোডিয়াম থাকে। এতে তামা, আয়োডিন, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, সেলেনিয়াম এবং জিঙ্কও রয়েছে। ডিমের বৈচিত্র্যময় পুষ্টির সংমিশ্রণ বিবেচনা করে, কীভাবে ডিম খেতে হবে তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ডায়েট থেকে ডিম বাদ দিলে, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে শরীর।

দিনে কয়টি ডিম খাওয়া উচিত?

এটি গবেষকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় বিষয়। বেশ কয়েকটি গবেষণায় বলা হয়েছে যে, প্রতিদিন একটি ডিম শরীরকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করতে যথেষ্ট। তবে, ডিম কীভাবে খাওয়া উচিত তাও জানা জরুরি। সেদ্ধ, অমলেট, পোচ বা কারি ছাড়াও, অনেকে স্যালাড বা স্যান্ডউইচে ডিম খান। তাই একটি ডিম কীভাবে খাচ্ছেন, তার উপর নির্ভর করে যে এটি আপনার শরীরের জন্য কতটা উপকারী। সেই সঙ্গে, আপনি আপনার ডিমের সঙ্গে কী খাচ্ছেন, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাখন, পনির, বেকন, সসেজ, মাফিনের সঙ্গে থাকা ডিমের স্যাচুরেটেড ফ্যাট, রক্তের কোলেস্টেরল অনেক বেশি বাড়ায়।

সাধারণত সপ্তাহে সর্বাধিক ৫টি ডিম খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের দ্বারা করা একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ডিম খাওয়ার ফলে রক্তচাপ, রক্তে শর্করা এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে। অন্যদিকে আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের গবেষকদের মতে, একটি ডিম ৭৮ ক্যালোরি সরবরাহ করে এবং একটি বড় ডিমে প্রায় ৬ গ্রাম প্রোটিন থাকে। একজন মানুষের কোলেস্টেরলের পরিমাণ কম হলে, রোজকার ডায়েটে ডিম থাকলে কোনও ক্ষতি নেই।

হাই কোলেস্টেরলে ডিম খাওয়া উচিত?

তেঁতুল খেলে সারবে যেসব রোগ

পরিচয় ডেস্ক: ফুচকা খাওয়ার সময় তেঁতুলের টক না হলে কী চলে! বিভিন্ন মুখরোচক খাবারের স্বাদ বাড়াতে তেঁতুলের জুড়ি মেলা ভার। আবার ঘরোয়া বিভিন্ন কাজেও ব্যবহৃত হয় তেঁতুল যেমন- গয়না পরিষ্কার কিংবা পিতলের বাসন চকচকে করতে। জানলে অবাক হবেন, তেঁতুলের স্বাস্থ্য উপকারিতা অনেক। প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা তেঁতুলে মোট খনিজ পদার্থ ২.৯ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ২৮৩ কিলো ক্যালোরি। আরও থাকে আমিষ ৩.১ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, শর্করা ৬৬.৪ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৭০ মিলিগ্রাম, আয়রন ১০.৯ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ৬০ মাইক্রোগ্রাম ও ভিটামিন সি ৩ মিলিগ্রাম। বদহজম থেকে শুরু করে শারীরিক নানা সমস্যার সমাধান মেলে তেঁতুলে। জেনে নিন তেঁতুল খেলে সারবে কোন কোন রোগ:

১. তেঁতুল খেলে শারীরিক বিভিন্ন সমস্যার সমধান মেলে। তেঁতুলের টক উপাদান গর্ভবতী নারীদের মর্নিং সিকনেস থেকে অনেকটাই মুক্তি দেয়। গর্ভাবস্থায় তেঁতুল খাওয়া নিরাপদ বলেই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

২. গরমে কমবেশি অনেকেই বদহজমের সমস্যায় ভোগেন। এক্ষেত্রে এক কাপ পানিতে তেঁতুল ভিজিয়ে সামান্য লবণ, চিনি বা গুড় মিশিয়ে খেলে বদহজমের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

৩. তেঁতুলে থাকা ডায়েটারি ফাইবার হজম করতে সাহায্য করে। গ্যাসের সমস্যা থেকেও মুক্তি দিতে পারে তেঁতুল।

৪. তেঁতুলে থাকা অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি উপাদান রক্তের শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ফলে ডায়াবেটিস অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৫. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়াতে পারে তেঁতুল। ঋতু পরিবর্তনের সময় সর্দি-কাশি থেকে রেহাই পেতে গরম পানিতে তেঁতুল ও গোলমরিচ মিশিয়ে খেলে দারুণ উপকার মেলে।

৬. তেঁতুলে থাকা ভিটামিন সি আর অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল উপাদান শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

৭. তেঁতুল রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এই ফল দারুণ উপকারী।

৮. তেঁতুলে থাকা নির্দিষ্ট কিছু প্রোটিন গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে। গর্ভাবস্থায় অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে ব্লাড প্রেসার। তেঁতুলের পটাশিয়াম এবং আয়রন ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে।

৯. মস্তিষ্কের জন্যও উপকারী এই ফল। তেঁতুলের মধ্যে থাকা অ্যাসকরবিক অ্যাসিড, যা খাবার থেকে আয়রন সংগ্রহ করে বিভিন্ন কোষে তা পরিবহণ করে।

১০. আয়রনের সঠিক পরিমাণ মস্তিষ্কে পৌঁছলে চিন্তা ভাবনার গতি আগের থেকে অনেক বেশি বেড়ে যায়।

১১. ফাইবার সমৃদ্ধ ও কম চর্বিযুক্ত হওয়ায় তেঁতুল ওজন কমাতেও সাহায্য করে। এটি ফ্ল্যাভোনয়েড ও পলিফেনল সমৃদ্ধ। যা বিপাকক্রিয়া বাড়ায় ও ওজন কমাতে সহায়তা করে।

১২. ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ৫-১০ গুণ বেশি এই তেঁতুলে। যা হাড় ও দাঁতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

১৩. তেঁতুলের শরবত খেলে স্কার্ভি রোগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, শরীরের জ্বালাপোড়া ভাব দূর হয়।

১৪. তেঁতুল রক্তের কোলস্টেরলের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণ করে।

মজাদার বিফ হাড়ি কাবাব

পরিচয় ডেস্ক: মজাদার এক খাবার হাড়ি কাবাব। খুব সহজেই তৈরী করা যায়।
যা লাগবে: হাড় ছাড়া গরুর মাংস-১ কেজি, টক দই-১ কাপ, পেয়াজ বাটা-১ কাপ, পেয়াজ কুচি-২ টেবিল চামচ (বেরেস্তার জন্য), রসুন বাটা-২ টেবিল চামচ, আদা বাটা-১ টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ বাটা-১/২ চা চামচ, জয়ত্রী বাটা-১/৪ চা চামচ (পরিমাণ মতো), জায়ফল বাটা-১/৪ চা চামচ (পরিমাণ মতো), গোল মরিচের গুঁড়া-১/২ চা চামচ, লাল মরিচ গুঁড়া-২ চা চামচ, জিরা গুড়া-১ চা চামচ, ধনে গুঁড়া (টেলে গুড়া করা)-২ চা চামচ, হলুদ গুঁড়া-১ চা চামচ, কাঁচামরিচ-২ টা (পরিমাণ মতো, চিনি-১ চা চামচ(স্বাদ অনুযায়ী), ভিনেগার (অথবা লেবুর রস)-১ টেবিল চামচ, তেল-১ কাপ, তেজপাতা-২ টি, এলাচ-৩ টি, দারুচিনি-৪ টুকরা, লবঙ্গ-৪/৫ টি, লবণ-পরিমাণ মত।
কীভাবে রান্না করবেন : মাংস ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এবার বাটিতে মাংসের টুকরাগুলোতে আস্ত কাঁচামরিচ আর ভিনেগার বাদে বাকি সমস্ত মশলা এবং অন্য উপকরণগুলো দিয়ে ভাল করে মেখে নিন মেরিনেট করার জন্য। ভাল করে মশলা মাখানো হলে এবার ভিনেগার (অথবা লেবুর রস) মেশান। এ অবস্থায় মাখানো মাংস ২ ঘণ্টা (৫-৬ ঘণ্টা রাখলে আরও ভালো) ফ্রিজে রাখুন (ডিপ ফ্রিজে রাখবেন না)।
রান্নার জন্য এবার হাড়িতে দেড় কাপ তেল দিয়ে গরম হলে পেয়াজ কুচি দিয়ে বাদামী করে ভেজে বেরেস্তা করুন। হাফ বেরেস্তা আলাদা একটি পাত্রে তুলে রাখুন পরে কাবাবের উপর ছড়িয়ে দিতে হবে। এবার হাড়িতে বাকি তেলের উপর মেরিনেট করা মাংস ছেড়ে দিয়ে খানিকক্ষণ নাড়ুন। কয়েক মিনিট পরে আস্ত কাঁচামরিচ ও সামান্য পানি দিয়ে দিন। নেড়ে ভালো করে মিশিয়ে দিয়ে পাতিলে ঢাকনা তুলে দিয়ে চুলার আঁচ কমিয়ে দিন। এ অবস্থায় রান্না হয়ে মাংস সিদ্ধ হবে। মাঝে মাঝে ঢাকনা তুলে নেড়ে দিবেন। মাংস সিদ্ধ হয়ে পানি শুকিয়ে এলে আরেকবার নেড়ে দিন, তুলে রাখা বেরেস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ দমে রাখুন। কিছুক্ষণ পর মাংসের উপর তেল উঠে এলে কাবাবের হাড়ি চুলা থেকে নামিয়ে রাখুন। হাড়ি কাবাব তৈরি। ভাত-পোলাও-রুটি সবকিছুর সঙ্গেই দারুণ স্বাদের এ কাবাব খাওয়া যায়।

গরুর মাংসের কাঠি কাবাব

পরিচয় ডেস্ক: গরুর মাংসের কাবাবের মধ্যে কাঠি কাবাব বেশ সুস্বাদু। আর তৈরিতেও ঝামেলা কম।
উপকরণ: গরুর মাংসের কিমা আধা কেজি, ডিম একটি, পেঁয়াজ বেরেস্তা দুই টেবিল চামচ, আদা বাটা এক চা চামচ, রসুন বাটা এক চা চামচ, ঘি দুই টেবিল চামচ, কর্নফ্লাওয়ার এক টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ কুঁচি চার-পাঁচটি, জয়ফল গুঁড়া আধা চা চামচ, জয়ত্রী গুঁড়া আধা চা চামচ, কাজুবাদাম বাটা দুই টেবিল চামচ, কাঁচা পেঁপে বাটা দুই চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, কাঠি পরিমাণ মতো।
যেভাবে তৈরি করবেন: প্রথমে একটি বাটিতে গরুর মাংসের কিমা, ডিম, পেঁয়াজ বেরেস্তা, আদা বাটা, রসুন বাটা, ঘি, কর্নফ্লাওয়ার, কাঁচামরিচ কুচি, জয়ফল গুঁড়া, জয়ত্রী গুঁড়া, কাজুবাদাম, কাঁচা পেঁপে ও লবণ একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার মেরিনেটের জন্য মাংসের মিশ্রণ এক ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে দিন। তারপর কাঠির মধ্যে মুঠো করে মাংসের মিশ্রণ লাগিয়ে নিন। প্যানে ঘি গরম করে এগুলো ভাজতে থাকুন। দুই পাশ বাদামি হয়ে গেলে চুলা থেকে নামিয়ে প্লেটে সাজিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন,
টেকআউট,
ক্যাটারিং এবং
ডেলিভারীর
জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

মুরগির ঘি রোস্ট

পরিচয় ডেস্ক: বাড়িতে অতিথি এলে কিংবা ঘরোয়া আয়োজনেও নানা পদ তৈরির ধুম পড়ে যায়। যার মধ্যে মুরগির মাংসের কমবেশি পদ থাকেই।বিশেষ করে মুরগির রোস্ট সব আয়োজনেই রাখা হয়। তবে স্বাদ বদলাতে এবার তৈরি করতে পারেন মুরগির ঘি রোস্ট।

উপকরণ : মুরগির মাংস ১ কেজি, টকদই আধা কাপ, হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, গুড় ২ টেবিল চামচ, কারি পাতা ১ আঁটি, ঘি ৬ টেবিল চামচ, শুকনো মরিচ ৩টি, আস্ত গোলমরিচ ৭-৮টি, লবঙ্গ ৩টি, মৌরি ১ চা চামচ, আস্ত ধনে দেড় টেবিল চামচ, আস্ত জিরা আধা চা চামচ, রসুন ৭-৮ কোয়া ও তেঁতুল বাটা দেড় টেবিল চামচ

কীভাবে রান্না করবেন : একটি পাত্রে মুরগির মাংসের সঙ্গে টকদই, হলুদ গুঁড়া, লেবুর রস ও আধা চা চামচ লবণ দিয়ে ২-৩ ঘণ্টা ম্যারিনেট করে ফ্রিজে রেখে দিন।

এরপর শুকনো মরিচ, মৌরি, জিরা, ধনে, লবঙ্গ ও আস্ত গোলমরিচ হালকা আঁচে ভেজে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিন। এবার সব ভাজা মসলা গুঁড়া করে নিতে হবে।

তারপর একটি প্যানে ঘি গরম করে ম্যারিনেট করা মাংস ১০ মিনিট ভেজে নিন। কড়াইয়ে আবার ঘি গরম করে রসুন বাটা ফোঁড়ন দিন। এরপর তেঁতুলের ক্বাথে ভাজা মসলার গুঁড়া মিশিয়ে কড়াইতে ঢেলে দিন।

মসলা ভালো করে কষানো হলে ভেজে রাখা মাংস মিশিয়ে নিন। তারপর লবণ আর গুড় মিশিয়ে দিন। যতক্ষণ না মাংস পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে আসছে রান্না করে নিন।

মুরগির মালাইকারি

পরিচয় ডেস্ক: মালাইকারি বলতে প্রথমেই মনে আসে গলদা চিংড়ির কথা। চিংড়ি দিয়ে মালাইকারি ঘটি-বাঙাল নির্বিশেষে সকলেরই পছন্দের একটি খাবার। তবে মাঝেমাঝে তো স্বাদ বদলের দরকার পড়ে। চেনা পদের অচেনা বদল দেখতে চিংড়ি নয়, মালাইকারি বানান মুরগি দিয়ে।

উপকরণ: মুরগির মাংস: ১ কেজি, নারকেলের দুধ: দুই কাপ, মিষ্টি দই: দুই টেবিল চামচ, আদা বাটা: এক চা চামচ, রসুন বাটা: এক চা চামচ, কাঁচা মরিচ বাটা: এক চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা: দুই টেবিল চামচ, কাজুবাদাম বাটা: এক টেবিল চামচ, দারচিনি: দুই টুকরো, এলাচ: চারটি, ডিম: একটি, ময়দা: এক টেবিল চামচ, ঘি: এক টেবিল চামচ,লবন: পরিমাণ মতো তেল: প্রয়োজন মতো, বাদামকুচি: এক চা চামচ

প্রণালী : মাংসর টুকরোগুলি ধুয়ে ভাল করে জল ঝরিয়ে রসুন বাটা, কাঁচা মরিচ বাটা, লবন, ময়দা এবং ডিম ফাটিয়ে একসঙ্গে মাখিয়ে মিনিট দশেক ম্যারিনেট করে রাখুন।

এ বার কড়াইয়ে অল্প ঘি আর তেল গরম করে তাতে মাংসের টুকরোগুলি হালকা বাদামি করে ভেজে নিন।

ওই কড়াইয়ে পেস্তা, দারচিনি, কাজুবাদাম বাটা, মিষ্টি দই আর নারকেলের দুধ দিয়ে ফুটিয়ে নিন। অল্প ফুটে এলে ভেজে রাখা মাংসের টুকরোগুলি দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিন। পাঁচ মিনিট পর উপর থেকে বাদাম ছড়িয়ে নামিয়ে ভাত অথবা পোলাওয়ের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন মুরগির মালাইকারি।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

সঙ্কট উত্তরণে প্রধানমন্ত্রীর ঔদার্য প্রয়োজন

১৬ পৃষ্ঠার পর

সমঝোতা, সঙ্ঘাত নয়। মনে রাখতে হবে- শক্তি নয়, সম্মতি হচ্ছে গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র। গণতন্ত্রের এই মূলমন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সব ব্যাকরণে সংযম, সহিষ্ণুতা ও সৌজন্যকে রাজনীতির আকর বলা হয়েছে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিবেশ যতই জটিল ও কুটিল হোক না কেন সমঝোতার মাধ্যমে এবং একমাত্র সমঝোতার মাধ্যমেই সব বিরোধের অবসান হতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির কর্ণধার। তার নেতৃত্বের কর্মকুশলতার ব্যাপারে কারো কোনো অবিশ্বাস নেই। তা ছাড়া তিনি এই জাতির স্থপতির কন্যা। এই জাতির প্রতি তার দায় ও দায়িত্ব রয়েছে। তিনি দেড় দশক ধরে ক্ষমতায় রয়েছেন। জনগণের নাড়ির খবর তিনি রাখেন বলেই আমাদের ধারণা। ইতোমধ্যে তার রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার কথা। কোনো চাপ বা আন্দোলনে নয়, তার ঔদার্যই দেশকে রক্ষা করতে পারে। সে লক্ষ্যে তিনি জাতীয় সংলাপের আয়োজন করতে পারেন এবং তার মাধ্যমেই নির্বাচনকালীন সরকার তথা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো সাংবিধানিক ইস্যুগুলো মীমাংসিত হতে পারে। গোটা জাতি বিশ্বাস করে, ক্ষমতার মোহ ও লোভ-লালসাকে অতিক্রম করে ন্যায়সঙ্গত ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেয়ার নৈতিক ক্ষমতা তার রয়েছে। অবশেষে উভয়পক্ষকে ঔধসবং ঋৎববসধহঈষধৎশব -এর সেই বিখ্যাত উক্তি মনে করিয়ে দেই- 'অ ঢ়ড়ষরঃরপরধহ ঃযরহশং ড়ভ ঃযব হবীঃ বষবপঃরড়হ; ধ ংঃধঃবংসধহ ঃযরহশং ড়ভ ঃযব হবীঃ মবহবৎধঃরড়হ.' ড. আবদুল লতিফ মাসুম অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। দৈনিক নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নতুন প্রধান বিচারপতির আহ্বান জরুরি, গুরুত্বপূর্ণ ও উৎসাহব্যঞ্জক

১৮ পৃষ্ঠার পর

রয়েছে। কিন্তু সেটা আমাদেরকে লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করবে না। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণ সত্য তুলে ধরা হয়, যা প্রকৃত অর্থে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইকে কার্যকর করে তুলতে পারে।

নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা, যা প্রতিটি নাগরিকের ন্যায়বিচার ও অধিকার নিশ্চিত করতে পারে। তবে বিচার বিভাগের লক্ষ্য পূরণে স্বাধীন ও মুক্ত গণমাধ্যম অত্যন্ত জরুরি। একমাত্র স্বাধীন ও মুক্ত গণমাধ্যমই সব ধরনের দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, চাটুকারিতা, স্বজনপ্রীতি, মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের মতো বিষয়গুলোর প্রতি বিচার বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। একইভাবে গণমাধ্যমেরও বিচার বিভাগকে প্রয়োজন। গণমাধ্যম মূলত নির্বাহী বিভাগের 'ওয়াচ ডগে'র ভূমিকা পালন করে, যাদের হাতে রয়েছে গণমাধ্যমকে 'শাস্তি' দেওয়ার সর্বময় ক্ষমতা। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম নির্ভুল ও সত্য প্রতিবেদন প্রকাশে বিচার বিভাগকে পাশে চায় এবং সেসব সুরক্ষা চায়, যা সংবিধানে নিশ্চিত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধান বিচারপতি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং জাতির সেবায় সর্বতোভাবে আমরা বিচার বিভাগের পাশে আছি। মাহফুজ আনাম, সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার, ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ ইশতিয়াক খান

প্রবাসীদের রাজনৈতিক ভাবনা

১৪ পৃষ্ঠার পর

অস্বস্তিকর এবং বিব্রতকর অবস্থায় পড়ার ঘটনাও বিরল নয়।

প্রশ্ন উঠেছে, প্রবাসী বাংলাদেশী যারা বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন এবং বিদেশী নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন তারা কেন নিজেদের সে সব দেশের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত না করে নিজেদের বা পূর্বপুরুষদের আবাসভূমির রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করছেন? এ ক্ষেত্রে ভারতের উদাহরণ ইতোমধ্যে দেয়া হয়েছে। এশিয়া মহাদেশের চীনসহ মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের বিপুলসংখ্যক নাগরিক স্থায়ীভাবে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। এ সব দেশের নাগরিকরা নিজেদের ওই সব দেশের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং কদাচিৎ তাদের দু'-একজনকে নিজের আগের দেশের রাজনীতির ব্যাপারে মাথা ঘামাতে দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের ইলনয় রাজ্যের শিকাগো শহরে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নামে গত ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ 'জিয়াউর রহমান ওয়ে' নামে একটি সড়ক উদ্বোধন করা হয়। সড়কটির বাংলাদেশের একজন সাবেক রাষ্ট্রপতির নামে নামকরণ করা হলেও এতে করে যুক্তরাষ্ট্রের মতো পৃথিবীর একটি পরাক্রমশালী দেশে শুধু জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত দল বিএনপি নয়; বরং সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ এবং দেশটির জনগণের মর্যাদা ও সম্মান বেড়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের জনপ্রতিনিধিদের এ মহতী উদ্যোগকে আমাদের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ ও এর যুক্তরাষ্ট্রস্থ সমর্থকরা সঙ্কীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অভিনন্দন তো জানায়নি; বরং এটি যেন কার্যকর করা না হয় সে ব্যাপারে রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে কূটনৈতিকসহ অন্য সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। আওয়ামী লীগ ও তার যুক্তরাষ্ট্রস্থ দলীয় সমর্থকদের এ পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে সে দেশের জনগণের আওয়ামী লীগের প্রতি সম্মান বা শ্রদ্ধা কতটুকু বৃদ্ধি বা হ্রাস করেছে সেটি উপলব্ধি করার বোধশক্তি কি তাদের মধ্যে নেই! স্মরণযোগ্য, ইতঃপূর্বে একই শহরে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে একটি সড়কের নামকরণ করা হয়। কিন্তু এবার জিয়াউর রহমানের নামে সড়কটি উদ্বোধনকালে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে বসবাসরত দলীয় আশীর্বাদপুষ্ট বাংলাদেশীরা শিকাগোতে এসে যেভাবে এটিকে প্রতিহত করার ব্যর্থ প্রয়াস নেন তা অগ্রহণযোগ্য। একই শহরে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে যখন একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছিল তখন যক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা বা কর্মী এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেননি। যুক্তরাষ্ট্রের একই রাজ্যের একটি শহরে বাংলাদেশের দু'জন সাবেক রাষ্ট্রপতির নামে দু'টি সড়কের নামকরণ বাংলাদেশ ও প্রতিটি বাংলাদেশী নাগরিকের জন্য গর্বের ব্যাপার। কিন্তু সঙ্কীর্ণ দলীয় মনোবৃত্তির কারণে আমরা এ গর্বকে ম্লান করে দিচ্ছি।

আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের নাগরিকরা যেসব দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তাদের অনেকে সেসব দেশের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে জনপ্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রী পদে এবং সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে নিজেদের ঠাঁই করে নিতে সমর্থ হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে ২০১১ সালে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত একজন নারী যুক্তরাজ্যের লেবার পার্টি থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। বাংলাদেশের এ নারীর এমপি হওয়ার সাফল্যটিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখলে ভবিষ্যতে বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসরত বাংলাদেশীরা সেসব দেশের রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সমর্থ হবেন। আর এর মাধ্যমে দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এবং জাতি হিসেবে বাংলাদেশীদের সম্মান ও মর্যাদা বহির্বিশ্বে বাড়বে।

প্রবাসে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে যেসব বাংলাদেশী বসবাস করছেন তারা কেন নিজ দেশ থেকে বিদেশে অবস্থানের পরও নিজেদের স্বদেশের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত রাখছেন; এর কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা যায়, রাজনৈতিক ক্ষমতাকে অবলম্বন করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার মানসে তাদের এ প্রয়াস। তা ছাড়া ক্ষমতাসীন দলের নেতৃস্থানীয়দের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে এসব প্রবাসী যখন দেশে আসেন তখন স্থানীয়রা এদের যোগাযোগের পরিধি দেখে এদের অনেকটা সমীহ করে চলেন। স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বিদেশে বসবাসরত যেসব বাংলাদেশী ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, দেশে সরকারি দলের সাথে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা দেশ ও বিদেশ উভয় স্থানে ব্যবসার উৎকর্ষসাধনে সহায়ক।

আমাদের প্রবাসীরা বিশেষত বিভিন্ন দেশে অস্থায়ীভাবে বসবাসরত শ্রমিকরা বিদেশে কায়ক্লেশে জীবনযাপন করে তাদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ৯০ শতাংশের বেশি দেশে পাঠিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার শুধু স্ফীত করছেন না; বরং দেশের অর্থনীতিও সচল রাখছেন। বিদেশে যারা স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তাদেরও অনেকে ইতোমধ্যে দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছেন এবং আশা করা যায়, অনুকূল পরিবেশ দেয়া গেলে তারা আরো বড় ধরনের বিনিয়োগে উৎসাহিত হবেন। কিন্তু দেশ ও বিদেশে প্রবাসীদের অবদান ম্লান হয়ে যায় তখন, যখন দেখা যায়; এরা নিজ দেশের সরকারি ও বিরোধী দলের নেতৃস্থানীয়দের বিদেশে সম্মান জানানোর পরিবর্তে কালো পতাকা প্রদর্শন, আপত্তিকর স্লোগান ও জুতা দেখিয়ে অসম্মান ও অশ্রদ্ধা করছেন। এ ধরনের অসম্মান ও অশ্রদ্ধা তাদের এবং দেশের মর্যাদার হানিকর। তাই আর যাই হোক স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বসবাসরত প্রবাসীদের রাজনৈতিক ভাবনা যেন সঙ্কীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির আবদ্ধতায় দেশের মর্যাদার হানি না ঘটায়- এটি হোক আমাদের প্রত্যাশা। ইকতেদার আহমেদ সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক। দৈনিক নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

বিদেশে ৯০ শতাংশ ভিক্ষুক পাকিস্তানি

১২ পৃষ্ঠার পর

তিনি জানান, জাপান এই ধরনের ভিক্ষুকদের জন্য একটি নতুন গন্তব্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। জুলফিকার হায়দার দক্ষ শ্রম রপ্তানিতে পাকিস্তানের ঐতিহাসিক ভূমিকার উপর জোর দেন।তিনি জানান, পেশাদাররা বিদেশে গেলে বৈদেশিক রেমিটেন্স বাড়বে। সৌদি আরব এখন অপ্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের চেয়ে দক্ষ শ্রমকে প্রাধান্য দিচ্ছে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA
আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

MLS

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

বাংলাদেশের ইলিশ কি শুধু ভারতেই যায়?

১০ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশে বছরে ইলিশ উৎপাদন হয় ৬ লাখ টনেরও বেশি এ প্রসঙ্গে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি জানিয়েছেন, বছরে বাংলাদেশে ইলিশ আহরণের পরিমাণ ৬ লাখ টনেরও বেশি। সিজনে প্রতিদিন গড়ে ২ হাজার টন ইলিশ ধরা পড়ে। এই হিসাবে রফতানির পরিমাণ তিন দিনে আহরিত ইলিশের চেয়েও কম। কাজেই বাজারে এর কোনও ধরনের প্রভাব পড়বে না।

জানা গেছে, বাংলাদেশে মোহনা থেকে সমুদ্রের ১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৩০০ কিলোমিটার উজানে ও উপকূল থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত ইলিশ পাওয়া যায়। দিনে ৭০ থেকে ৭৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়া ইলিশ সাগর থেকে যতই নদীর মিষ্টি পানির দিকে আসে, ততই এর শরীর থেকে লবণ খসে যায় এবং এর স্বাদ বাড়ে। বর্তমানে দেশের সমুদ্র, মোহনা ও উপকূলসহ ৩৮টি জেলার ১০০টি নদী-নালায় ইলিশ পাওয়া যায়।

দেশের ছয়টি উপকূলীয় জেলা ইলিশের অভয়ারণ্য হিসেবে পরিচিত। এগুলো হচ্ছে- চাঁদপুর জেলার ষাটনল থেকে লক্ষ্মীপুর জেলার চর আলেকজান্ডার পর্যন্ত মেঘনা নদীর ১০০ কিলোমিটার; ভোলা জেলার মদনপুর চর ইলিশা থেকে চর পিয়াল পর্যন্ত সাহাবাজপুর শাখা নদী ৯০ কিলোমিটার; ভোলা জেলার ভেদুরিয়া থেকে পটুয়াখালী জেলার চর রুস্তম পর্যন্ত তেতুলিয়া নদীর প্রায় ১০০ কিলোমিটার; পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদীর পুরো ৪০ কিলোমিটার; শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া ও ভেদরগঞ্জ উপজেলা এবং চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলার মধ্যে ২০ কিলোমিটার এবং বরিশাল জেলার হিজলা, মেহেন্দিগঞ্জ ও বরিশাল সদর উপজেলার কলাবাদর ও গজারিয়া মেঘনা নদীর প্রায় ৮২ কিলোমিটার।

পুষ্টিবিদদের মতে, প্রতি ১০০ গ্রাম ইলিশে ১০২০ কিলো জুল (শক্তির একক) শক্তি থাকে। তাতে ১৮ থেকে ২২ গ্রাম চর্বি, ২২ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, ১৪ দশমিক ৪ গ্রাম প্রোটিন, ২ দশমিক ৪ মিলিগ্রাম আয়রন, সামগ্রিক ফ্যাটি অ্যাসিডের ১০ দশমিক ৮৩ শতাংশ ওমেগা-৩ থাকে। ওয়ার্ল্ড ফিশের হিসাবে, ওমেগা-৩ পুষ্টিগুণের দিক থেকে স্যামন মাছের পরই ইলিশের অবস্থান।

পুষ্টিগুণের পাশাপাশি অনন্য স্বাদ ও গন্ধের জন্য বিশ্বব্যাপী ইলিশের জনপ্রিয়তা রয়েছে। প্রায়শই প্রবাসীদের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সুপার শপগুলোতে ইলিশ পাওয়ার কথা জানা যায়।

অনলাইনে খোঁজ করেও বেশ কয়েকটি শপের ওয়েবসাইটে ইলিশ বিক্রির বিজ্ঞাপন দেখা গেছে। ইলিশগুলোর বেশিরভাগেরই বর্ণনায় 'বাংলাদেশের চাঁদপুরের' বলে উল্লেখ করা। তবে তার নিচেই 'মিয়ানমার থেকে আমদানি করা' লেখা।

যুক্তরাষ্ট্রে উইগটমিট ফার্মস নামে প্রতিষ্ঠানটিও ইলিশ বিক্রি করে

যুক্তরাষ্ট্রের ডাবলিনভিত্তিক মাছ-মাংস বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান 'উইগটমিট ফার্মস'। প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে ২ পাউন্ডের (৯০৭ গ্রাম) একটি ইলিশের দাম দেওয়া আছে ২৫ ডলার। পণ্যের বর্ণনায় 'ইম্পোর্টেড ফ্রম মিয়ানমার'।

একইরকম বর্ণনা দেওয়া আছে যুক্তরাজ্যের 'গ্রোসি' নামে একটি সুপার শপের ওয়েবসাইটে। এখানে ভারতীয় উপমহাদেশের জনপ্রিয় মাছ উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'সবচেয়ে জনপ্রিয় এই মাছ বাংলাদেশে চাঁদপুর জেলা থেকে আসে। এটি বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় মাছ।' এই মাছ বিশ্বব্যাপী রফতানি হয় বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের ধারণা, এ ধরনের লেখা মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি হতে পারে। কারণ বাংলাদেশের ইলিশ মিয়ানমার হয়ে রফতানির কোনও সুযোগ নেই।

যুক্তরাজ্যে 'গ্রোসি' নামে একটি সুপার শপ ইলিশ বিক্রি করছে তবে রফতানি আদেশ সংক্রান্ত সরকার সংশ্লিষ্টরা স্পষ্টতই জানিয়েছেন, ভারত ছাড়া অন্য কোনও দেশে ইলিশ রফতানি হয় না। তারা বলছেন, দুর্গাপূজা উপলক্ষে সম্প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ বাংলাদেশের প্রতিবেশী হিসেবে শুধু ভারতে নামমাত্র পরিমাণ ইলিশ রফতানির অনুমতি দেয়, এখানে অন্য কোনও কারণ নেই। এখানে ব্যবসায়িক কোনও মনোভাবও নেই।

সূত্র জানিয়েছে, আসন্ন অক্টোবরেই সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা সামনে রেখে এবার ৫ হাজার টন ইলিশের চাহিদার কথা জানিয়েছিল ভারতের কলকাতার ব্যবসায়ীরা। গত ১ সেপ্টেম্বর কলকাতা ফিশ ইমপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশন কলকাতায় বাংলাদেশ উপ হাইকমিশনে এ আবেদন করে। গত ৪ সেপ্টেম্বর সেই আবেদনপত্রটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আসে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, কলকাতা ফিশ ইমপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ বছর দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভারতে ৩ হাজার ৯৫০ মেট্রিক টন ইলিশ রফতানির অনুমতি দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। দেশের ৭৯টি প্রতিষ্ঠান এই অনুমতি পেয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো ৫০ মেট্রিক টন করে ইলিশ রফতানি করতে পারবে।

গত ২ সেপ্টেম্বর বুধবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনে ইলিশ রফতানির অনুমতি দিয়েছে। আগামী ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত এই অনুমতি কার্যকর থাকবে। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে ভারতে ইলিশ রফতানি করতে হবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে।

এ বছর আট শর্তে ইলিশ রফতানির অনুমতি দিয়েছে মন্ত্রণালয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, শুল্ক কর্তৃপক্ষ রফতানির অনুমতিপ্রাপ্ত পণ্যের কায়িক পরীক্ষা করবে, প্রতিটি চালান জাহাজীকরণ শেষে রফতানির সব কাগজপত্র বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পাঠাতে হবে। অনুমোদিত পরিমাণের চেয়ে বেশি রফতানি করা যাবে না, অনুমতিপত্র কোনোভাবেই হস্তান্তরযোগ্য নয় ও অনুমোদিত রফতানিকারক ছাড়া সাবকন্ট্রাকটিংয়ে মাধ্যমে ইলিশ রফতানি করা যাবে না।

প্রতিবারের মতো এবারও দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভারতে যাচ্ছে ইলিশ

উল্লেখ্য, গতবছর দুর্গাপূজা উপলক্ষে মোট ৪ হাজার ৬০০ টন ইলিশ ভারতে রফতানির অনুমতি দিয়েছিল সরকার। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে দুই দফায় এ অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ১১৫ প্রতিষ্ঠানকে। কিন্তু অনুমতি পেয়েও অনেকেই ইলিশ রফতানি করেনি। বিষয়টিকে ভালোভাবে নেয়নি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এ বছর কোন প্রতিষ্ঠান, কী পরিমাণ ইলিশ ভারতে রফতানি করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবার প্রকৃত ইলিশ রফতানির তথ্য জানতে চায়।

এ প্রসঙ্গে বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ জানিয়েছেন, অনুমতি পাওয়ার পরেও কেনও রফতানি করা হয়নি, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রফতানির পুরো তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার পর আমরা বুঝতে পারব কারা, কেন অনুমতি নিয়েও শেষ পর্যন্ত ইলিশ রফতানি করতে পারেননি। এবছর অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে সক্ষমতা ভালোভাবে যাচাই করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

এদিকে ইলিশের নিরাপদ প্রজননের লক্ষ্যে চলতি বছর ১২ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ২২ দিন সারা দেশে ইলিশ আহরণ, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, মজুত ও বিনিময় নিষিদ্ধ করেছে সরকার। আগামী ২২ দিন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকরা কঠোর নজর রাখবেন। আইন অমান্যকারীকে মৎস্য আইনে সাজা দেওয়া হবে। গত ২০ সেপ্টেম্বর ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্তের কথা জানান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী অ্যাডভোকেট শ ম রেজাউল করিম।

Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◘ Bankruptcy ◘ Civil ◘ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

KT KHAN'S TUTORIAL

Brooklyn Grand Opening

Join us as we re-launch our 6th location and head back to our roots in Church Avenue Brooklyn!

Esteemed Guests

- Brooklyn Community/Political Leaders
- Bangladesh Consul General
- Media/Press and many more!

When: October 7th, 2023

Time: 2:00 - 3:30 PM

Address: 188 Dahill Road, Brooklyn, NY 11218

ফাঁস করল বিশ্বব্যাঙ্ক, নুন আনতে পান্তা ফুরোচ্ছে

১০ পৃষ্ঠার পর

যে ১২.৫ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্রতার জালে আটকে পড়েছে। এনিয়ে পাকিস্তানকে সতর্ক করেছে বিশ্বব্যাঙ্ক। এক্সপ্রেস ট্রিবিউন পত্রিকায় এনিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে পাকিস্তানের দারিদ্রতা ৩৪.২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯.৪ শতাংশ হয়ে গিয়েছে। মানে দারিদ্রতা কমা তো দূরের কথা উলটে বেড়ে যাচ্ছে। ১২.৫ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে চলে গিয়েছেন। বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেব তেমনটাই বলছে। আর ৯৫মিলিয়ন পাকিস্তানি দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছেন। আর বিশ্বব্যাঙ্কের মতে, পাকিস্তানের যে আর্থিক নীতি তাতে দারিদ্রতা দূর হওয়াটা সহজ নয়। বিশ্বব্যাঙ্কের পাকিস্তানের জন্য নিয়োজিত অর্থনীতিবিদ তোবিয়াস হক জানিয়েছেন, পাকিস্তানের অর্থনীতির মডেল দারিদ্রতা দূর করতে পারছে না।

বিশ্বব্যাঙ্কের পরামর্শ কৃষিক্ষেত্রে, রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রে আর্থিক নীতি বদল করাটা দরকার। আজেবাজে খরচ কমিয়ে ফেলা দরকার। না হলে আরও বিপদ আসতে পারে। বিশ্বব্যাঙ্কের মতে, বেসরকারি ক্ষেত্রে পাকিস্তানের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। এবার যারা ক্ষমতায় আসবে তাদের দরকার কৃষিক্ষেত্রে ও শক্তিসম্পদের ক্ষেত্রে যাতে তারা যেন সংস্কার পন্থী পদক্ষেপ নেয়।

হক জানিয়েছেন, পাকিস্তানের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগে পাকিস্তান। তিনি জানিয়েছেন,পাকিস্তান বর্তমানে ভয়াবহ আর্থিক দুরবস্থার মধ্যেয় রয়েছে। সেক্ষেত্রে তাদের এখন দরকার পলিসিগুলির বদল করা। পাকিস্তানের বিশ্বব্যাঙ্কের কান্ট্রি ডিরেক্টর নাজি বেনহাসিন এমনটাই জানিয়েছেন।

কার্যত দারিদ্রতায় ডুবে গিয়েছে পাকিস্তান। সতর্ক করছে বিশ্বব্যাঙ্কও। এমনকী পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ সম্প্রতি লন্ডন থেকে নিজের দেশ সম্পর্কে নানা কটাক্ষ করেছিলেন। তাঁর মতে, ভারত চাঁদে মহাকাশযান পাঠাচ্ছে। আর পাকিস্তান ভিক্ষের বাটি নিয়ে ঘুরছে।

এবার এসবের মধ্যেয়ই বিশ্বব্যাঙ্ক পাকিস্তানের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে ভয়াবহ উদ্বেগ প্রকাশ করল। কার্যত নুন আনতে পান্তা ফুরানোর অবস্থা পাকিস্তানের। কীভাবে পরিস্থিতি ঠিক হবে তারও কোনও দিশা নেই।

ভিসানীতি বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে প্রভাব ফেলবে না জানালো বিজিএমইএ

১০ পৃষ্ঠার পর

ওপর হতে পারে। আবার আমি গত ৩০ বছর ধরে ৫ বছর করে ভিসা পাই। এরপরও আমি আমেরিকা যাবার পর আমাকে বলতে পারে, তোমার ভিসা বাতিল করা হলো। এভাবেও কারো ভিসা বাতিল করা হয়।'

ফারুক হাসান বলেন, 'ব্যবসায়ীদের কারো ভিসা বাতিল হলেও তিনি ব্যবসা চালিয়ে যেতো পারবেন। আমরা কোভিডের সময়ে কোনো দেশে যেতে পারিনি, এরপরও আমাদের ব্যবসা বন্ধ হয়নি। সেক্ষেত্রে বলা যায়, (কারো) ভিসা বাতিল হলেও বিকল্পভাবে সে তার ব্যবসা চালিয়ে নিতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।'

সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএর সিনিয়র সহ-সভাপতি এস এম মান্নান কচি, সহ-সভাপতি শহিদুল্লা আজিম, সাবেক সভাপতি সালাম মুর্শিদী, সাবেক সভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিনসহ উদ্যোক্তারা উপস্থিত ছিলেন।

রায় চার মাসে আগে ঘোষিত মার্কিন ভিসানীতি কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু করার কথা গত শুক্রবার এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার জন্য দায়ী বা জড়িত বাংলাদেশি ব্যক্তিদের ওপর ভিসা বিধিনিষেধ প্রয়োগের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

এই ভিসা নিষেধাজ্ঞা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য দায়ী বা জড়িত যেকোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্য অনেকের সঙ্গে বাংলাদেশের বর্তমান বা সাবেক কর্মকর্তা-কর্মচারী, সরকারের সমর্থক এবং বিরোধীদলীয় সদস্যরা এর অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরাও এর অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center
Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
(F Train to 179th Street (South Side)
91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

Sahara Homes
NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!
BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!
Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM
Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
Individual Income Tax
Business Income Tax
Non-Profit Tax Return
Accounting & Bookkeeping
Retirement and Investment Planning
Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry
স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100
ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991
Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC.

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

একাউন্টিং
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER | Direct Deposit | ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT

Members: NSA NATP | Member of AICPA | naea | NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

Phone: 718-205-6040
718-205-6010
Fax : 718-424-0313

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

‘বাংলাদেশে ইচ্ছে মতো টাকা ছাপানোয় বড় চাপ তৈরি হয়েছে’- বিবিসির প্রতিবেদন

১০ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ ব্যাংক একটানা ১২ বছর বসে ছিল এবং কোনো পরিবর্তন না আনায় একটা সঙ্কট তৈরি হয়েছে।

তিনি বলেন, ‘আবার ইচ্ছে মতো টাকা ছাপিয়ে সরকারকে ধার দেয়ার কারণেও বড় ধরনের চাপ তৈরি হয়েছে। আবার ব্যাংকিং খাতে রেকর্ড পরিমাণ নন-পারফরমিং লোন। রাজনৈতিক বিবেচনায় ঋণ ও ব্যাংকের অনুমোদন। এগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক ম্যানেজ করতে পারেনি ও পারছে না।’

বাজারে ডলারের মূল্য নির্ধারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কার্যকর ও স্থিতিশীল কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেনি। অনেক অর্থনীতিবিদই মনে করেন ডলারের মূল্য যেভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে সেটা বাজার অর্থনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা

পৃথিবীর অনেক মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে সাফল্য দেখালেও বাংলাদেশ সেটা পারছে না। সরকারি হিসাবে আগস্ট মাসে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির হার ছিল প্রায় ১০ শতাংশ। তবে শুধু খাদ্য মূল্যস্ফীতি আলাদা করলে এর হার ১২.৫ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ মুস্তফা কে মুজেরি বলেন, মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনা ও বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কট মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেমন সফলতা পায়নি, তেমনি নিজেদের ঘোষিত মুদ্রানীতি বাস্তবায়নেও তারা সাফল্য পায়নি।

মুস্তফা কে মুজেরি বলছেন, ‘কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চিন্তা করা উচিত যেন তাদের নীতিটা বাজার ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে ও যে মুদ্রানীতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘোষণা করেছে, সেগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা আছে তা দূর করার ক্ষেত্রে অদক্ষতা আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সেদিকে নজর দেয়া উচিত। বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কট ও রিজার্ভ ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে- এসব বিষয়ে যে নীতিগুলো এখন অনুসরণ করছে সেগুলোতে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।’

‘সিদ্ধান্ত আসে রাজনৈতিক দিক থেকে’

ব্যাংকগুলোতে নানাবিধ সঙ্কটের চিত্র প্রকাশ পাচ্ছে গণমাধ্যমে। ব্যাংক খাতের এ দুরবস্থা নিয়ে কখনোই কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মুজেরি মনে করেন, ব্যাংক খাতকে তদারকিতে রাখার ক্ষেত্রে সফল হতে পারছে না কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং একই সাথে মুদ্রানীতিতে যেসব নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছিল সেগুলো বাস্তবায়নেও সফলতা নেই তাদের। তিনি বলেন, ‘মুদ্রানীতিতে অনেক ভালো কথা বলা হয়েছে কিন্তু বাস্তবায়ন নেই। কিংবা বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়ে সঠিক মনিটরিং নেই। নীতিগুলো কাগজেই রয়ে যাচ্ছে।’ যদিও আহসান এইচ মনসুর মনে করেন, ব্যাংকিং খাতসহ অনেক বিষয়েই কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

তিনি বলেন, ‘অনেক সিদ্ধান্ত আসে রাজনৈতিক দিক থেকে। এর জন্য গভর্নরকে দোষ দেয়া সঠিক হবে না। বরং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওই স্বাধীনতাই নেই। এ কারণে পেশাদারিত্বও তৈরি হয়নি।’ তার মতে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অদক্ষতার মূলেই রাজনৈতিক চাপ এবং এটি সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে এর সাফল্য ব্যর্থতা নির্ভর করে মনিটরিং বিষয়ে সরকারের পলিসি কতটা ভালো তার ওপর।

ব্যর্থতার আরো যত জায়গা

বাংলাদেশের রিজার্ভ এখন সবার জন্য উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আর আইএমএফসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যে ইঙ্গিত দিচ্ছে তাতে চলতি বছরের শেষ নাগাদ রিজার্ভ ২০ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে নেমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আবার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গত কমেছে এবং এর জের ধরে ব্যাংকে সঞ্চয় কমে গেছে। সমস্যা তৈরি হয়েছে ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের ক্ষেত্রেও। আহসান এইচ মনসুর বলেন, ‘রাজস্ব বাড়ছে না, কমে যাচ্ছে। রেমিট্যান্স আসছে না ও বাড়ছে না রিজার্ভ। আবার রাজনৈতিক কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক কাজ করতে পারেনি।

তবে তার মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বড় অদক্ষতা হলো সময়মত যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারা। তিনি বলেন, ‘এর মধ্যে টাকা ছাপিয়ে সরকারকে ধার দেয়া হয়েছে বলে আরো চাপ তৈরি হয়েছে। এগুলোতে যথাযথ সমন্বয় ছিল না। ফলে এর খেসারত দিতে হবে সবাইকে।’

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তিন টার্গেট

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলো সবার কাছে যথাযথ নাও মনে হতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতি ও বাস্তবতা বিবেচনা নিয়েই কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতি প্রণয়ন করেছে। তিনি বলেন, ‘এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের নীতি ও করনীয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করছেন। যার মূল লক্ষ্য দ্রুত মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনা। গ্লোবাল ফিন্যান্স ম্যাগাজিন তাদের প্রতিবেদনে মূলত বাংলাদেশের অর্থনীতির কাঠামোগত দুর্বলতা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণকেই বাংলাদেশ ব্যাংকের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আর মূলত এসব দুর্বলতার কারণেই গভর্নর হিসেবে আব্দুর রউফ তালুকদারকে ম্যাগাজিনটি ‘ডি গ্রেডে’ রেখেছে।

এর আগে ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ‘সি গ্রেড’-এ ছিলেন। ২০১৫ সালে ‘বি মাইনাস’ গ্রেডেও উন্নীত হয়েছিলেন তখনকার গভর্নর আতিউর রহমান। পরে আট কোটি ডলার রিজার্ভ চুরির ঘটনার জের ধরে আতিউর রহমানকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। এরপর দায়িত্ব নেয়া গভর্নর ফজলে কবির কখনো ‘বি’ কখনো ‘সি’ আবার কখনো ‘ডি’ গ্রেডভুক্ত হয়েছিলেন। মেজবাউল হক বলেন, মনিটরি পলিসি করার আগেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষজ্ঞসহ সংশ্লিষ্টদের মতামত নিয়েছিল এবং এখন তারা আবার বিশেষজ্ঞদের সাথে বৈঠক করে বিশ্লেষণ করে দেখছেন কোথাও ব্যাংক ভুল করেছে কি-না কিংবা যে পথে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এগুচ্ছে সেটি আছে কি-না। তিনি জানিয়েছেন, ‘তিনটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখন কাজ করছে- মূল্যস্ফীতি কমানো, এক্সচেঞ্জ রেট স্থিতিশীলতা ও নন পারফরমিং লোন। এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সাথে আমরা এখন মত বিনিময় করছি। তাদের পরামর্শ নিচ্ছি।’ কিন্তু ব্যাংক কোথায় ব্যর্থ হলো কিংবা দক্ষতার অভাব ছিল কোন কোন ক্ষেত্রে, এমন প্রশ্নের জবাবে মেজবাউল হক বলেন, ‘অর্থনীতিতে কোনো সঙ্কটের সরাসরি ওষুধ নেই। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সব কিছু বিশ্লেষণ করে নীতি প্রণয়ন করে। সেটি কারো মতের সাথে মিলতে পারে আবার কারো সাথে নাও মিলতে পারে। যখন যেটি ভালো মনে হয় সেটিই করার চেষ্টা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।’ তবে এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অগ্রাধিকার হলো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা এবং সেটি নিয়েই কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন তিনি। সূত্র : বিবিসি

প্রয়োজন অনুসারে বাংলাদেশের যে কাউকে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেবে যুক্তরাষ্ট্র

৮ পৃষ্ঠার পর

দলের সদস্যরা, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা, বিচারবিভাগ ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সদস্যরাও এর আওতায় পড়বেন।

যে সব কর্মকাণ্ড গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বানচালের আওতায় পড়বে সেগুলোও মার্কিন বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে আছে ভোট কারচুপি, ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন, শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ করার অধিকার প্রয়োগ করা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করার জন্য সহিংসতাকে কাজে লাগানো, এবং এমন কোন পদক্ষেপ যার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক দল, ভোটার, সুশীল সমাজ বা সংবাদমাধ্যমকে তাদের মত প্রচার থেকে বিরত রাখা।

গত ২২ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এক বিবৃতিতে জানায়, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্তকারী ব্যক্তিদের ওপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার সেসময় এক বিবৃতিতে জানান, ‘স্টেট ডিপার্টমেন্ট আজ গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করার জন্য দায়ী বা জড়িত থাকা বাংলাদেশি ব্যক্তিদের ওপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করার পদক্ষেপ নিচ্ছে। এর মধ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, ক্ষমতাসীন দল এবং রাজনৈতিক বিরোধী দলের সদস্য রয়েছেন।’

সর্বশেষ বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত গত ২৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে নতুন ভিসা বিধিনিষেধে সাংবাদিক তথা মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা দেন। এই বিষয়টি নিয়ে অনেকের মধ্যেই ব্যাপক উদ্বেগ সৃষ্টি হয়।

এই পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করলে প্রয়োজন অনুসারে যেকোনও বাংলাদেশির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা জানাল যুক্তরাষ্ট্র।

পাকিস্তানে টেলিভিশন টক শোতে দুই নেতার মারামারি

১২ পৃষ্ঠার পর

উল্লাহ খানের মধ্যে এই মারামারির ঘটনা ঘটে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। এক টুইট বার্তায় পাকিস্তান মুসলিম লিগের (পিএমএল-এন) দলীয় সিনেটর আফনান লেখেন, মারওয়াত প্রথমে আমাকে আক্রমণ করেছেন। আমি সহিংসতায় বিশ্বাস করি না। তবে এটাও ঠিক যে, আমি নওয়াজ শরিফের সেনা। মারওয়াতকে আমি যে মার দিয়েছি, তা সব পিটিআই নেতাকর্মীর জন্য বিশেষ একটি শিক্ষা। তারা কারও কাছে মুখ দেখাতে পারবে না। তাদের রাস্তায় বের হতে হলে রোদচশমা পরে বেরোতে হবে।

এদিকে, এক টুইট বার্তায় আফজাল খান মারওয়াত বলেন, অপ্রীতিকর এই ঘটনাকে পুঁজি করে টক শোর উপস্থাপক ভুয়া তথ্য ছড়াচ্ছেন। তিনি দাবি করেন, তিনি গুজব ছড়াচ্ছেন আমার প্রতিপক্ষ নাকি অতিমানব। তিনি বাস্তবতাটা তুলে ধরছেন না। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, আফনান উল্লাহ স্টুডিও থেকে দৌঁড়ে পালিয়ে গেছেন এবং পাশের একটি কক্ষে তিনি আশ্রয় নেন। আমি পরে তার অনুষ্ঠান দেখার পর বিষয়টি জানতে পারি।

পাকিস্তানে টক শোতে এমন হাতাহাতি-মারামারির ঘটনা এটাই প্রথম নয়; আগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। ২০২১ সালে এক টেলিভিশন টক শোতে সাবেক পিপিপি পার্লামেন্ট সদস্য আবদুল কাদির ও তৎকালীন পিটিআই নেতা ফেরদাউস আশিক আয়ানের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছিল। আয়ান পরে ইশতিহকাম-পাকিস্তান পার্টিতে (আইপিপি) যোগ দেন।

ভূমধ্যসাগরে চলতি বছরে ২৫০০ অভিবাসন প্রত্যাশী নিখোঁজ জানাল জাতিসংঘ

১২ পৃষ্ঠার পর

ও উদ্বাস্তুরা প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যু ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকি নিয়ে থাকেন।

ইউএনএইচসিআরের তথ্য মতে, এ বছরের জানুয়ারি থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ১ লাখ ৮৬ হাজার মানুষ ভূমধ্যসাগর হয়ে ইউরোপে গেছেন। তাদের মধ্যে ১ লাখ ৩০ হাজার মানুষ ইতালিতে পৌঁছেছেন। অন্যরা গ্রিস, স্পেন, সাইপ্রাস ও মাল্টায় গেছেন। এতে বলা হয়েছে, তিউনিশিয়া থেকে ১ লাখ ২ হাজার ও লিবিয়া থেকে ৪৫ হাজার অভিবাসী ইউরোপে পাড়ি দিয়েছেন।

‘প্রসাদ’ চুরি সন্দেহে ভারতে মুসলিম যুবককে পিটিয়ে হত্যা

১২ পৃষ্ঠার পর

ইসহাককে রাস্তার ওপর পড়ে থাকতে দেখে তাদের পাড়ার এক ছেলে তাকে তুলে বাড়িতে নিয়ে আসে। কয়েক ঘণ্টা পর সে নিজের বাড়িতেই তিনি মারা যায়। ইসহাকের পরিবার জানিয়েছে, তারা তাকে হাসপাতালে নেয়নি। পুলিশ বলেছে যে, সে মারা যাওয়ার পরে তাদের ঘটনা সম্পর্কে জানানো হয়েছিল। তাকে পেটানোর একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার সাথে সাথে, জনতা পুলিশ কর্তৃক ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানায়। পরে একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয় এবং ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

‘প্রাথমিক তদন্তে পাওয়া গেছে যে একদল লোক তাকে চোর সন্দেহে বাধা দেয় এবং পরে তারা তাকে বেঁধে মারধর করে,’ এলাকার পুলিশ কর্মকর্তা জয় এন টির্কি একটি ভিডিও বিবৃতিতে জানিয়েছেন। প্রতিবেশীদের মতে, ইসহাক মানসিক প্রতিবন্ধী ছিল। একই লেনে বসবাসকারী অটোরিকশা চালক মোহাম্মদ সেলিম আল জাজিরাকে বলেন, ‘সে একজন সাধারণ ছেলে ছিল যে কারো কোনো ক্ষতি করেনি।’ তিনি বলেন, ইসহাক লেনের সবাইকে তাদের বোঝা বহন করতে সাহায্য করবে। ‘সে একজন ভালো ছেলে ছিল। তিনি কখনই না বলেননি। আমরা তাকে কাজের জন্য ২০ বা ৫০ টাকা দিতাম।’

ওয়াজিদ তার একমাত্র ছেলের হত্যার বিচার চান। তিনি বলেন, ‘পুলিশের পদক্ষেপে আমরা এখন পর্যন্ত সন্তুষ্ট কিন্তু আমরা চাই যারা আমার ছেলেকে হত্যা করেছে তাদেরও একই পরিণতি হোক।’

২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডানপন্থী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতে হামলা ও মব লিঞ্চিং, প্রধানত মুসলমানদের, বেড়ে চলেছে। সরকার এই অভিযোগ অস্বীকার করে। গরু হত্যার সন্দেহে কয়েক ডজন মুসলমানকে উগ্র ডানপন্থী হিন্দু জনতা দ্বারা মারধর করা হয়েছে বা আক্রমণ করা হয়েছে।

নয়াদিল্লি-ভিত্তিক মুসলিম ছাত্র কর্মী শারজিল উসমানি বলেছেন, ইসহাকের লিঞ্চিং ‘হিন্দু সমাজের একটি অংশ কীভাবে তাদের ধর্ম পালন করে তার পরিবর্তন সম্পর্কে একটি অন্ধকার বাস্তবতা’ প্রকাশ করে। ‘একজন মুসলমানকে পিটিয়ে হত্যা করা করা একটি রীতির মতো হয়ে গেছে এবং এটি হিন্দু নেতাদের অবশ্যই ভাবতে হবে,’ তিনি বলেছিলেন। সূত্র: আল-জাজিরা।

ভারতে পর্যটকের তালিকায় বাংলাদেশীরা দ্বিতীয়

১২ পৃষ্ঠার পর

৫৪ শতাংশ, মালদ্বীপ থেকে ১ দশমিক ১৪ শতাংশ, পর্তুগাল ১ দশমিক ১০ শতাংশ এবং ইতালি থেকে ০.৯৭ শতাংশ পর্যটক পেয়েছে ভারত।

করোনাভাইরাস মহামারির আগে ২০১৯ সালে ১ কোটি ৯ লাখ ৩০ হাজার বিদেশি পর্যটক পেয়েছিল ভারত। ২০২১ সালে এর সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫ লাখ ২৭ হাজার। তবে ২০২২ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে ৬১ লাখ ৯১ হাজারে পৌঁছেছে। গত এপ্রিলে ভারতের কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী জি কিশান রেড্ডি রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছিলেন।

আকুতেও যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা, বাকিতে পণ্য আমদানি করতে পারবে না বাংলাদেশ

১০ পৃষ্ঠার পর

আরবিআইয়ের দ্বারস্থ হয়েছে বলে ইকোনমিক টাইমস জানিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে নানা মহলে আলোচনা হচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা জানান, এমন পরিস্থিতিতে গত মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) এক ই-মেইলের মাধ্যমে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার কাছে বিস্তারিত জানতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বুধবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চিঠি পাঠানো হয়। বিষয়টি তারা অবগত কি না চিঠিতে তা জানতে চাওয়া হয়। কারণ এ-সংক্রান্ত খবর সত্য হলে আমদানি ও রপ্তানির লেনদেন নিষ্পত্তিতে জটিলতা দেখা দেবে। কারণ ভারত থেকে বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ পণ্য আমদানি করে। যদি আকুর মাধ্যমে লেনদেন না করা যায়, তাহলে পণ্য আমদানি ব্যয় বেড়ে যাবে।

এবিষয়ে ভারতের এক জ্যেষ্ঠ ব্যাংকার ইকোনমিক টাইমসকে বলেছেন, ‘আকুর প্রধান কার্যালয় ইরানে অবস্থিত, সেই বিষয় নিয়ে কিছু একটা ঘটেছে। আমাদের এমন ধারণা দেয়া হয়েছে যে (ওএফএসি) যুক্তরাষ্ট্রের সব সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে অর্থ পরিশোধপ্রক্রিয়া স্থগিত রাখতে বলেছে।’

আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থা এসকাপের উদ্যোগে আকু গঠিত হয়। এর প্রধান কার্যালয় ইরানের রাজধানী তেহরানে। আকুর সদস্য দেশগুলো হলো- বাংলাদেশ, ভুটান, ইরান, ভারত, মালদ্বীপ, মিয়ানমার, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা।

ভারতের সঙ্গে আকুর সদস্য দেশগুলোর লেনদেনের ভিন্ন মাধ্যম নেই। সে কারণে ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আরবিআইয়ের হস্তক্ষেপ চেয়েছে। তারা এই সমস্যার সমাধান চায়। তবে ইকোনমিক টাইমস এ বিষয়ে আকু ও আরবিআইয়ের মন্তব্য চাইলেও তারা সাড়া দেয়নি।

ভারতের সমস্যা হলো দেশটি আকুর সদস্য দেশগুলোয় যত পণ্য রপ্তানি করে, তার চেয়ে কম আমদানি করে। সে কারণে ভারতের বড় অঙ্কের অর্থ আটকা পড়ে গেছে। ২০২০ সালে আকুর মাধ্যমে ভারতের লেনদেন হয়েছে ৮.৪ বিলিয়ন বা ৮৪০ কোটি ডলার। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের এই নিষেধাজ্ঞার কারণে আকুর সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন আরও জটিল হয়ে যেতে পারে।

এবিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. মেজবাউল হক বলেন, আকুর সেক্রেটারিয়েট বোর্ড রয়েছে। এমন কোনো নির্দেশনা হলে আমরা চিঠি পেতাম। আকু পদ্ধতি বন্ধ হলে সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে লেনদেন কীভাবে হবে এমন প্রশ্নে মুখপাত্র বলেন, আমরা আকুর সংশ্লিষ্টতাই ছাড়া অন্য দেশগুলোর সঙ্গে সচরাচর যেভাবে আমদানি-রপ্তানি করি, সেভাবেই পেমেন্ট করা হবে। এ ক্ষেত্রে খরচ বেশি। আবার জটিলতাও রয়েছে। কারণ এ লেনদেন তাৎক্ষণিক পেমেন্ট দিতে হয়। আকুর মাধ্যমে সেটা দুই মাস সময় পাওয়া যায়। এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবো।-সুত্র ইকোনমিক টাইমস

বাংলাদেশে বিদেশি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে চীন বললেন ঢাকায় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত

৮ পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ করেন। বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে দুই দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে ৫০টি ফ্লাইট সরাসরি চলাচল করেড়এমন তথ্য দিয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন, ‘প্রায় ১০ হাজার মানুষ দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত করতে পারছেন। বিনিয়োগ ও পর্যটনের জন্য বাংলাদেশে চীনা উদ্যোক্তা ও নাগরিকদের আসাও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।’

রাষ্ট্রদূত চীনা উদ্যোক্তাদের সক্রিয়ভাবে বাংলাদেশে সামাজিক দায়িত্ব পালন ও স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার আহ্বান জানান। এতে করে দুই দেশের বন্ধুত্বের প্রসারে চীনা নাগরিকেরা অবদান রাখতে পারেন বলে মনে করেন রাষ্ট্রদূত।

মার্কিন ভিসানীতি 'টেনশনে' ফেলেছে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের

৮ পৃষ্ঠার পর

ডিসি নাম প্রকাশ না করে বলেন, ভিসানীতি ঘোষণার পর আমার স্ত্রী জিজ্ঞেস করছেন, এ নীতির কারণে আমার কোনো সমস্যা হতে পারে কি না। আমি বারবার বলেছি, নিজে ঠিক থাকলে সমস্যা হবে কেন? এ ছাড়া পরিবারের অনেক সদস্য এ নিয়ে নানা প্রশ্ন করছেন। সবমিলিয়ে একটা আতঙ্ক কাজ করে মাঝে-মধ্যে।'

নিষেধাজ্ঞায় প্রবেশের পথ বন্ধ, হবে সম্মানহানিও : 'বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারকে শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, পিএইচডি ফেলোশিপ, মাস্টার ফেলোশিপ, বিভিন্ন শর্ট কোর্সের জন্য মধ্যম ও শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ৮০ শতাংশের বেশির গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ। এ ছাড়া পছন্দের মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও সুইডেনের মতো দেশ। ভিসা নিষেধাজ্ঞার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও ইউরোপে ঢোকার পথও বন্ধ হয়ে যেতে পারে!

ওই ডিসি বলেন, ভিসা নিষেধাজ্ঞার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পথ বন্ধ হবে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র কোনো একটি পদক্ষেপ নিলে ইউরোপ ও কানাডাও তাদের ফলো করে। সেটি হলে যারা নিষেধাজ্ঞায় পড়বেন, তাদের জন্য সেসব দেশে ঢোকার পথও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া দেশে সম্মানহানি হবে। এজন্য এটি নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা হচ্ছে।

সরকারের এক যুগ্মসচিব ঢাকা পোস্টকে বলেন, অনেক কর্মকর্তার সন্তান যুক্তরাষ্ট্রে পড়াশোনা করছেন। কেউ কেউ ওই দেশে স্থায়ী হতে চান। ভিসানীতি ঘোষণার পর তারাই সবচেয়ে বেশি চিন্তিত।

সংবিধান মেনে চললে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই : আইন ও সংবিধান মেনে চললে কারও আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই বলে মনে করেন সাবেক সচিব আবু আলম মো. শহিদ খান। তিনি বলেন, 'জনপ্রশাসনে যারা কাজ করেন তাদের মধ্যে কতজনের আমেরিকার ভিসা আছে বা যেতে চান অথবা তাদের ছেলে-মেয়েরা পড়ে অথবা বাড়িঘর আছে? খুব স্বল্প সংখ্যক মানুষ হতে পারে। নির্বাচনের কাজে যারা সংযুক্ত হবেন তারা যদি আইন অনুযায়ী কাজ করেন এবং সংবিধান মেনে চলেন, তাহলে তাদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।'

উল্লেখ্য, গত ২২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বাধাদানকারী ব্যক্তিদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টি জানায় যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট। ওই দিন এক বিবৃতিতে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার জানান, স্টেট ডিপার্টমেন্ট আজ গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া ক্ষুণ্ন করার জন্য দায়ী বা জড়িত থাকা বাংলাদেশি ব্যক্তিদের ওপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করার পদক্ষেপ নিচ্ছে। এর মধ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, ক্ষমতাসীন দল এবং রাজনৈতিক বিরোধী দলের সদস্যরা রয়েছেন।- ঢাকা পোস্ট

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি আগেও আমলে নেয়নি অনেক দেশ

৮ পৃষ্ঠার পর

নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে। আফ্রিকার আরেক দেশ উগান্ডাতেও নির্বাচনকে ঘিরে কিছু ব্যক্তির ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞার তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি সে দেশে। উগান্ডায় ১৯৮৬ সাল থেকে ক্ষমতায় আছেন প্রেসিডেন্ট ইওয়েরি মুসেভেনি, তিনি একইসঙ্গে রাষ্ট্রপ্রধান ও সেনাপ্রধান। প্রেসিডেন্টের সমর্থকরা তাকে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনার জন্য প্রশংসা করেন। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে উগান্ডায় সাধারণ নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে কিছু ব্যক্তির ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার সময় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টোনি ব্লিঙ্কেন বলেছিলেন, 'বিরোধী দলের প্রার্থীদের ধারাবাহিকভাবে হয়রানি করা হয়েছে এবং কোনও অভিযোগ ছাড়াই আটক করা হয়েছে। তবে সে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি।'

এদিকে সোমালিয়ার নির্বাচনে নাগরিকদের সবার ভোট দেওয়ার সুযোগ ছিল না। সেখানকার নিয়ম অনুযায়ী, বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতারা সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচন করেন। এর পরের ধাপে সেই সংসদ সদস্যরা ভোট দিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে থাকেন। ভিসানীতির পর কিছু শর্ত মেনে নিতে হয়েছে তাদের। কারণ, সোমালিয়ার ওপরে যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট প্রভাব আছে। ভিসা নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা সেখানকার রাজনীতিবিদদের জন্য একটা ধাক্কা ছিল। কারণ, সোমালিয়াকে পশ্চিমা সাহায্যের জন্য নির্ভর করতে হয়।

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতি প্রয়োগের ঘোষণার বিষয়ে জানতে চাইলে চীনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমেদ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'শুক্রবার ঘোষণা এসেছে বাংলাদেশে আমেরিকার নতুন ভিসানীতি প্রয়োগ হবে। যার অর্থ হচ্ছে, এখন থেকে প্রয়োগ হবে। এই ধরনের (অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা প্রদানকারী) কোনও ব্যক্তি অ্যাপ্লাই করলে তাকে ভিসা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে দেশটি।' তবে এই ঘোষণার সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'বন্ধু দেশ হিসেবে তাদের বুঝার দরকার ছিল। তারা ঘোষণা না দিয়েও ভিসা না দিতে পারতো। ঘোষণা দিয়ে বিষয়টা পাবলিক করাটা দৃষ্টিকটূ, অবন্ধুসুলভ আচরণ। আমাদের সরকার ও বিরোধী দল কারোর এটি গ্রহণ করা উচিত না, সোচ্চার হওয়া উচিত সবার।'

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ফজলুল হালিম রানা বিষয়টিকে লঘু শাস্তি উল্লেখ করে বলেন, 'এখন দেখার বিষয় বাংলাদেশ এই ভিসানীতির বিপরীতে করণীয় কী নির্ধারণ করে। এর আগেও একই কারণে নাইজেরিয়া, উগান্ডা, সোমালিয়াকে কেন্দ্র করে ভিসানীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। সেসব দেশে কী ঘটেছে? কোথাও কোথাও নির্বাচনের আগে, কোথাও নির্বাচনের পরে ভিসানীতি প্রয়োগ করে আমেরিকা। নাইজেরিয়া, উগান্ডা এই সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা করেনি। নাইজেরিয়ার জনগণ যারা আমেরিকায় বাস করে, তারা সেখানে বসেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেসব কথা বলেছে, তা ভিসানীতির আওতায় পড়ার মতো হলেও দেশটি কিছুই করতে পারেনি। উগান্ডাতেও তেমন হয়েছে। ফলে এটা তোয়াক্কা না করলেই হয়।'

বাংলাদেশের জন্য সেটা অসম্মানজনক কিনা, প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'যেকোনও রাষ্ট্রের স্ট্যাটাসের জন্য এটা সম্মানহানিকর। যে তিনটি দেশের কথা বলা হচ্ছে, তাদের চেয়ে রাষ্ট্রের ব্র্যান্ডিংয়ের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান উঁচুতে। আবার গ্লোবালি বাংলাদেশের সরকারপ্রধানের ব্র্যান্ডিং ভ্যালু আছে। নাইজেরিয়া-সোমালিয়া-উগান্ডার কাতারে বাংলাদেশকে নামানো হয়েছে, এরকম না ভেবে আমি মনে করি, যে ভিসানীতি নাইজেরিয়া-উগান্ডার মতো দেশ আমলে নিচ্ছে না, সেটা বাংলাদেশ থোড়াই কেয়ার করবে।'

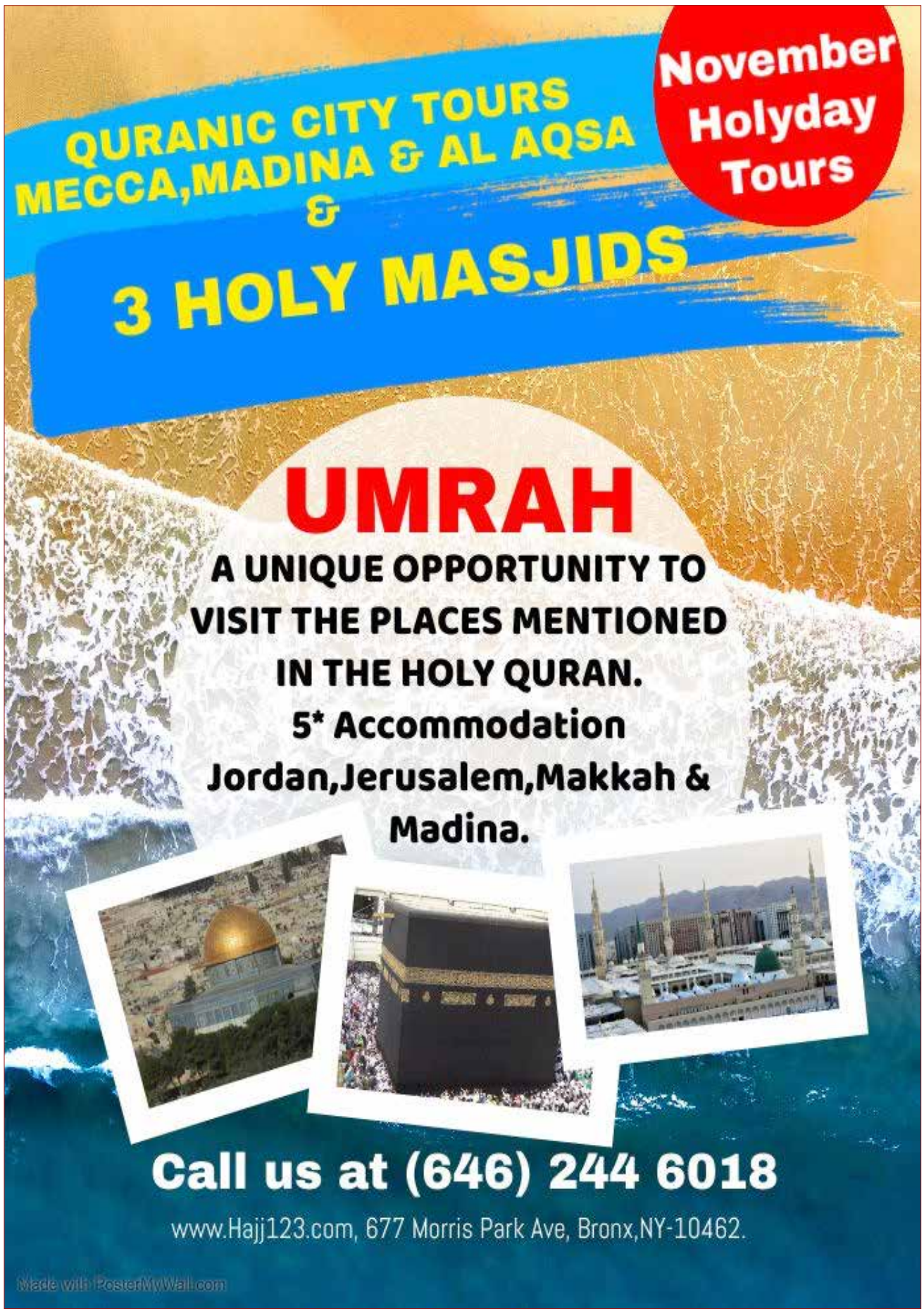

'কল্পনায় প্রতিদিন পুরুষের সঙ্গে প্রেম করি' - প্রেমিকাকে লিখেছিলেন ওবামা

৬ পৃষ্ঠার পর

ম্যাকনায়ার ও তিনি একসঙ্গে লস অ্যাঞ্জেলসের অক্সিডেন্টাল কলেজে পড়তেন। বর্তমানে জর্জিয়ার আটলান্টায় এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠিটি রাখা আছে।

সম্প্রতি পুলিৎজারজয়ী ইতিহাসবিদ ও বারাক ওবামার জীবনী লেখক ডেভিড গ্যারো দাবি করেছেন, ওবামা নিয়মিত পুরুষদের প্রতি আকর্ষণের বিষয়ে কল্পনা করতেন। এই দাবি করার পর চলতি মাসের শুরুর দিকে চিঠির বিষয়বস্তু নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিছু বছর আগে ২০১৭ সালে গ্যারো ওবামার জীবন নিয়ে 'রাইজিং স্টার: দ্য মেকিং অব বারাক ওবামা' শিরোনামে একটি বই লিখেছিলেন।

লন্ডনভিত্তিক ট্যাবলেট সাময়িকীকে গত ২ আগস্ট দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গ্যারো ব্যাখ্যা করেছেন,কিভাবে তিনি ওবামার তিন প্রাক্তন প্রেমিকের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিলেন। এরপর তিনি ওবামার ক্যারিয়ারের শুরুটা তুলে ধরার চেষ্টা করেন তার বইতে। গ্যারো বলেছেন, 'ম্যাকনায়ার যখন আমাকে ওবামার চিঠিগুলো দেখালেন, তখন তিনি চিঠির একটি অনুচ্ছেদ সম্পাদনা করলেন। ওই অনুচ্ছেদের বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এটি সমকামিতা প্রসঙ্গে।'

ম্যাকনেয়ার ওই চিঠিগুলো এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বিক্রি করেছিলেন। যেহেতু এমোরি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চিঠিগুলির ছবি তোলার অনুমতি দেয়নি, তাই গ্যারো অধ্যাপক হার্ভে ক্লেহারকে প্রেমের চিঠিগুলি হাতে অনুলিপি করতে বলেছিলেন। এজন্য তিনি হার্ভেকে এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কাইভে যেতে বলেন। হার্ভে সেখানে একটি পেনসিল দিয়ে চিঠির অনুলিপি করেন। সেই চিঠিতেই পুরুষদের সঙ্গে প্রেম করার বিষয়ে ওবামার নিয়মিত কল্পনার কথা লেখা ছিল।

জীবনী লেখার সময় সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামা গ্যারোকে সহযোগিতা করেছিলেন বলে জানায় গ্যারো। এর আগে গ্যারো তিন দিন আট ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ওবামার সাক্ষাৎকার নেন। তবে ওবামা এখনও এই চিঠির বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি।

অর্ধেকের বেশি আমেরিকান সৌদি আরবের সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তির বিরুদ্ধে

৭ পৃষ্ঠার পর

ডেমোক্র্যাটদের ৫৫ ভাগ এ ধরনের চুক্তির বিরুদ্ধে।

কুইন্সি ইনস্টিটিউটের ভাইস প্রেসিডেন্ট ত্রিতা পারসি যুক্তরাষ্ট্র-সৌদি প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে ভার্চুয়াল মিডিয়া ব্রিফিংয়ে বলেন,আমেরিকার জনগণ অব্যাহতভাবে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার সামরিক উপস্থিতি বাড়ানোর বিরোধিতা করছে। তারা নিশ্চিতভাবেই নতুন যুদ্ধ চয় না। আর এই বিশেষ ক্ষেত্রে যুদ্ধ খোদ যুক্তরাষ্ট্র শুরু করবে না, বরং সৌদি আরবের সাথে চুক্তির কারণে হবে।

ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য ওয়াশিংটন চাপ সৃষ্টি করার প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র-সৌদি আরব প্রতিরক্ষা চুক্তির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। নিউ ইয়র্ক টাইমসের খবরে বলা হয়, চুক্তিতে এমন ধারা থাকবে যে সৌদি ভূখণ্ডে বা এই অঞ্চলে দেশটি আক্রান্ত হলে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব একে অপরকে সামরিক সহায়তা প্রদান করবে। সৌদি আরবে ইতোমধ্যেই তিন হাজার সৈন্য মোতায়েন রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশ দুটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই বিদ্যমান। তবে সাম্প্রতিক সময়ে তা চাপের মুখে রয়েছে। সূত্র : মিডল ইস্ট মনিটর

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.

We Pay Highest Payment

No training necessary and we do not charge any fee.

Call Today

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

Jamica Office
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

সীমান্ত হত্যা বন্ধের প্রতিশ্রুতি শুধু কথার কথা?

৯ পৃষ্ঠার পর

আহমেদ বলেন, সীমান্তে হত্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনায় জোর দিচ্ছেন তারা। এ নিয়ে একযোগে কাজ করতে বিএসএফ রাজি বলেও জানানো হয় তখন।

চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে যশোরে বিজিবি ও বিএসএফ-এর ফ্রন্টিয়ার আইজি পর্যায়ের চার দিনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ওই সম্মেলনে সীমান্ত হত্যা নিরসনে প্রাণঘাতী নীতি বিসর্জনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। যশোর রিজিয়ন সদর দপ্তর পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ আনোয়ারুল মাযহার বলেন, "বিজিবির পক্ষ থেকে বিএসএফকে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর যৌথ বিবৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সীমান্ত হত্যা শূন্যের কোঠায় আনার আহ্বান জানানো হয়েছে। সীমান্ত হত্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিএসএফের পক্ষ থেকে নন-লেথাল (প্রাণঘাতী নয় এমন) নীতি অনুসরণের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।"

কিন্তু এই চলতি সেপ্টেম্বরেই চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলিতে ১৫ দিনে দুই বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর হিসাবে চলতি বছরের জুলাই পর্যন্ত সাত মাসে বিএসএফ-এর হাতে নিহত হয়েছেন ১২ জন। সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ২০২২ সালে হত্যা করা হয় ২৩ জনকে। তাদের মধ্যে ১৬ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ২০২১ সালে হত্যা করা হয় ১৭ জনকে । তাদের মধ্যে ১৬ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। গুলি করে হত্যার পরিসংখ্যান দেখলে এটা স্পষ্ট যে , যতই বলা হোক না কেন বিএসএফ সীমান্তে প্রাণঘাতী অস্ত্র (লেথাল উইপন) ব্যবহার কেনোভাবেই বন্ধ করেনি।

২০১৫ থেকে এ পর্যন্ত বিএসএফ-এর হাতে ২৫৬ জন বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। আহতের সংখ্যা তিনশুরও বেশি।

ভারতীয় মানবাধিকার কর্মী এবং বাংলার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ (মাসুম)-এর প্রধান কিরীটি রায় বলেন, "আসলে ভারত সীমান্ত হত্যা বন্ধ চায় না, তাই বন্ধ হয় না। ওরা মুখে এক কথা বলে আর কাজে করে আরেকটা। আর বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও শক্ত কোনো প্রতিবাদ নেই। তারা ভারতের কাছে নতজানু হয়ে থাকে।"

তার কথা, "সীমান্তে ভালো মানুষ আছে, আবার চোরাচালানিও আছে। কিন্তু কথা হলো, চোরাচালানি যারা তারা তো সামনের ক্যারিয়ার। মূল হোতারা পিছনে থাকে। সেটা দুই দেশেই আছে। তাদের সঙ্গে বিজিবি এবং বিএসএফ সদস্যদের কারুর কারুর সখ্য আছে। বিষয়টি হলো, যখন চোরাচালানিরা অর্থ দেয়, তখন সমস্যা হয় না। অর্থের টান পড়লেই গুলি করে হত্যা করা হয়।"

তিনি বলেন, "ভারত থেকে যে গরু চোরাচালন হয়, তা তো সীমান্ত এলাকার নয়। ওই গরু আনা হয় রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার থেকে। উত্তর প্রদেশ থেকে বাংলাদেশ সীমান্তে গরু আনতে তিন হাজার কিলোমিটার পার হতে হয়। এই তিন হাজার কিলোমিটার পথ পার হয়ে গরু আনে কীভাবে? পথে থানা আছে, পুলিশ আছে, এসপি আছে, গোয়েন্দা সংস্থার লোক আছে। তারা কি এটা জানে না?"

বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বলেন, "চোরাচালানি বলে সীমান্ত হত্যাকাণ্ড বৈধ করার কোনো সুযোগ নেই। আসলে এটা বিএসএফ-এর একটা অজুহাত। আর চোরাচালনি হলেও তো তাকে গুলি করে হত্যা করা যায় না। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে জোরালো প্রতিবাদ হওয়া প্রয়োজন, তা না হলে এটা বন্ধ হবে না।"

তার কথা, "সীমান্ত হত্যা বন্ধের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও এটা কার্যকরের কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। উভয়পক্ষ মিলে এটা কার্যকর করার একটি পদ্ধতি বের করা দরকার। বিষয়টি মনিটরিং করে যাতে কার্যকর হয় সেই উদ্যোগ নিতে হবে।"

তিনি বলেন, "ভারত থেকে গরু চোরাচালানি বন্ধ করলেই তো আর সীমান্তে গরু আসবে না। তাহলে ভারতের ভিতর থেকে সেটা বন্ধ না করে সীমান্তে কেন বাংলাদেশিদের হত্যা করা হচ্ছে?- হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

বিষাক্ত-বিপজ্জনক জাহাজ বাংলাদেশের সৈকতে পাঠাচ্ছে ইউরোপ জানালো হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)

৯ পৃষ্ঠার পর

অস্বীকার করে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া অঞ্চলবিষয়ক গবেষক জুলিয়া ব্লেকনার বলেছেন, 'বাংলাদেশের বিপজ্জনক ও দূষণকারী ইয়ার্ডে জাহাজভাঙা কোম্পানিগুলো শ্রমিকদের জীবন ও পরিবেশের বিনিময়ে মুনাফা অর্জন করছে।' এ সময় তিনি পরামর্শ দেন এসব ক্ষয়ক্ষতি বন্ধ করতে শিপিং কোম্পানিগুলোর উচিত আন্তর্জাতিক বিধিবিধানের ফাঁকফোকরগুলোর ব্যবহার বন্ধ করা এবং নিরাপদে ও দায়িত্বশীলভাবে তাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেওয়া।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাহাজ ভাঙা বা স্ক্র্যাপিংয়ের জন্য বাংলাদেশ অন্যতম শীর্ষ দেশ। ২০২০ সাল থেকে চলতি বছর পর্যন্ত বাংলাদেশে ৫২০টি জাহাজ ভাঙা হয়েছে, যেখানে কাজ করেছেন আনুমানিক ২০ হাজার শ্রমিক। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) জাহাজ ভাঙাকে বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজ হিসেবে বর্ণনা করেছে।

বাংলাদেশের শ্রমিকেরা ক্রমাগত বলে আসছেন, নিরাপদে কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ তাদের দেওয়া হয় না। বিশেষ করে গলিত লোহা কাটার সময় বিষাক্ত ধোঁয়ায় শ্বাস নেওয়ার জন্য তাদের কোনো মাস্ক দেওয়া হয় না। এ ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা তাঁদের শার্টগুলোকেই মাস্ক হিসেবে ব্যবহার করেন। তাঁরা খালি পায়ে ও কোনো গ্লাভস বা দস্তানা ছাড়াই উত্তপ্ত পরিবেশে কাজ করেন।

জাহাজভাঙা শ্রমিকদের ওপর ২০১৯ সালে পরিচালিত এক জরিপে বলা হয়েছে, এই খাতে আনুমানিক ১৩ শতাংশ শ্রমিক শিশু। গবেষকেরা উল্লেখ করেছেন, অবৈধভাবে রাতে কাজ করানো হয় অনেক শিশুকেই, ফলে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২০ শতাংশে।

বাংলাদেশের শিপ ব্রেক ইয়ার্ডগুলোতে 'বিচিং বা সৈকতায়ন' নামক একটি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, যেখানে কোনো ডক বা নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার না করে জাহাজগুলোকে জোয়ারের সময় সাগরতীরে আনা হয় এবং সেখানেই ভাঙার পুরো কাজ করা হয়। এ সময় কাজের ফলে সৃষ্ট বিষাক্ত বর্জ্য সরাসরি বালু ও সমুদ্রে মিশে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেক পুরোনো জিনিসপত্র স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হয়, যা আশপাশের মানুষের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে।

নিয়ম অনুসারে, যেসব জাহাজ ইউরোপীয় ইউনিয়নের পতাকা ব্যবহার করে থাকে, সেগুলো মালিকপক্ষ বাতিল করতে চাইলে কেবল ইইউ অনুমোদিত কোনো প্রতিষ্ঠানেই ভাঙা যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে এই নিয়ম মানা হয় না।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ও শিপব্রেকিং প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশের শিপ ব্রেক ইয়ার্ডগুলোকে আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছে। পাশাপাশি শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার কথাও বলেছে।

আমেরিকার কোম্পানিসমুহের বাংলাদেশে বকেয়া আদায়ে সক্রিয় ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস

৬ পৃষ্ঠার পর

মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র ব্রায়ান শিলার বণিক বার্তাকে বলেন, 'আমরা যতটুকু বুঝি, ডলারভিত্তিক লেনদেনে বাংলাদেশের বাইরে অর্থ পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনুমোদনের কাজটি করে থাকে বাংলাদেশ ব্যাংক। সুতরাং এ বিষয়ে জানতে হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করাই ভালো।'

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোর পাওনা আটকে থাকার বিষয়টি সম্প্রতি দেশের এক গণমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারেও উল্লেখ করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। তিনি জানান, ডলার সংকটের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের অনেক কোম্পানির অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে না। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এর ফলে গত ১৫ বছর বাংলাদেশ বিনিয়োগের জন্য ভালো স্থান হিসেবে যে সুনাম অর্জন করেছিল তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কোম্পানিগুলোর পাওনা অপরিশোধিত থাকার বিষয়টি যত দীর্ঘায়িত হবে, নতুন করে এখানে বিনিয়োগে তাদের আগ্রহও তত কমবে। এর সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন অন্যান্য কোম্পানিরও বাংলাদেশে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

সম্প্রতি আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশের (অ্যামচেম) এক সভায় ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের ফরেন কমার্শিয়াল সার্ভিসের কমার্শিয়াল কাউন্সেলর জন ফে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক শিল্প খাত বাংলাদেশের বৃহত্তম বিদেশী বিনিয়োগকারী। বিনিয়োগের মোট পরিমাণ ৪ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি খাতের অনেক আগ্রহ সত্ত্বেও এখানে যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য বিদেশী সংস্থাগুলোর অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পেমেন্ট সমস্যা, আয় ও মুনাফা বাবদ অর্থ ফেরতের সামর্থ্য, নীতি প্রণয়নের অস্বচ্ছতা এবং মেধা সম্পদ অধিকারের অপর্যাপ্ত প্রয়োগ। বাংলাদেশে লজিস্টিক এবং পরিবহন অবকাঠামোগত ঘাটতি রয়েছে, যা বাণিজ্যকে বাধা দেয় ও শ্লথ করে দেয়। এ সমস্যাগুলো বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনা অর্জনের পূর্ণ সক্ষমতাকে সীমিত করে এবং বিদেশী বিনিয়োগের জন্য হতাশা সৃষ্টি করে।'

মার্কিন কোম্পানিগুলোর এসব সমস্যার সুরাহা না হলে ব্যবসা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বড় প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন অ্যামচেম সভাপতি সৈয়দ এরশাদ আহমেদ।

তিনি বণিক বার্তাকে বলেন, 'আমাদের যারা ম্যানুফ্যাকচারার আছে তারা এলসি (ঋণপত্র) খুলতে পারছে না। যারা যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য আমদানি করেন, তারা ডলার পাচ্ছেন না। যারা লভ্যাংশ পাঠাতে চাইছেন, তারা ডলার সংক্রান্ত সমস্যায় পড়েছেন। বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি বেশি, আমদানি কম। আমাদের দেশের আমদানিকারকরা এলসি খুলতে না পারলে পণ্য আসবে কীভাবে। এসব বিষয়ই এখন ব্যবসা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বড় প্রভাব ফেলছে।'

বকেয়া পাওনা পরিশোধের বিষয়ে শেভরন ও পেট্রোবাংলার মধ্যে কয়েক দফা চিঠি চালাচালির পাশাপাশি বৈঠকও হয়েছে। গত ১৩ জুলাই পেট্রোবাংলার কাছে একটি চিঠি দেয় শেভরন। শেভরনের ওই চিঠিতে বলা হয়, ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে চলতি বছরের মে পর্যন্ত শেভরন কর্তৃক সরবরাহকৃত গ্যাস ও কনডেনসেটের বিপরীতে কোম্পানির দাখিলকৃত ইনভয়েস অপরিশোধিত, আংশিক পরিশোধিত ও বিলম্বে পরিশোধের কারণে সুদসহ শেভরনের অনুকূলে বর্তমানে অপরিশোধিত মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৮ কোটি ৭ লাখ ২৬ হাজার ডলার।

শেভরনের বকেয়ার বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে প্রতিষ্ঠানটির মিডিয়া ও কমিউনিকেশন ম্যানেজার শেখ জাহিদুর রহমান বণিক বার্তা বলেন, 'শেভরন ২৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে আসছে। দীর্ঘদিন ধরে অনুসৃত নীতি অনুসারে ব্যবসায়িক ইস্যু নিয়ে আমরা কোনো মন্তব্য করি না।'

মার্কিন কোম্পানিগুলোর, বিশেষ করে শেভরনের বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ডলার ও আর্থিক সংকট নিরসনে মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতা চেয়েছে পেট্রোবাংলা। গত জুলাইয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে পেট্রোবাংলা জানায়, ডলার ও আর্থিক সংকটের কারণে শেভরনের বকেয়া বিল পরিশোধ করা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় বকেয়া পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় ডলারের জোগান দিতে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চিঠি দিতে মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়েছে পেট্রোবাংলা।

বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে পেট্রোবাংলার ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বণিক বার্তাকে বলেন, 'বকেয়া পরিশোধ নিয়ে পেট্রোবাংলার সমস্যা অনেকটাই কমে আসছে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ধারাবাহিকভাবে ডলার ছাড় করা হচ্ছে, যেটি আগে বিলম্ব হতো। বর্তমানে সরবরাহকারীদের ১৮ কার্যদিবসের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। মূলত গ্যাস বিক্রি বাবদ পেট্রোবাংলার কোম্পানিগুলোর বিপুল পরিমাণ বকেয়া পড়ে থাকায় বড় একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে। এগুলো ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার অংশ।

এক জায়গায় সমস্যা হলে বাকিগুলোয়ও সমস্যা সৃষ্টি হয়। শেভরনের রেগুলার পেমেন্ট আমরা দিয়ে যাচ্ছি। তাদের সঙ্গে আমাদের দফায় দফায় মিটিং হয়েছে। তারাও এখন বিষয়টি উপলব্ধি করেছে। ফলে পাওনা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিদেশী তেল-গ্যাস কোম্পানিগুলোর সঙ্গে আমাদের খুব বেশি সমস্যা এখন নেই।'

ডলার সংকটের কারণে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোই নয়, দেশে ব্যবসারত অন্যান্য বহুজাতিক কোম্পানিও লভ্যাংশ প্রত্যাবাসন, রয়্যালটি ফি পরিশোধ ও বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ছে। এরই মধ্যে বেশকিছু তালিকাভুক্ত বহুজাতিক কোম্পানি ডলার সংকটের কারণে বিদেশে অর্থ পাঠাতে পারছে না। ডলার সংকটের কারণে লভ্যাংশের অর্থ পাঠাতে না পেরে এ অর্থ চলতি মূলধন হিসেবে কাজে লাগানোর জন্য সম্প্রতি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) অনুমোদনও নিয়েছে মুম্বাইভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানি ম্যারিকো বাংলাদেশ লিমিটেড।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সংগঠন ফরেন ইনভেস্টর্স চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফআইসিসিআই) সভাপতি নাসের এজাজ বিজয় বণিক বার্তাকে বলেন, 'বৈদেশিক মুদ্রা তারল্যের বর্তমান নিবিড়তার কারণে এফআইসিসিআই সদস্যরা মুনাফা প্রত্যাবর্তন ও কিছু প্রাপ্তির বিলম্বের কথা জানিয়েছেন।

তবে বিশ্ব নজিরবিহীন হেডওয়াইন্ডের মুখোমুখি হয়েছে এবং বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এ বছরের সাম্প্রতিক মাসগুলোয় চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত হয়েছে তা বিবেচনায় ব্যাংকগুলো গত বছরের একই সময়ের চেয়ে বেশি অর্থ প্রদানে সক্ষম হচ্ছে। তবে নতুন পেমেন্ট জমা হচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ সমস্যাগুলোর সমাধান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা তিন থেকে ছয় মাস সময় নিতে পারে। অন্তর্বর্তী সময়ে, সব স্টেকহোল্ডারকে সহযোগিতা করতে হবে এবং বাজারে আতঙ্ক সৃষ্টি করা এড়াতে হবে।'

'বিরোধীদল ও যুক্তরাষ্ট্র মিলে সেনাসমর্থিত সরকারের চেষ্টা করবে'- অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক

৯ পৃষ্ঠার পর

স্বাভাবিক নির্বাচন হবে না। নানাভাবে দেশে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে। দরকার হলে টাকা খরচ করে হলেও করতে পারে। এখানে আমেরিকার একান্ত অনেক বুদ্ধিজীবি আছে যারা নির্বাচন বা রাজনৈতিক ঘটনা নির্ধারিত করে।'

তিনি বলেন, 'যদি আওয়ামী লীগ কোনো ক্রমে ক্ষমতায় বসে যায় আবার তাহলে বিএনপিসহ আরও অনান্য দল সরকারকে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে দেবে না, গণ্ডগোল করে সরকারের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে চাইবে। আবার আমেরিকানরা সরকারকে রক্ষা করতে চাইবে বাংলাদেশে এসে তাও না। বড় রাষ্ট্রগুলো তারা নির্বাচনই গণতন্ত্র আবার গণতন্ত্রই নির্বাচন এরকম একটা ধারণা সারা দুনিয়ার মানুষকে দেওয়ার চেষ্টা করছে।'

GRAND OPPENING

BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
বাটারফ্লাই সিনিয়র ডে-কেয়ার

49-22 30th Avenue, Woodside, NY 11377

বর্তমান এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ারের সেবা নিতে পারেন

বর্তমানে আপনি যদি অন্য কোথাও সিনিয়র ডে-কেয়ার পরিষেবা নিয়ে থাকেন, তবে দয়া করে আমাদের একটি কল করুন। আমরা আপনাকে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদান করব।

আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ্যতাই আমাদের লক্ষ্য

Munmun Hasian Bari
Chairman

ডে-কেয়ারের মেম্বারদের জন্য সেবা সমূহ:

১. আমাদের পরিবহনের মাধ্যমে যাতায়াতের সু-ব্যবস্থা
২. প্রাথমিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা
৩. কেরাম, লুডু, বিংগো সহ বিভিন্ন খেলার সু-ব্যবস্থা
৪. বিভন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
৫. দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন
৬. নামাজের সু-ব্যবস্থা (মহিলাদের আলাদা)
৭. স্বাস্থ্যসম্মত / সকল ধরনের খাবার পরিবেশন
৮. জন্মদিন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন

Jubar Chowdhury
Executive Director

আজই ফোন করুন :

347-242-2175, 631-428-1901, Fax: 347-814-0885
info@butterflyseniordaycare.com

www.butterflyseniordaycare.com

পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারকারী দেশ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ

৫ পৃষ্ঠার পর

পারমাণবিক শক্তি করপোরেশনের (রোসাটম) মহাপরিচালক অ্যালেক্সি লিখাচেভ। যে ইউরেনিয়াম বাংলাদেশে আনা হয়েছে, তা এখনই ব্যবহার করা হবে না, এটি মজুত করে রাখা হবে রূপপুরে। বিদ্যুৎকেন্দ্রটির প্রথম ইউনিট থেকে আগামী বছর জাতীয় গ্রিডে পরীক্ষামূলক বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে চায় রূপপুর কর্তৃপক্ষ। একই বছর বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করার আশা করছে তারা।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের বিভাগীয় প্রধান অলোক চক্রবর্তী প্রথম আলোকে বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের অংশগ্রহণে জ্বালানি হস্তান্তর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারকারী দেশের তালিকায় ৩৩তম দেশ হিসেবে বিশ্ব অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করবে বাংলাদেশ।

ওয়ার্ল্ড নিউক্লিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারকারী দেশের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, কানাডা, ইউক্রেন, জার্মানি, জাপান, স্পেন, সুইডেন, বেলজিয়াম, যুক্তরাজ্য, ভারত, চেক প্রজাতন্ত্র, ফিনল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, বুলগেরিয়া, পাকিস্তান, হাঙ্গেরি, স্লোভাকিয়া, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো, রোমানিয়া, আর্জেন্টিনা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বেলারুশ, স্লোভেনিয়া, নেদারল্যান্ডস, ইরান ও আর্মেনিয়া।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প : বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় একক প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। এটি নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে ১ হাজার ৩৫০ কোটি মার্কিন ডলার, যা বর্তমান বাজারমূল্যে প্রায় ১ লাখ ৪৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা (প্রতি ডলার ১১০ টাকা ধরে)। মোট ব্যয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ অর্থ রাশিয়া ঋণ হিসেবে দিচ্ছে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরমাণু শক্তি কমিশন। এ প্রকল্পের আওতায় ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াটের দুটি ইউনিট নির্মাণ করছে রাশিয়ার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অ্যাটমস্ট্রয়এক্সপোর্ট। পারমাণবিক জ্বালানি উৎপাদন করছে রোসাটমের সহযোগী প্রতিষ্ঠান টিভিইএল ফুয়েল কোম্পানি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের থেকে পারমাণবিক জ্বালানি কেনে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ১৯৬১ সালে। এরপর নানা সময়ে প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কিছু কিছু কাজ হয়েছে। ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাশিয়া সফরে দেশটির সঙ্গে রূপপুর প্রকল্পের ঋণ চুক্তি সই হয়। একই বছর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্প নেওয়া হয়। কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ২০১৩ সালের ২ অক্টোবর। বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মিত হচ্ছে পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার পাকশী ইউনিয়নের রূপপুর গ্রামে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ এখন অনেকটা শেষের দিকে। দুটি ইউনিটের মধ্যে প্রথমটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে।

এর আগে গত বছর নভেম্বরে রূপপুরের যন্ত্রাংশ বহনকারী একটি রাশিয়ার জাহাজ বাংলাদেশে আসা নিয়ে সংকট তৈরি হয়েছিল। উরসা মেজর নামের জাহাজটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন। নাম পরিবর্তন করে সেটি রূপপুরের পণ্য নিয়ে বাংলাদেশে আসছিল। তবে বাংলাদেশ জাহাজটিকে ভিড়তে দেয়নি। পাশাপাশি পশ্চিমারা রাশিয়ার কয়েকটি ব্যাংকের ওপরে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ায় রূপপুরের ঋণের কিস্তি পরিশোধ নিয়েও জটিলতা তৈরি হয়েছে। কী উপায়ে, কোন মুদ্রায় ঋণের কিস্তি পরিশোধ হবে, তা এখন চূড়ান্ত হয়নি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প সূত্র বলছে, গত বৃহস্পতিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে একটি বিশেষ উড়োজাহাজে রাশিয়া থেকে ইউরেনিয়ামের প্রথম চালান ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায়। শুক্রবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকালে বিশেষ নিরাপত্তাবলয়ে ইউরেনিয়াম বহনকারী যানবাহনের বহর রূপপুরের উদ্দেশে রওনা দেয়। বহরটি গাজীপুর, টাঙ্গাইল, বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে সিরাজগঞ্জ অতিক্রমের পর বনপাড়া-হাটিকুমরুল সড়ক দিয়ে রূপপুরে যায়। এ সময় সড়কে যানচলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল।

ইউরেনিয়াম বহনকারী যানবাহনের বহরটি শুক্রবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বেলা ১টা ১৮ মিনিটে রূপপুর প্রকল্প এলাকায় পৌঁছায়। এ সময় প্রকল্পে কর্মরত রাশিয়ার নাগরিকেরাসহ কর্মীরা উল্লাস প্রকাশ করেন। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক শৌকত আকবর সাংবাদিকদের বলেন, ইউরেনিয়াম আসার মধ্য দিয়ে প্রকল্পটি পারমাণবিক স্থাপনায় উন্নীত হলো।

রূপপুর কর্তৃপক্ষ বলছে, চুক্তি অনুসারে জ্বালানি বিমানবন্দরে নামার পর নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশের। ইউরেনিয়ামের মালিকানাও বাংলাদেশের। ইউরেনিয়াম পরিবহনে দুর্ঘটনার নজির নেই। তাই উচ্চ ব্যয় এড়াতে দেশের মধ্যে পরিবহনের জন্য কোনো বিমা করা হয়নি। সভরেন গ্যারান্টি বা রাষ্ট্রীয় নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল।

ইউরেনিয়াম অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি ধাতু। আমদানি, পরিবহন ও সংরক্ষণের জন্য আইএইএর অনুমোদন ও রাশিয়ান ফেডারেশনের রপ্তানি নীতি বজায় রাখতে হয়েছে। পারমাণবিক জ্বালানি উৎপাদন প্রস্তুতিসংক্রান্ত সনদ চূড়ান্ত করতে গত ৪ মে দুই দেশের প্রতিনিধিদলের বৈঠকে প্রস্তুতি সনদ সই হয়। এরপর রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য পারমাণবিক জ্বালানি উৎপাদন শুরু করে রাশিয়া। গত মাসে প্রথম দফার জ্বালানি উৎপাদন শেষ হয়।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের বিভাগীয় প্রধান অলোক চক্রবর্তী বলেন, আইএইএর একাধিক প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে এসে পারমাণবিক জ্বালানি গ্রহণের সক্ষমতা নিয়ে ইতিবাচক মূল্যায়ন দিয়েছে। তার আগেই আইএইএ থেকে সব ধরনের সনদ নেওয়া হয়েছে।

আইএইএর নির্দেশনা অনুযায়ী শর্ত পূরণ করায় বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গত ১৩ জুলাই বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনকে (বিএইসি) পারমাণবিক জ্বালানি আমদানি ও সংরক্ষণের লাইসেন্স দেয়। নিরাপত্তা নিশ্চিত করে পারমাণবিক জ্বালানি পরিবহনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে রুশ প্রতিষ্ঠান বাররুস প্রজেক্ট এলসিসিকে। চুক্তি অনুসারে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে প্রথম তিন বছরের জন্য জ্বালানির দাম দিতে হবে না।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কর্তৃপক্ষের সূত্র বলছে, বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুল্লিপাত্রে একবার পারমাণবিক জ্বালানি মজুত করা হলে তা দিয়ে এক বছর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। এরপর আবার নতুন করে চুল্লিপাত্রে জ্বালানি মজুত করতে হবে।

এর আগে ২০২১ সালের অক্টোবরে রূপপুরে ইউনিট-১এর ভৌত কাঠামোর ভেতরে চুল্লিপাত্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে এই ইউনিটের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে বলা যায়। এটি স্থাপনে আইএইএর মান অনুসরণ করতে হয়েছে।

চুল্লিপাত্র হচ্ছে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মূল যন্ত্র। এই যন্ত্রের মধ্যেই পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জ্বালানি হিসেবে ইউরেনিয়াম ভরা বা লোড করা হয়। আর গত বছরের অক্টোবরে বসানো হয় দ্বিতীয় ইউনিটের চুল্লিপাত্র।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম বলেন, ইউরেনিয়াম বাংলাদেশে আসার মাধ্যমে রূপপুর প্রকল্পের একটি মাইলফলক অর্জিত হলো। তবে শিগগিরই বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে, বিষয়টি তা নয়। নানা রকম পরীক্ষা ও প্রস্তুতির পর বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে। তিনি বলেন, নিরাপত্তা নিশ্চিত করে উৎপাদন করা গেলে পারমাণবিক বিদ্যুৎসাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব।

অধ্যাপক শফিকুল বলেন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ যতটা না টেকনিক্যাল (কারিগরি), তার চেয়ে বেশি পলিটিক্যাল (রাজনৈতিক)।সূত্র ঢাকার দৈনিক প্রথম আলো

খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসা নিতে হলে তাঁকে আবার জেলে যেতে হবে - ভয়েস অব আমেরিকাকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৫ পৃষ্ঠার পর

নিজেই চিকিৎসা নিচ্ছে এখন। বাংলাদেশের সবচেয়ে দামি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। আর যদি তাদের যেতে হয় বাহিরে, তাহলে এখন যে তাকে আমি বাসায় থাকার পারমিশনটা দিয়েছি, এটা উইথড্রো (প্রত্যাহার) করতে হবে। তাকে আবার জেলে যেতে হবে। এবং কোর্টে যেতে হবে। কোর্টের কাছে আবেদন করতে হবে। কোর্ট যদি রায় দেন, তখন সে যেতে পারবে। এটা হলো বাস্তবতা।'

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর অনুমতি চেয়ে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে যখন সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে, তখন একটি বিদেশি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকার বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য এল।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া প্রায় ২ মাস ধরে ঢাকায় এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

দুর্নীতির দুই মামলায় সাজাপ্রাপ্ত খালেদা জিয়া ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি কারাবন্দী হন। দুই বছরের বেশি সময় কারাবন্দী ছিলেন সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী। জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে ২০২০ সালের ২৫ মার্চ সরকার নির্বাহী আদেশে সাজা স্থগিত করে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দিয়েছিল। এরপর ছয় মাস পরপর তাঁর সাজা স্থগিত করে মুক্তির মেয়াদ বাড়াচ্ছে সরকার। গত মার্চ মাসে খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিত করে মুক্তির মেয়াদ ছয় মাস বাড়ানো হয়। সর্বশেষ ১২ সেপ্টেম্বর বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিত করে মুক্তির মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়িয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সাক্ষাৎকারে ভয়েস অব আমেরিকার পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ বিষয়েও প্রশ্ন করা হয়। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমার এটাই প্রশ্নড় কথা নেই, বার্তা নেই; হঠাৎ ভিসা স্যাংশন দিতে চাচ্ছে কী কারণে? আর মানবাধিকারের কথা যদি বলে বা ভোটের অধিকারের কথা যদি বলে... আমরা, আওয়ামী লীগ; আমরাই তো এদেশের মানুষের ভোটের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম করেছি। আমাদের কত মানুষ রক্ত দিয়েছে, এই ভোটের অধিকার আদায়ের জন্য।'

'অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন যেন হয়, তার জন্য যতরকম সংস্কার দরকার, সেটা আওয়ামী লীগ করেছে' উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ ছবিসহ ভোটার তালিকা, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স, মানুষকে ভোটের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা...। 'আমার ভোট আমি দেবো, যাকে খুশি তাকে দিবো'ড় এই স্লোগানও আমার দেয়া। আমি এভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছি। কারণ আমাদের দেশে বেশিরভাগ সময় স্বৈরশাসকরা দেশ শাসন করেছে। তাদের সময় সাধারণ মানুষের ভোট দিতে হয়নি। তারা ভোটের বাক্স ভরে নিয়ে ফলাফল ঘোষণা করে দিয়েছেন। এরই প্রতিবাদে আমরা আন্দোলন, সংগ্রাম করে আজ আমরা নির্বাচন সুষ্ঠু পরিবেশে নিয়ে আসতে পেরেছি। এখন মানুষ তার ভোটের অধিকার সম্পর্কে অনেক সচেতন। সেটা আমরা করেছি।"

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর যতগুলো নির্বাচন হয়েছে, জাতীয় কিংবা স্থানীয় সরকার নির্বাচন; প্রত্যেকটা সুষ্ঠুভাবে হয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এসব নির্বাচনে মানুষ তার ভোট দিয়েছে স্বতস্ফূর্তভাবে। এই নির্বাচনগুলো নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বাস্তবতাটা কী, বাংলাদেশের মানুষ তার ভোটের অধিকার নিয়ে সবসময় সচেতন। কেউ ভোট চুরি করলে তাদের ক্ষমতায় থাকতে দেয় না।'

উদাহরণ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়া ভোট চুরি করেছিলেন। সে কিন্তু দেড় মাসও টিকতে পারেনি। ওই বছরের ৩০ মার্চ তাকে জনগণের রুদ্র রোষে পড়ে পদত্যাগ বাধ্য হয়েছেন তিনি। আবার ২০০৬ সালে ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার দিয়ে ভোটার তালিকা করেছিল। সেই ভোটার তালিকা দিয়ে নির্বাচন করে সে যখন সরকার গঠনের ঘোষণা দিলো... এরপর জরুরি অবস্থা জারি করা হলো। সেই নির্বাচন বাতিল হয়ে গেল। কাজেই আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু এখন ভোট সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। কাজেই একটা নির্বাচন অবস্থা, সুষ্ঠু হবেড় এটা তো আমাদেরই দাবি ছিল। এবং আন্দোলন করে আমরাই সেটা প্রতিষ্ঠিত করেছি। তো আজ তারা স্যাংশন দিচ্ছে, আরও দেবে; দিতে পারে। এটা তাদের ইচ্ছা। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের যে অধিকার; তাদের ভোটের অধিকার, ভাতের অধিকার, তাদের বেঁচে থাকার অধিকার, তাদের শিক্ষা-দীক্ষার অধিকারসহ সব মৌলিক অধিকার আমরা নিশ্চিত করেছি।'

'২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল, বাংলাদেশ কিন্তু বদলে যাওয়া বাংলাদেশ' উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এখন আর বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ নেই, এখন মানুষের সেরকম হাহাকার নেই, এমনকি আমাদের যে বেকারত্ব সেটাও কিন্তু কমিয়ে এখন মাত্র তিন শতাংশ। সেটাও তারা কাজ করে খেতে পারেন।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'বাংলাদেশেই এখন অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে, তাই ভিসা স্যাংশন এর ফলে যদি (বাংলাদেশিরা) আমেরিকায় আসতে না পারে, আসবে না। তাতে কিছু যায় আসে না।'

আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা আরো বলেন,ওএই যে আমরা ২০০৮ এর নির্বাচনে জয়ী হয়ে ২০০৯-এ সরকার গঠন করলাম। তার থেকে এ পর্যন্ত যতগুলো নির্বাচন হয়েছে, ন্যাশনাল ইলেকশন অথবা লোকাল গভর্নমেন্ট ইলেকশন সুষ্ঠুভাবে হয়েছে এবং মানুষ তো তাদের ভোট দিয়েছে সতঃস্ফূর্তভাবে। এটা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করেছে কিন্তু বাস্তবতাটা কী? বাংলাদেশের মানুষ তার ভোটের অধিকার নিয়ে সব সময় সচেতন। কেউ ভোট চুরি করলে তাদের ক্ষমতায় থাকতে দেয় না।

ও৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়া ভোট চুরি করেছিল। সে কিন্তু দেড় মাসও টিকতে পারেনি। ৯৬ সালের ৩০ মার্চ পদত্যাগে বাধ্য হয় জনগণের রুদ্ররোষে, আন্দোলনে। আবার ২০০৬ সালে এক কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার দিয়ে ভোটার লিস্ট তৈরি করেছিল। সেই ভোটার লিস্ট নিয়ে ইলেকশন করে ঘোষণা দিলো, তখন ইমার্জেন্সি ডিক্লিয়ার হলো। সেই ইলেকশন বাতিল হয়ে গেল। কাজেই আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু ভোট সম্পর্কে এখন যথেষ্ট সচেতন্ধ বলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি।

তিনি আরও বলেন,ওএকটা ইলেকশন অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু হবেড়এটা তো আমাদেরই দাবি ছিল এবং আন্দোলন করে আমরাই সেটা প্রতিষ্ঠিত করেছি। আজকে এখন তারা স্যাংশন দিচ্ছে, আরও স্যাংশন দেবেড়দিতে পারে, এটা তাদের ইচ্ছা কিন্তু আমার দেশের মানুষের যে অধিকার; তাদের ভোটের অধিকার, তাদের ভাতের অধিকার, তাদের বেঁচে থাকার অধিকার, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা সব মৌলিক অধিকারগুলো কিন্তু আমরা নিশ্চিত করেছি। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল, বাংলাদেশ কিন্তু বদলে যাওয়া বাংলাদেশ।

ওএখন আর বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ নেই। এখন মানুষের সে রকম হাহাকার নেই। এমনকি আমাদের যে বেকারত্ব, সেটা কমিয়ে এখন মাত্র তিন শতাংশ। সেটাও মানুষ ইচ্ছা করলে কাজ করে খেতে পারে। আজকের বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ। ওয়াই-ফাই কানেকশন সারা বাংলাদেশে, প্রত্যেক ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ। রাস্তা-ঘাটের অভূতপূর্ব উন্নয়ন আমরা করে দিয়েছি, মানুষ যাতে কাজ করে খেতে পারে। আমরা কারিগরি শিক্ষা, ভোকেশনার ট্রেইনিংয়ের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। এভাবে দেশের জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। সেখানে এভাবে স্যাংশন দিয়ে মানুষকে ভয়-ভীতি দেওয়া; ঠিক আছে আমেরিকা যদি স্যাংশন দেয়, আমেরিকায় আসতে পারবে না, আসবে না। না আসলে কী আসে-যাবে! আমার দেশে এখন যথেষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। কাজেই আমরা দেখি, কী করে তারা। কেন তাদের এই স্যাংশন জানি নাহ্ যোগ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সাক্ষাৎকারে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের অফিস, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ দেশি বিদেশি মানবাধিকার সংগঠনগুলো তার সরকারের আমলে গত ১৫ বছরে গুমের ব্যাপারে যে অভিযোগগুলো করেছে, সে ব্যাপারে তার সরকারের ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। সাক্ষাৎকারে তিনি সদ্য পাস হওয়া সাইবার নিরাপত্তা আইনের যে ধারাগুলো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তারও জবাব দেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন কেনেডি জুনিয়র

৭ পৃষ্ঠার পর

এদিন নির্বাচন বিষয়ে ঘোষণা দিতে পারেন।

তিনি রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটিক উভয় দলেরই দুর্নীতির সমালোচনা করে ভিডিও বার্তায় যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কথা তোলেন।

কেনেডি জুনিয়র ১৯৬৩ সালে আততায়ীর হাতে নিহত যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির ভাতিজা। সাবেক মার্কিন সিনেটর ও এটর্নী জেনারেল রবার্ট এফ কেনেডি তার বাবা। সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাজনৈতিক ময়দানে এ অ্যান্টি-ভ্যাকসিন অ্যাক্টিভিস্টের আলাদা পরিচিতি রয়েছে। গত এপ্রিলে কেনেডি জুনিয়র বলেছিলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ডেমোক্র্যাটিক মনোনয়নের জন্য বাইডেনকে চ্যালেঞ্জ করবেন। খবর ফ্রি মালয়েশিয়া টুডে।

নিউইয়র্কে ট্রাম্পের জালিয়াতির মামলার বিচার পেছানোর আবেদন খারিজ

৭ পৃষ্ঠার পর

আবেদন করেন। এছাড়া তিনি ও তার ছেলে ডোনাল্ড জুনিয়রের বিভিন্ন ব্যবসায় নিষেধাজ্ঞার আবেদন জানান। এছাড়া পাঁচ বছরের জন্য তার রিয়েল স্টেট ব্যবসা ও ট্রাম্প অরগানাইজেশনের বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন তিনি।

অভিযোগে বলা হয়, ব্যাংকে এবং বিমা সংস্থাকে ট্রাম্প নিজের সম্পত্তির যে হিসাব দিয়েছেন, তাতে তার মূল্য অন্তত দুই দশমিক দুই তিন বিলিয়ন ডলার বেশি দেখানো হয়েছে। লোন পেতে সুবিধা হবে বলেই এভাবে নিজের সম্পত্তির মূল্য বাড়িয়ে দেখিয়েছেন ট্রাম্প, যা বেআইনি।

তবে অভিযোগের বিষয়ে ট্রাম্পসহ অন্য আসামিরা নিজেদের নির্দোষ দাবি করেছেন। তারা কখনো জালিয়াতির আশ্রয় নেননি বলে আদালতে জানিয়েছেন। তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড আসলেই লাভজনক ছিল। এ সময় তারা আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের কথা জানান।

যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারে 'দাসপ্রথা', প্রসবের সময়ও শিকলে বাঁধা কৃষ্ণাঙ্গ নারী- জাতিসংঘের প্রতিবেদন

৬ পৃষ্ঠার পর

অব প্রিজন বলেছে, 'যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারগুলো বন্দীদের পাশাপাশি কর্মচারী ও জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারের অবস্থা নিয়ে গত কয়েক দশক ধরেই উদ্বেগ ছিল। যেসব কারাগারের রেকর্ড খারাপ, সেগুলো সংস্কার বা বন্ধ করে দেওয়ার দাবি দীর্ঘদিন ধরেই করে আসছিল মানবাধিকার সংগঠনগুলো।

২০২০ সালে মৃত্যু হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিক জর্জ ফ্লয়েডের। তাঁর গলার ওপর এক পুলিশ অফিসার ৯ মিনিটের বেশি সময় হাঁটু গেড়ে বসে থাকার কারণে মৃত্যু হয় ফ্লয়েডের। এরপর ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কারাগারগুলোতে বন্দী কৃষ্ণাঙ্গদের অবস্থা জানতে তদন্ত শুরু করে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল (ইউএনএইচআরসি)।

ভিসা মওকুফ প্রোগ্রামে ইসরাইলে প্রবেশের অনুমতির নিন্দা কংগ্রেসওম্যান তালাইবের

৬ পৃষ্ঠার পর

ভিডব্লিউপি-তে যোগদানের জন্য ইসরাইলের নাগরিকদের ৯০ দিন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা-মুক্ত ভ্রমণের অনুমতি দেয়া হবে এবং মার্কিন নাগরিকদের ইসরাইল ভ্রমণ করার সময় একই সুবিধা দেয়া হবে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের মতে, ৩০ নভেম্বর ভিডব্লিউপি-তে ইসরাইলের যোগদান কার্যকর হবে।

তালেব আরো বলেন, ইসরাইলকে প্রোগ্রামে অনুমতি দেয়ার সিদ্ধান্তের অর্থ হলো মার্কিন সরকার একটি বিদেশী সরকারকে সুরক্ষিত শ্রেণির ভিত্তিতে তার নিজস্ব নাগরিকদের সাথে বৈষম্য করার অনুমতি দিচ্ছে। সূত্র : মিডেল ইস্ট আই

বিশ্বে সহিংসতাপ্রবণ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ২২তম, ভারত ১৬তম এবং পাকিস্তান ১৯তম ও যুক্তরাষ্ট্র ৫০তম

৯ পৃষ্ঠার পর

এসিএলইডি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের উইসকন্সিন অঙ্গরাজ্যভিত্তিক একটি উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও তালিকা প্রণয়ন বিষয়ক অলাভজনক সংস্থা। বিশ্বের ২৪০টির বেশি দেশ এবং অঞ্চল থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করেছে তারা। চলতি সেপ্টেম্বর মাসের শুরু পর্যন্ত গত ১২ মাসে সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক সহিংসতার ১ লাখ ৩৯ হাজারের বেশি ঘটনা নথিভুক্ত করেছে।

আর এই সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় ২৭ শতাংশ বেশি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেশিরভাগ দেশই কমপক্ষে একটি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে। তবে, এই ৫০টি দেশকে, উচ্চ মাত্রার সংঘাতের কারণে 'চরম', 'উচ্চ', বা 'অশান্ত' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসিএলইডি'র যোগাযোগ বিভাগের প্রধান স্যাম জোনস বলেন, এই তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান প্রমাণ করে রাজনৈতিক সহিংসতা শুধু দরিদ্র বা অগণতান্ত্রিক দেশেগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়।

তার দাবি, বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তাহীনতা এবং সশস্ত্র গোষ্ঠীর বিভাজন; বিশেষ করে, এই দুটি সূচকের অবনতির কারণে যুক্তরাষ্ট্র এ তালিকায় এসেছে।

ভিসা নীতি নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই বললেন সালমান এফ রহমান

৮ পৃষ্ঠার পর

পরিচালনা কমিটির সদস্য ও নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা ও কর্মশালায় তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন, দেশে যে উন্নয়নের গতিধারা সৃষ্টি হয়েছে, বিশ্ব দরবার সে বিষয়ে শেখ হাসিনার সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। তাই অনেকের এটা মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি শেখ হাসিনা সরকার আরও পাঁচ বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করে তবে এ দেশ বিশ্ব রাজনৈতিক অঙ্গনে একটা চমক সৃষ্টি করবে এবং নেতৃত্বে চলে আসবে। তাই একজন মহিলা হিসেবে বিশ্ব রাজনীতির অঙ্গনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে এবং অর্থনৈতিকভাবে দেশকে স্বাবলম্বী করবে এটা অনেকেই চান না। তাই বাংলাদেশকে দাবিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন সংস্থা, এজেন্ট আমাদের পেছনে লেগেছে। অনেক দেশই ভালোভাবে নিচ্ছে না কারণ তাদের দাদাগিরি কব্জির হাত থেকে চলে যাবে। তিনি বলেন, আগামী নির্বাচন কেউ ঠেকাতে পারবে না।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মিজানুর রহমান ভূঁইয়া কিসমতের সভাপতিত্বে ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আরিফুর রহমান শিকদারের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সালমান এফ রহমান আরও বলেন, দোহার-নবাবগঞ্জে বিশেষ করে নবাবগঞ্জ উপজেলার তৃণমূল পর্যায়ে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের মহিলাকর্মীদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এজন্য সকল নেতাকর্মীর প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। সকলকে একসঙ্গে নৌকাকে বিজয় করার জন্য ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঢাকা-১ আসনে বিপুল ভোটে বিজয় করে প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দিবো। সালমান এফ রহমান ওইদিন সকালে মহিলা নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় ও নির্বাচন পরিচালনা কর্মশালায় অংশ নেন। এরপর উপজেলায় কর্মরত প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন।

বিকালে উপজেলার ১৪টি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যদের কর্মশালায় অংশ নেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পনিরুজ্জামান তরুণ, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আলহাজ নাসির উদ্দিন আহমেদ ঝিলু, কেন্দ্রীয় যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আলহাজ মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সাংবাদিক হালিমা আক্তার লাবণ্য, কেন্দ্রীয় মহিলা লীগের সহ-সভাপতি স্মৃতিকনা বিশ্বাস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনার কলি পুতুল, দোহার উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও দোহার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন, সাধারণ সম্পাদক নূরুল হক বেপারী, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জালাল উদ্দিন জালাল, উপ-দপ্তর সম্পাদক নাহিদুল ইসলাম নাদিম, উপজেলা সহ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

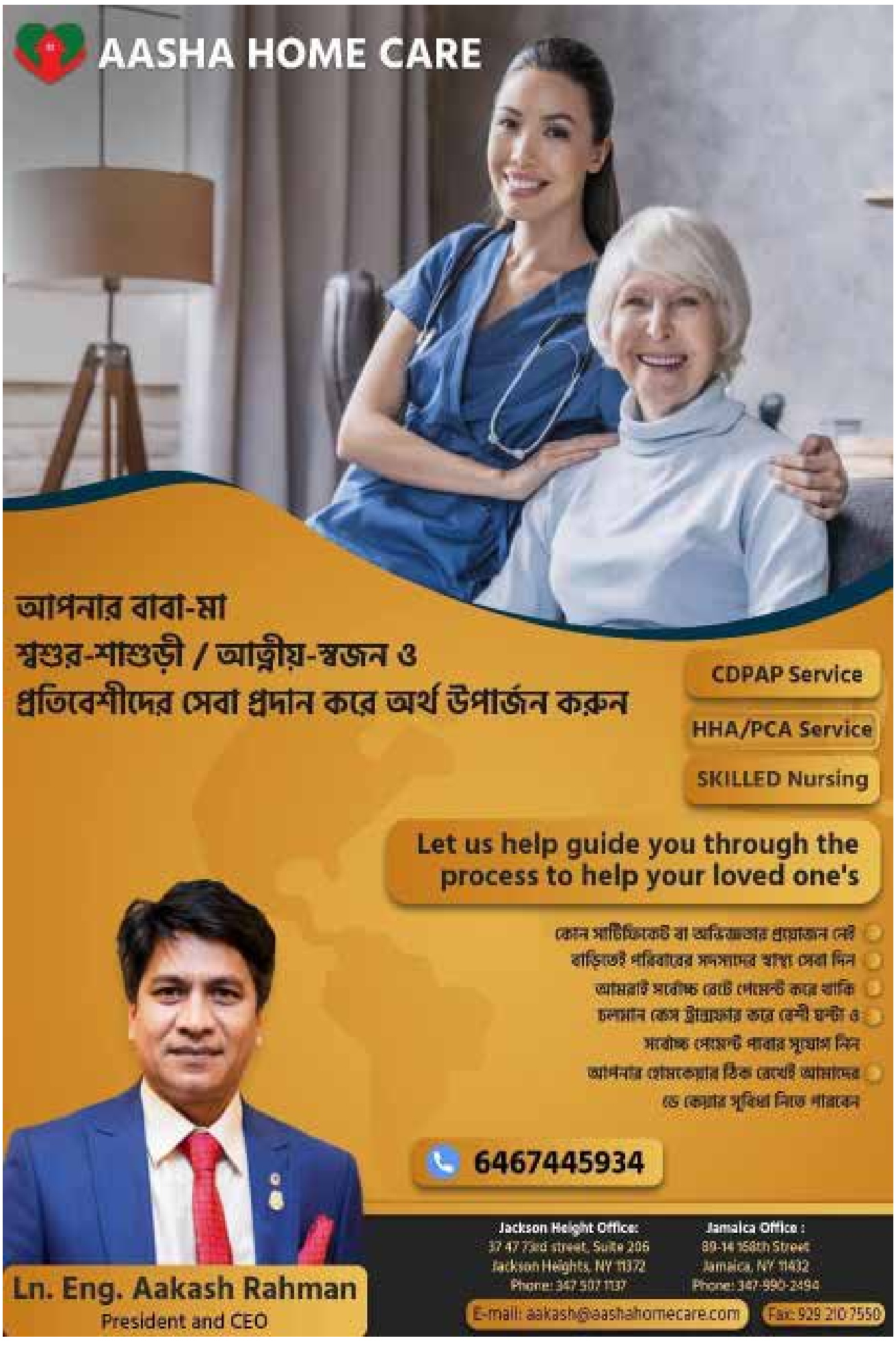

যুক্তরাষ্ট্রের ডেঙ্গু টিকার সফল পরীক্ষা বাংলাদেশে

৫ পৃষ্ঠার পর

ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্রয়োগের জন্য নিরাপদ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে সক্ষম।

আইসিডিডিআর,বির বিজ্ঞানীরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের (এনআইএইচ) অবিষ্কার করা টিকা নিয়ে সম্প্রতি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো পরীক্ষা চালানো হয়েছে। ডেঙ্গুর চারটি ধরন ডেন-১, ডেন-২, ডেন-৩ এবং ডেন-৪-এর ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য এই টিকা নিরাপদ।

গবেষকরা বলছেন, ডেঙ্গু টিকা আবিষ্কারে এনআইএইচ প্রথম প্রতিষ্ঠান নয়। এর আগে সানোফি ফার্মাসিউটিক্যালস এবং তাকেদা ফার্মাসিউটিক্যালস টিকা তৈরি করেছে। সানোফির টিকা তিনটি আলাদা ডোজের এবং এটি ৯ বছরের কম বয়সী শিশু, যারা আগে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে, তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাকেদা ফার্মাসিউটিক্যালসের ডেঙ্গুর টিকা দুই ডোজের। এই টিকা ডেঙ্গুর মাত্র একটি ধরনের ক্ষেত্রেই কার্যকর বলে জানিয়েছেন আইসিডিডিআর,বির জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী রাশিদুল হক। তিনি বাংলাদেশে টিকা পরীক্ষায় যুক্ত দলটির নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তিনি বলেন, টিভি০০৫- টিকা নিয়ে এর আগে যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রাজিলে পরীক্ষা চালানো হয়েছে। দুই দেশেই প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষা হয়েছে।

রাশিদুল হক বলেন, যে কোনো টিকা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন ধাপে পরীক্ষা করা হয়। প্রথম ধাপে দেখা হয় টিকাটি মানুষের দেহে প্রয়োগের জন্য নিরাপদ কিনা। দ্বিতীয় ধাপে দেখা হয় টিকার নিরাপত্তা এবং এটির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরির সক্ষমতা। তৃতীয় ধাপের পরীক্ষায় এটির কার্যকারিতা দেখা হয়। অর্থাৎ যাদের ওপর টিকা পরীক্ষা করা হয়, তাদের মধ্যে কেউ আবারও আক্রান্ত হয় কিনা। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে যে ট্রায়াল বা পরীক্ষা হলো, সেটি শুধু দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষা। অর্থাৎ এই টিকার নিরাপত্তা এবং এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে পারে কিনা, সে বিষয়টিই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

ট্রায়ালের আওতায় ২০১৫ সাল থেকে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ও ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব নিয়ে পড়াশোনাসহ পরীক্ষা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা তৈরি করা হয়। ২০১৬ সাল থেকে টিকার দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষা শুরু হয়। এর আওতায় গবেষকরা ১ থেকে ৪৯ বছর বয়সী ১৯২ জনের ওপর টিকা প্রয়োগ করেন এবং পরবর্তী তিন বছর ধরে তাদের পর্যবেক্ষণ করেন। পরীক্ষায় অংশ নেওয়া সবাই স্বেচ্ছায় এতে অংশ নেন এবং তাদের দৈবচয়ন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়। টিকা দেওয়ার আগে তাদের চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। তাদের মধ্যে এর আগে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেনু এমন ব্যক্তিও ছিলেন। তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা ভারতে চলতি মাসে শুরু হওয়ার কথা।

আইসিডিডিআর,বির গবেষকরা বলছেন, তিন বছর ধরে পর্যবেক্ষণের পর তারা দেখতে পান টিকা গ্রহণকারী বেশির ভাগের দেহে ডেঙ্গুর চারটি ধরনের বিরুদ্ধেই অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে। যারা এর আগে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাদের দেহে এই অ্যান্টিবডির মাত্রাও বেশি পাওয়া গেছে।

এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশেই প্রথম পরীক্ষা করা হলো। যাদের ওপর টিকা প্রয়োগ করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে গুরুতর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। কারও কারও শরীরে র‍্যাশ, জ্বর, মাথাব্যথার মতো উপসর্গ ছিল। টিকা গ্রহণকারীদের ২৮ শতাংশের মধ্যে র‍্যাশ ছিল, যা তিন-চার দিনের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। রাশিদুল হক বলেন, 'ক্যাপাবিলিটি থাকলে আমাদের দেশের ওষুধ কোম্পানিগুলোও এটি তৈরি করতে পারবে। টিকার তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর আশানুরূপ ফল পাওয়া গেলে সেটি উৎপাদনের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা-এফডিএ, বাংলাদেশের ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর-বিজিডিএ ইত্যাদির মতো সংস্থা এই অনুমোদন দিয়ে থাকে।'-সমকাল

যান চলাচলে বিশ্বের সবচেয়ে ধীরগতির শহর ঢাকা

৫ পৃষ্ঠার পর

টাইম ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গুগল ম্যাপ অনুযায়ী, ঢাকা বিমানবন্দর থেকে গুলশান-২ এর বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ পার্ক পর্যন্ত ৯ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে সময় লাগে ৫৫ মিনিট এবং বিশ্বের দ্রুততম শহর মিশিগানের ফ্লিন্টে বিমানবন্দর থেকে প্লোয়ান মিউজিয়াম অব ডিসকভারি পর্যন্ত একই দূরত্বে যেতে সময় লাগে প্রায় নয় মিনিট।

বিশ্বের শীর্ষ ২০ দ্রুততম শহরের মধ্যে ১৯টিই যুক্তরাষ্ট্রের।গবেষণার তথ্য অনুসারে, একটি শহরে যান চলাচলের গতি আংশিকভাবে নির্ভর করে সেখানকার যানজটের ওপর। বাকি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলোড়াস্তার বিন্যাস, সড়কের গুণমান এবং পাহাড় ও নদীর মতো প্রাকৃতিক বাধা থাকা। এগুলোর ওপরেই নির্ভর করে সড়কে যানবাহন কতটা দ্রুত চালানো যাবে।

ফিনল্যান্ডের আলটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ ও গবেষণাপত্রের প্রধান লেখক প্রত্যয় আকবর টাইম ম্যাগাজিনকে বলেন,বিষয়টি এমন নয় যে সবচেয়ে ধীরগতির শহর বেশি ঘনবসতিপূর্ণ কিংবা বেশি ঘনবসতিপূর্ণ শহরই সবচেয়ে বেশি ধীরগতির

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড.এ কে আব্দুল মোমেন এর সাথে জ্যাকসন হাইটসে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের মতবিনিময় সভা

পরিচয় ডেস্ক: ২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের বাঙালি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসের মামা'স পার্টি হলে যুক্তরাষ্ট্র সফররত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড.এ কে আব্দুল মোমেন এর সাথে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সদস্যদের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি বদরুল খানের সভাপতিত্ব এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ড.এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। কিন্তু কিছু গোষ্ঠী তিক্ততা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে এবং বাংলাদেশ নিয়ে মিথ্যাচার করছে। তিনি বলেন,প্রবাসী সিলেটবাসীকে সকল সমস্যাসমূহ লিখিতভাবে দেওয়ার আহ্বান করেন। যারা চুরি-চামারি করে তাদেরকে ইউ শুড পানিস্ট দ্যাম। তাদের বিষয়ে প্রবাসী সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা, সদর উপজেলা আওয়ামীলীগ এর সভাপতি নিজাম উদ্দিন, সিলেট জেলা আওয়ামীলীগের দপ্তর সম্পাদক ও সাবেক জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি জগলু চৌধুরী,সিলেট জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক সিলেট জেলা বার এর সাধারণ সম্পাদক এড.মাহফুজুর রহমান, সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগ যুগ্ম সম্পাদক বিধান সাহা, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকার সাবেক সভাপিত ও উপদেষ্টা বদরুন নাহার খান মিতা ও মঈনুল হক চৌধুরী হেলাল, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম, কম্যুনিটি এক্টিভিষ্ট আবদুস শহীদ, সেন্টার ফর এন আর বি চেয়ারপারসন এম এস শেকিল চৌধুরী ও নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ-সভাপতি মোঃ শফিউদ্দিন তালুকদার, কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলিম,সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুনেদ এ খান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহমেদ জিলু, ও সাবেক সাহিত্য সম্পাদক শরিফুল হক মনজু, সাবেক বোর্ড অফ ট্রাস্টি আব্দুস সালাম, আব্দুস শহীদ, এডভোকেটেড নাসির উদ্দিন,সাবেক জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনকের সহ সাধারণ সম্পাদক ও মূল ধারার রাজনীতিক ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার, বঙ্গবন্ধুর সাংস্কৃতিক যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি সারোয়ার হোসেন, কুলাউড়া বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মৌলভীবাজার জেলা আওয়ামী লীগ সোহান আহমেদ টুটুল, বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভেট হাসান আলী, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি আব্দুর নূর ভুইয়া, হবিগঞ্জ সদর সমিতির সভাপতি মিয়া মোঃ আছকির, সাবেক নির্বাচন কমিশনার সালেহ চৌধুরী, এডভ্যাকেটে সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন বিষয় এবং নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনস্যুলেট সেবার মানের বিষয়ে তুলে ধরেন। বক্তারা আরো বলেন বাংলাদেশ বিমানবন্দরে প্রবাসী হয়রানি, সিলেট সরকারি হাসপাতাল পরিষ্কর পরিচ্ছন্ন বিষয়, ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক ছয় লেন, সিলেট বিমান বন্দর, বাংলাদেশ বিমান নিউ ইয়র্ক টু ঢাকা রুট, প্রবাসীদের বাংলাদেশ এনআইডি ব্যবস্থাটি সহজ করার, কনস্যুলেট ফোন সার্ভিসেস উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড.এ কে আব্দুল মোমেন ও সদ্য নিয়োগ প্রাপ্ত নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল মো. নাজমুল হুদার কাছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক এর সাবেক বোর্ড অফ ট্রাস্টি বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল চৌধুরী, বিয়ানীবাজার বাংলাদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক সমিতি সভাপতি আব্দুল মান্নান, ও সাবেক সভাপতি বুরহান উদ্দিন কফিল,ওসমানী নগর এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি বশির উদ্দিন আহমেদ,এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সভাপতি সুহেল আহমদ, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমেদ, কানেক্টিকাট আওয়ামীলীগ এর সহ -সাধারণ সম্পাদক আরিফুর রহমান আরিফ, লায়েক আহমেদ, সভাপতি সিলেট সদর এসোসিয়েশন, শিল্পপতি শামসুল আবেদীন, বীর মুক্তিযুদ্ধা বাবুল আহমেদ, ফকর উদ্দিন, আব্দুর ছুবুর, ক্রিয়া সংগঠক ইসলাম উদ্দিন, গওহর চৌধুরী, রোকন আহমেদ, মোঃ জিল্লুর রহমান খান, হেলথ ফার্স্ট ম্যানেজার সালেহ আহমেদ, চাপিলানিন মুয়াজ্জাম চৌধুরী, শাহীন আহমেদ, চৌধুরী সালেহ, মোঃ ভূঁইয়া, এবিএম জাকের চৌধুরী, মোশাহিদ জে রাশেদ, সিলেট মহানগর শ্রমিক লীগ সহ সভাপতি রফিকুল আলম চৌধুরী বাবু, বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর জেলা কেন্দ্রীয় কমিটি যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল চৌধুরী, এড. জয়জিৎ আচার্য পি পি জজ কোর্ট সিলেট, বিশিষ্ট কমিনিটি এক্টিভিস্ট শাহান খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলমগীর ভূঁইয়া, আনজুমান আল ইসলাহ সহ সভাপতি মওলানা শাহান শাহ এয়াহিয়া, ব্রংক্স আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও লেখক কবি মোঃ আবু তাহের চৌধুরী, খালেদ আহমেদ, আব্দুল আজিজি, শাহ গোলাম রাহিম শ্যামল, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক এর সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম জিকু প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বৃহত্তর সিলেটের প্রবাসীরা ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

LOVE TO CARE HOME CARE INC

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং
বিশ্বস্ততাই
আমাদের
বৈশিষ্ট

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

NYS
Department of
Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায়
আপনার পছন্দসই
প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

www.lovetocarehc.com

আমি খুবই আনন্দিত জালালাবাদের একটি নিজস্ব ভবন হয়েছে এবং এটা একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ- পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন

৫৬ পৃষ্ঠার পর

আলোচনার মাধ্য মে সমস্যাটির সমাধান খুঁজে বের করতে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড.মোমেন আরো বলেন,যেহেতু জালালাবাদের একটি নিজস্ব ভবন রয়েছে, তাহলে ভবিষ্যতে নিউ ইয়র্কে আসলে তিনি নিজেও আসতে পারবেন। এসময় তিনি নিজেও একসময় জালালাবাদ এসোসয়েশনের সদস্য ছিলেন তা উল্লেখে করেন। সংগঠনের সাবেক কোষাধ্যক্ষ আতাউল গনী আসাতের সঞ্চালনায় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহীন কামালীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাবেক সভাপতি সৈয়দ শওকত আলী, সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম,সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, ইমাদ চৌধুরী,যুক্তরাষ্ট্র জাসদ সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী,সদস্য হেলিম উদ্দীন, লেখক কলামিষ্ট সুব্রত বিশ্বাস, ডা. জুন্নুন চৌধুরীসহ অনেক নেতৃবৃন্দ। জালালাবাদবাসীর শতস্ফুর্ত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে সভাস্থলটি পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। সভার শুরুতে জালালাবাদবাসীর উপস্থিতিতে মন্ত্রী জালালাবাদ ভবনটি পরিদর্শন করেন এবং সুসজ্জিত ভবনের প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে আরো অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্প্রতি দায়িত্বভার গ্রহণকারী নিউইয়র্কের কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা এবং প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট বিধান কুমার সাহা, সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট মাহফুজ আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক জগলু চৌধুরী, সমাজসেবী রফিকউদ্দিনচৌধুরী রানা ও ফকু চৌধুরী সহ প্রবাসের সকল সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

BEGINNER'S DRIVING ACADEMY

5 HOURS PRE LICENSING COURSE

OUR SERVICES

- Professional Certified Male & Lady Instructor.
- Flexible Lesson Timing
- Pickup, Drop Off from your Convenient Location
- All Types of DMV Express Services

6 Hours Defensive Driving Course (DDC)

BEGINNER'S DMV EXPRESS SERVICE

DMV এর সকল ধরনের জরুরী
সেবা পেতে আজই যোগাযোগ করুন

PLEASE CALL
(929) 244 7730
www.bdacademy.nyc

71-16 35th Avenue,
Jackson Heights, NY 11372.

129-20 Liberty Avenue,
South Richmond Hill, NY 11419.

জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো ‘ইউএসবিসিআই বিজনেস এক্সপো-২০২৩’

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরীর লক্ষ্যে ইউএস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর আয়োজনে গত শনিবার ২৩ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে ২য় বারের মতো “ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপো-২০২৩” অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনকে সামনে রেখে ইউএস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর আয়োজনে নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুক্রবার (২২ সেপ্টেম্বর) ২য় বারের মতো ফিতে কেটে উদ্বোধন করা হয় ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপো-২০২৩ এর।

জাতিসংঘের ৭৮ অধিবেশনকে সামনে রেখে ‘বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা বৃদ্ধির সুযোগ তৈরী’ প্রতিপাদ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল এক্সপোটি।

ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপো একটি ই২ই ট্রেড শো, কনফারেন্স এবং নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট। এর লক্ষ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের রপ্তানি-প্রস্তুত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রসারিত করতে সহায়তা করা। উভয় দেশের ২ শতাধিক প্রতিনিধি এবং স্টেকহোল্ডার এক্সপোতে অংশগ্রহণ করেছেন। ব্যবসায়ীরা নিজেদের ব্যবসাকে একে অন্যের দেশে প্রসারিত করার পাশাপাশি কীভাবে বিশ্ববাজারেও নিজেদের পণ্য পৌঁছে দিতে পারেন, ব্যবসার সুযোগ তৈরি করতে পারেন এসব বিষয়ে নিয়ে এই এক্সপোতে পর্যালোচনা হয়েছে।

দুই দিনব্যাপী এই এক্সপোতে অংশ নেয়া সফল ব্যবসায়ীরা নিজেদের সফলতার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। এছাড়া এই এক্সপোর মাধ্যমে ব্যবসার ব্র্যান্ডকে কীভাবে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া যায়, সেসব বিষয় নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়।

ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপো-২০২৩'র শেষ দিনে (২৩ সেপ্টেম্বর) দুটো সেমিনার ছিল।ডিজিটাল ক্ষমতায়ন উপর বিশেষ সেমিনার। এছাড়া উদ্বাবন, নেতৃত্ব ও টেকনোলজির উপর কর্মশালা করা হয়েছিল। কীভাবে সফটওয়্যার ও ব্যবসার উন্নয়ন শুরু করা যায় এ সম্পর্কিত সেমিনারেরও আয়োজন ছিল। পাশাপাশি আবাসিক এবং বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেটের মাধ্যমে প্রজন্মের সম্পদ তৈরি করা' শীর্ষক আলোচনা হয়েছে এক্সপোর দ্বিতীয় দিনে।

এর আগে প্রথম দিনের (২২ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠানসূচীতে ছিল- এক্সপোতে রেজিস্ট্রেশন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন সেশন থাকবে, যেখানে অতিথিরা বক্তব্য রাখেন। পাশাপাশি ইউএস-বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট সেশন হয়েছে[] এখানেও সম্মানিত বক্তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে শেষ হয় প্রথম দিনের অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউএসবিসিসিআই এর সভাপতি জনাব মোঃ লিটন আহমেদ। ইউএসবিসিআই-এর প্রেসিডেন্ট লিটন আহমেদ বলেন, ‘ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপো-২০২৩ আমাদের সিগনেচার ইভেন্টগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিজনেস এক্সপোর মাধ্যমে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায় নতুন ক্রেতা-বিক্রেতা সংযোগ, সাপ্লাই চেইন ডেভেলপমেন্ট ও সরবরাহকারী এবং বিনিয়োগ কারীদের জন্য বাজার দখলের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই এক্সপোর মাধ্যমে ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক সৃষ্টি, ব্যবসার উন্নয়ন এবং মূল্যবান কৌশলগত ব্যবসায়িক অংশীদারত্ব বিকাশের সুযোগ হয়েছে। আমাদের সংস্থার অন্যতম দায়িত্ব, ছোটো ও মাঝারি আকারের ব্যবসাগুলোকে পরিষেবা দেয়া এবং ব্যবসা প্রসার করা। এছাড়া আমরা বিভিন্ন কর্পোরেশন ও সরকারি সংস্থার সঙ্গে অংশীদার হয়েছি। যার মাধ্যেম ব্যবসার অগ্রগতি ও সম্প্রসারণের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, এই বছরের এক্সপো আমাদেরকে আগের থেকে আরো নতুন উদ্দীপনা প্রদান করেছে। আমরা ব্যবসার নতুন নতুন উপাদান প্রবর্তনের প্রয়াস রেখেছি, যেই কারণে এই এক্সপো আমাদের কাছে বিশেষ স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে আমি আশা করি। ব্যবসার চ্যালেঞ্জিং সময়গুলোকে কীভাবে মোকাবেলা যায়, এই বিষয়ে বিস্তর তথ্য সহায়তা এবং দিকনির্দেশনা প্রদানে আমরা বদ্ধ পরিকর।

লিটন আহমেদ জানান, এবার আমাদের দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে অনেক অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী, এজেন্সি এবং সংস্থা ছিল, যাদের শেয়ার করা ব্যবসায়িক পরামর্শগুলো ব্যবসার প্রচার ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই এক্সপোতে প্রযুক্তি, পর্যটন, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিসহ নানান বিষয়ের উপর কর্মশালা ছিল, যা ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপো-২০২৩ -এ অংশ নেয়া সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ইউএসবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের সদস্য, অংশীদার, স্পন্সর, প্রদর্শক, মিডিয়া পার্টনার, সাংবাদিক, বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

সবার একান্ত প্রচেষ্টায় অনেক অনিশ্চয়তাকে জয় করে আমরা এই আয়োজন করতে পেরেছি। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এই এক্সপো সফলতা পেয়েছে। এখানে সবার নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমরা আনন্দ করেছি অনেক, পাশাপাশি সফল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এর মাধ্যমে পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ ও শক্তিশালী একটি ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপোতে প্রধান বক্তা ছিলেন- মোহাম্মাদ মেহেদি হাসান, ইকনোমিক মিনিষ্টার, বাংলাদেশ দূতাবাস ওয়াশিংটন ডিসি । অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য প্রদান করেন জনাব বখ্‌ত রোম্মান, সহ-সভাপতি, ইউএসবিসিসিআই,

বাংলাদেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শতাধিক প্রতিনিধি এবং স্টেকহোল্ডার ইউএসবিসিআই বিজনেস এক্সপোতে অংশগ্রহণ করেন কুইন্স চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি থমাস জুনিয়র গ্রেক, জনাব সেকিল চৌধুরী, লিসা সরিন, লাভ আহুজা ইক।

অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউএস এসম্বলী সদস্য ডেভিড আই. ওয়েপ্রিন, স্টিভেন রাগা, জেনিফার রাজকুমার, জন. সি. লিউ; ইপিবির পরিচালক আবু মোখলেস আলমগীর হোসেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব আব্দুর রহিম খান, এবং রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান জনাব এ.এইচ. এম আহসান।

ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সিলেন্স এওয়ার্ড লাভ করেন যথ াক্রমে সিরাজুম মনিরা, লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিয়েল এস্টেট বিক্রয় কর্মী, কেলার উইলিয়ামস রিয়্যালিটি; আহাদ আলী, সভাপতি, আহাদ অ্যান্ড কোং সিপিএ; রফিক খান, এমডি, এভিএস প্রোপার্টিজ এলএলসি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; স্মার্টটেক আইটি সলিউশনস ইনকর্পোরেটেড-এর সিইও জনাব সারোয়ার আহমেদ; এবং মিঃ এমরান ভাইয়ান, বিক্রয় পরিচালক, এক্সিট রিয়্যালিটি প্রিমিয়াম। রন্ধন শিল্পে অসামান্য অবদানের জন্য খলিল'স ফুডের প্রতিষ্ঠাতা ও চিফ শেফ মোঃ খলিলুর রহমানকে সম্মানজনক ইউএসবিসিসিআই বিজনেস অব দ্য ইয়ার ২০২৩ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ইউএসবিসিসিআই কমিউনিটি কোলাবরেশন এক্সিলেন্স এওয়ার্ড ২০২৩ লাভ করেন যথাক্রমে মিস ইমিগ্র্যান্ট অর্গানাইজেশন, বাংলাদেশী হিউম্যানিটারিয়ান অ্যান্ড লিডারশিপ আউটরিচ (ভালো); মজুমদার ফাউন্ডেশন ইনক; জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি; এবং অপটিমিস্টস ইনকর্পোরেটেড।

উল্লেখ্য ইউএসবিসিসিআই চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির আয়োজনে বিজনেস এক্সপো-২০২৩ এর কো-পার্টনার হয়েছে- বিডা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ও ইপিবি। আরো সহযোগিতায় রয়েছে- ইউএস চেম্বার অব কমার্স, ব্রুকলিন চেম্বার অব কমার্স এবং কুইন্স চেম্বার অব কমার্স।

এবার এক্সপোতে আমন্ত্রিত অতিথি ও বক্তাদের তালিকায় আছেন- ডেভিড আই. ওয়েপ্রিন অ্যাসেম্বলিম্যান, অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ২৪, জেনিফার রাজকুমার, অ্যাসেম্বলিওম্যান, এনওয়াইসি মেয়র'স অফিস ফর ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্সের কমিশনার এডওয়ার্ড মারমেইলস্টেন, এনওয়াইসি ডিপার্টমেন্ট অব এসবিএস'র কমিশনার কেভিন ডি কিম, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল'র কাউন্সিল মেম্বার রবার্ট এফ. হোল্ডেন, ব্রুকলিন চেম্বার অব কমার্স'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও রেন্ডি পিয়ার্স, কুইন্স চেম্বার অব কমার্স'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও থমাস জে. গ্রেচ, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মার্কিন বাণিজ্য বিভাগ, ট্রেড, ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ইনোভেশন ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স-এর ডেপুটি কমিশনার দিলীপ চৌহান, সাইবার নিরাপত্তা বিশ্লেষক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, নিউইয়র্ক লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানির জ্যেষ্ঠ অংশীদার মনোজ মহাজন, টাউনশিপ অব ফ্র্যাংকলিন এনজে'র কাউন্সিলওমেন শেপা উদ্দিন, ইন্টারন্যাশনাল ফান্ডিং ক্লাইমেফ লাইভ'র টিমি বারাবাস, ফ্লাসিং ব্যাংক'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার শাহীন খান, আইএইচআরও-ইউএসএ এবং আইওএলজি-ইউএসএ'র প্রেসিডেন্ট ড. আহলেম আরফাওই, ভারসাইল ভ্যাঞ্চার্স'র এক্সিকিউটিভ ভিনয় ডিক্সন, প্রধান কৌশল কর্মকর্তা আনা গাজ্জারা, স্টেবল কুপনস ইনক'র কো-ফাউন্ডার ক্যান চেস্টার জুনিয়র, , জেট ডিরেক্ট মর্টগেজ'র শাখা ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ জান ফাহিম, ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি'র চ্যান্সেলর ও চেয়ারম্যান আবু বকর হানিফ, প্রফেসর হানা সিদ্দিক, পপুলার ক্যাপিটাল ইনক'র সিইও মোহাম্মদ এ কাদের ভূঁইয়া, এসজে ইনোভেশন এলএলসি'র সিইও শাহেদ ইসলাম, । এছাড়াও ইউএসবিসিসিআই- ভাইস-প্রেসিডেন্ট বখত রুম্মান বিরতীজ, পরিচালক শেখ ফরহাদ, ফিন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান কাজী হেলাল আহমেদ, উইমেন এম্পাওরমেন্ট কমিটির চেয়ারপারসন রুমা আহমেদ এবং নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশী ব্যবসায়ী সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এক্সপোর অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন,শাহ নেওয়াজ ,প্রধান উপদেষ্ঠা,ইউএস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

আরটিভির ‘ইয়াং স্টার ইউএসএ ২০২৩’ চ্যাম্পিয়ন অ্যারিজোনার জায়না মুস্তাক

পরিচয় ডেস্ক: সাড়া জাগানো রিয়েলিটি শো ইয়াং স্টার ইউএসএ ২০২৩ এর চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন অ্যারিজোনার জায়না মুস্তাক। রানার্সআপ হয়েছেন যৌথ ভাবে শামস এবং ইশাল। ২য় রানার্সআপ হয়েছেন যৌথ ভাবে উমায়রা এবং লিয়ানা। ২৮ সেপ্টেম্বর বুধবার রাত ৮টায় আরটিভির পর্দায় সম্প্রচার হয় গ্র্যান্ড ফিনালে আয়োজনটি।

গ্র্যান্ড ফিনালে আয়োজনে আরটিভির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আশিক রহমান বলেন- আজ এই গ্র্যান্ড ফিনালে পর্বে যারা প্রতিযোগিতা করছে তাদের সবাই আমাদের কাছে যোগ্য। সম্মানিত বিচারকগণ তাদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ নির্বাচন করবেন। বাংলাদেশের বংশভূতদের জন্য এই আয়োজন তাদের হৃদয়ে বাংলা সংস্কৃতিকে আরো বদ্ধমূল করবে। তাদের দেশপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করবে।

আরটিভি'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোরশেদ আলম এমপি বলেন- যারা ৩০/৪০ বছর আগে আমেরিকায় স্থায়ী হয়েছেন তাদের পরবর্তী প্রজন্ম বাংলা সংস্কৃতি সম্পর্কে খুব একটা জানেনা। চর্চার আগ্রহও কম। আমাদের এই আয়োজনগুলো তাদের মাঝে নতুন ভাবে জাগরণ সৃষ্টি করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এমপি বলেন- বাংলা গান নিয়ে আরটিভির এ ধরণের একাধিক প্রতিযোগিতা রয়েছে যেগুলো দেশের পাশাপাশি বিদেশেও বাংলা গানের চর্চাকে প্রাণ দিয়েছে। আমি তাদের এ আয়োজনে অভিভূত। আরটিভিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

উক্ত অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদানের পাশাপাশি মনোনীতদের হাতে পদক তুলে দেন- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি; ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর মিস ফারহানা হানিফ; যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের স্পোকস পার্সন মিস্টার ব্রায়ান শিলার এবং তার সহধর্মিনী মার্সিয়া শিলার প্রমুখ।

উল্লেখ্য- আরটিভির লোকগানের রিয়েলিটি শো ‘বাংলার গায়েন’ ও ‘বাংলার গায়েন ইউএসএ’ এবং তরুণ সংগীত শিল্পীদের অংশগ্রহণে রিয়েলিটি শো ‘ইয়াং স্টার’ এর বিপুল জনপ্রিয়তার ধারাবাহিকতায় এবার আয়োজন করা হয় ‘ইয়াং স্টার ইউএসএ ২০২৩’। আমেরিকায় প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্য থেকে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে প্রায় ২ হাজার প্রতিযোগী থেকে বাছাইকৃত ১০০ জন প্রতিযোগী নিয়ে নিউ ইয়র্ক-এর “রকওয়ে বিলভড” কুইন্স অডিটরিয়ামে শুরু হয় ‘ইয়াং স্টার ইউএসএ - স্টুডিও অডিশন রাউন্ড’। ‘স্টুডিও অডিশন রাউন্ড’ শেষে সর্বমোট ১০০ জন প্রতিযোগীর গানের পারফর্মেন্স থেকে বিচারকগণ বিশ্লেষণ করে মোট ২২জন প্রতিযোগীকে ‘ইয়েস কার্ড’ প্রদান করেন। এই ২২ জন প্রতিযোগীকে নিয়ে আয়োজন করা হয় পরবর্তী রাউন্ড, ‘....’।

ইউএস-তে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জাতীয় চলচিত্র পুরুস্কার প্রাপ্ত সুরকার, সংগীত পরিচালক ইমন সাহা, আছেন বাংলাদেশে ও আমেরিকার জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী, সুরকার, সংগীত পরিচালক এস আই টুটুল এবং বর্তমান সময়ের হার্ট-থ্রব সংগীত শিল্পী, সুরকার, সংগীত পরিচালক ইউএসএ'র নাগরিক মুজা। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করছেন জোহোরা হোসেন । সহযোগিতায় ছিলেন অলিভ আহমেদ।

২২ জন প্রতিযোগী থেকে ১১ জন প্রতিযোগী নিয়ে বাংলাদেশে হয় পরবর্তী রাউন্ড....

বাংলাদেশ পর্বে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জাতীয় চলচিত্র পুরুস্কার প্রাপ্ত সুরকার, সংগীত পরিচালক ইমন সাহা, জাতীয় চলচিত্র পুরুস্কার প্রাপ্ত সংগীতশিল্পী দিলশাদ নাহার কনা এবং বর্তমান সময়ের হার্ট-থ্রব সংগীত শিল্পী, সুরকার, সংগীত পরিচালক মুজা । অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করবেন ইমতু রাতিশ এবং রুহানী সালসাবিল লাবণ্য ।

সৈয়দ আশিক রহমানের পরিকল্পনায় অনুষ্ঠান বিভাগের সার্বিক তত্ত্বধানে রিয়েলিটি শো-টির প্রযোজনা করছেন আরজু আহমেদ।

টাইটেল স্পন্সর- আমা অথেনটিক ব্রাজিলিয়ান কফি, গোল্ড স্পন্সর- ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি। ওটিটি পার্টনার: আরটিভিপ্লাস, অনলাইন পার্টনার: আরটিভি অনলাইন, ম্যাগাজিন পার্টনার: মান্থলি লুক-এ্যাট-মি। মেকাপ পার্টনার: পারসোনা, ড্রেস পার্টনার: আনজানা এবং টু।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

‘

সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস'র ২৫ বর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপিত, মোবাইল এ্যাপ লঞ্চিং ও রেমিটেন্স এওয়ার্ড প্রদান

পরিচয় ডেস্ক: আনন্দঘন পরিবেশে উদ্‌যাপিত হলো সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস'র ২৫ বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান। ২৪ সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক তাসনিমা সানিয়া মান্নান, স্যোসাল ইসলাম ব্যাংক লিমিটেডের এমডি জাফর আলম ও পরিচালক মাহমুদুল আলম, সোনালী এক্সচেঞ্জের সিইও দেবশ্রী মিত্র, স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেসের প্রেসিডেন্ট ও সিইও আব্দুল মালেক, স্যানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস'র এজেন্ট ও গ্রাহকগণ, সাংবাদিক, সম্পাদকসহ কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও মাসুদ রানা তপন অনুষ্ঠানে আগত সকলকে স্বাগত জানান। ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে 'সানম্যান এক্সপ্রেস' মোবাইল এ্যাপ লঞ্চ করা হয়। অনুষ্ঠানে মাসুদ রানা তপন বলেন, এই এ্যাপের মাধ্যমে এখন যে কেউ বিনা ফিতে ঘরে বসে খুব সহজেই প্রিয়জনদের কাছে টাকা পাঠাতে পারবেন। যে কেউ এ্যাপস্টোর থেকে এই মানি ট্রান্সফার এ্যাপটি ডাউনলোড করতে পারবেন। তিনি আরো বলেন, আমাদের এই সফলতার পেছনে গ্রাহকদের সহযোগিতা, আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা আমাদের এগিয়ে চলায় সহায়তা করেছে, যার জন্য আমরা আমাদের সকল গ্রাহকদের বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অনুষ্ঠানে সোস্যাল ইসলামি ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে ট্রাইপার্টি'র অধীনে 'নগদ' ও 'বিকাশ'-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর বা সাইনিং সিরেমনিও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় সোস্যাল ইসলামি ব্যাংক এমডি জাফর আলম ও পরিচালক মাহমুদুল আলাম উপস্থিত থেকে এই চুক্ত স্বাক্ষর করেছেন। সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের পরিচালক তাসনিমা সানিয়া মান্নান এবং প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মাসুদ রানা তপনের উপস্থিতিতে এই চুক্ত স্বাক্ষর পর্বে অনুষ্ঠানের গেস্ট অব অনার স্যোসাল ইসলামী ব্যাংকের পরিচালক জাফর আলম প্রবাসীদের ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা পাঠানোর আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আমাদের সম্মানিত গ্রাহকদের মাঝ থেকে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী ১০ জনকে ও ২৯ এজেন্টকে বিশেষ সম্মাননা এওয়ার্ডে ভূষিত করা হবে।

উল্লেখ্য, সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেসের বাংলাদেশের ১০টি ব্যাংকের সাথে রেমিটেন্স পার্টনারশিপ চুক্তি রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, যমুনা ব্যাংক লিমিটেড, সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার লিমিটেড: সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড, উত্তরা ব্যাংক লিঃ ও পূবালী ব্যাংক লিঃ।

সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস নিউইয়র্কে দীর্ঘ ২৫ বছর বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, নেপাল, কানাডা এবং ওয়েস্ট আফ্রিকাতে অর্থ পাঠিয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে প্রধান কার্যালয় ছাড়াও আরো ৪টি শাখা অফিসসহ ও ৭৫টি এজেন্ট অফিসের মাধ্যমে পুরো যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে প্রবাসীদের সেবায় কাজ করে যাচ্ছে।

নিউ ইয়র্কে প্রকাশনা শুরু বাংলাদেশীদের নতুন প্রজন্মের প্রথম ইংরেজি পত্রিকা ‘উইকলি দ্য জেনারেশন’

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক থেকে বাংলাদেশী অভিবাসীদের জন্য নতুন প্রজন্মের সম্পাদনায় ইংরেজি ভাষার সাপ্তাহিক ‘উইকলি দ্য জেনারেশন’ প্রকাশিত হয়েছে। ‘উইকলি দ্য জেনারেশন’ প্রকাশের পরিকল্পনা, উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন করেছে নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান শাহ্ গ্রুপ।

গত মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) নিউ ইয়র্কের লাগার্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে শাহ্ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শাহ্ জে. চৌধুরী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন আলভিন।

শাহ্ গ্রুপ এর অন্যতম পরিচালক শাহ্ জে. চৌধুরী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী অভিবাসীদের নতুন প্রজন্মের যারা বেড়ে উঠছে তাদের যোগাযোগের ভাষাটা হয়ে গেছে ইংরেজি। তাছাড়া তাদের অনেকেই কখনও বাংলাদেশে আসে নি এবং দেশ সম্পর্কে তেমন কিছু জানেও না। অথচ বাঙালী জাতির হাজার বছরের ইতিহাস রয়েছে। শুধুমাত্র ভাষার কারণে নতুন এই প্রজন্ম নিজেদের শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় যোগাযোগটা করতে হবে, পরিচয় করাতে হবে দেশের সঙ্গে। আর এই দায়বদ্ধতা থেকেই ‘উইকলি দ্য জেনারেশন’ প্রকাশের তাগিদটা এসেছে।

শাহ্ জে. চৌধুরী আরও বলেন, ‘উইকলি দ্য জেনারেশন’ আমাদের নতুন প্রজন্মই চালাবে, আমরা থাকব তাদের পেছনে। একসময় তারাই এই পত্রিকার মূল দায়িত্বে আসবে। তাছাড়া আমেরিকার মেইনস্ট্রিমের মানুষেরাও এখন বাংলাদেশকে নতুন করে জানবে। আরও একটি কথা, ‘উইকলি দ্য জেনারেশন’ শুধুমাত্র বাংলাদেশী কমিউনিটির নয়, যুক্তরাষ্ট্রের বসবাস করা সকল বিদেশী কমিউনিটির, বিশেষ করে দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির পত্রিকা।

অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়রের এশিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ফাহাদ সোলায়মান বলেন, দ্য জেনারেশন আমাদের কমিউনিটির প্রথম ইংরেজি ভাষার পত্রিকা, এজন্য আমি খুব গর্বিত। শাহ্ জে. চৌধুরীকে আমি শুরু থেকেই চিনি। তিনি আমাদের কমিউনিটির জন্যে অনেক কিছু করেছেন। এখন নিউ ইয়র্কে তার স্পন্সর ছাড়া কোনো ইভেন্টি যেন সম্ভব হয়ে ওঠে না।

সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক বলেন, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তা, চেতনা ও লক্ষ্যের প্রকাশ ঘটবে নিজের ভাষায় প্রকাশিত ‘উইকলি দ্য জেনারেশন’ এ। দুই প্রজন্মের সেতুবন্ধনে সুদৃঢ় হবে কম্যুনিটি, সংযুক্ত হবে যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার সাথে ।

সম্পাদকমণ্ডলী বোর্ডের সদস্য ফৌজিয়া জে. চৌধুরী দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ‘উইকলি দ্য জেনারেশন’ আমাদের কমিউনিটির একটি যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। পাশাপাশি পরিবেশন করবে তথ্য এবং আমাদের জন্যে নতুন একটি পরিবেশ গড়ে তুলবে। আজ শুধু নতুন একটি সংবাদপত্রের জন্ম হয়েছে, তা কিন্তু নয়; একই সঙ্গে নতুন এক ঐক্যেরও জন্ম হলো।

পত্রিকাটির সম্পাদক সাদিয়া জে. চৌধুরী বলেন, আজ আমাদের জন্যে নতুন একটি সম্ভাবনা উন্মুক্ত হলো। তিনি সবাইকে ‘উইকলি দ্য জেনারেশন’-এ আমন্ত্রণ জানান।

উদ্বোধনী দিনে পত্রিকাটির বর্ধিত কলেবরে ৯৬ পৃষ্ঠার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ও নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বাণী ও শুভেচ্ছা বাণী দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ ভাবে সম্মাননা জানানো হয়।

আশরাফুল হাসান বুলবুলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সিনেটর জন লু, নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়রের এশিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা ফাহাদ সোলায়মান, উইকলি দ্য নিউ জেনারেশন-এর উপদেষ্টা একেএম ফজলুল হক, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক ও গোল্ডেন হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ্ নেওয়াজ (এমবিএ),ইমিগ্রান্ট এলডার হোম কেয়ারের চেয়ারম্যান ও সিইও গিয়াস আহমেদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশানের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, মইনু জামান চৌধুরী, আনন্দধ্বনি ইনকের প্রতিষ্ঠাতা অর্ঘ্য সারথী শিকদার, সানফ্লাওয়ার ব্রোকারিজের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার জাহিদ, ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট বিল্লাল চৌধুরী, ডিজিটাল সিকিউরিটি সিস্টেম অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং ইনকের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান লিটু, খামার বাড়ির প্রেসিডেন্ট হারুন ভুঁইয়া, শো-টাইম মিউজিকের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট আলমগীর খান আলম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মো. আলম নমি, ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মো. ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, স্টার ফোটোগ্রাফির প্রেসিডেন্ট নেহার সিদ্দিকী এবং প্রমুখ।

‘উইকলি দ্য জেনারেশন’ -এর সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সাদিয়া জে. চৌধুরীকে। নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন শাহ্ জে. চৌধুরী, মুবিন খান ও সালমান জে. চৌধুরী। সম্পাদকমণ্ডলী বোর্ডে আছেন হুসনেয়ারা চৌধুরী, ফৌজিয়া জে. চৌধুরী ও শান্তা ইসলাম দেবরাজ এ. নাথ।

নিউইয়র্কে ভারী বর্ষণে বন্যা, জরুরি অবস্থা জারি

৫৬ পৃষ্ঠার পর

পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে। কোথাও কোথাও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭ ইঞ্চিও ছাড়িয়ে গেছে এবং বৃষ্টিপাত এখনো চলমান রয়েছে। নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের গভর্নর ক্যাথি হকোল সামগ্রিক পরিস্থিতিকে ভয়ংকর, এমনকি জীবনের জন্য হুমকি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। নিজের এক্স (টুইটার) অ্যাকাউন্ট থেকে এক প্রতিক্রিয়ায় গভর্নর ক্যাথি লিখেছেন, 'সমগ্র অঞ্চলজুড়ে যে চরম বৃষ্টিপাত দেখছি, তাতে আমি নিউ ইয়র্ক সিটি, লং আইল্যান্ড এবং হাডসন ভ্যালিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করছি।' তিনি আরও লিখেছেন, 'অনুগ্রহ করে নিরাপদ থাকার জন্য পদক্ষেপ নিন এবং পানিতে ডুবে যাওয়া রাস্তায় চলাফেরার চেষ্টা করবেন না।'

নিউইয়র্কের জরুরি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কমিশনার জেচারি ইসকল বলেন, গত দুই বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে। গত দুই বছরের মধ্যে গতকাল ছিল সবচেয়ে বৃষ্টিবহুল দিন। এই পরিস্থিতি আবহাওয়ার প্রতি নিবিড় মনোযোগ দেওয়া এবং আবহাওয়া সম্পর্কে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেয়। বিষয়টি এখন আর হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই।

অন্যদিকে নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হুচুল জরুরি অবস্থা জারির ঘোষণা দেন। এক্স (সাবেক টুইটার) বার্তায় তিনি বলেন, টানা বৃষ্টিপাতের কারণে নিউইয়র্ক সিটি, লং আইল্যান্ড ও হাডসন ভ্যালিতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে।

এখন পর্যন্ত এ ঘটনায় কোনো মৃত্যু অথবা বড় ধরণের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। হাডসন নদীর তীরে অবস্থিত নিউ জার্সির হোবোকেন শহরেও জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। জরুরি অবস্থা জারি করার নিউইয়র্ক শহরের মেয়র এরিক অ্যাডামস শহরের মানুষকে সতর্ক থাকারা পরামর্শ দিয়েছেন। এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন, 'পানি বেড়ে যাওয়ায় আমাদের কিছু সাবওয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। শহরের ভেতর যাতায়াত করা হঠাৎ করে খুবই কঠিন হয়ে গেছে।' নাগরিকরা যেন 'অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন' করে চলে সেদিকে জোর দিয়েছেন তিনি।

নিউইয়র্ক শহররে যাতায়াত সেবা প্রদানকারী সংস্থা মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন এজেন্সি জানিয়েছে পানি উঠে যাওয়ায় কয়েকটি সাবওয়ে লাইনে চলাচল পুরোপুরি বাতিল করে দেয়া হয়। অনেক স্টেশনও বন্ধ করে দেয়া হয়। শহরের উত্তরাঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঐ অঞ্চলে উদ্ধার কর্মীরা বাতাস দিয়ে ফোলানো নৌকা ব্যবহার করে অনেক মানুষকে উদ্ধার করেছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স।

ঘটনাস্থলের ছবি আর ভিডিওতে দেখা যায়, তুমুল বর্ষণের মধ্যে হাঁটু পানিতে হাঁটছে মানুষ। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করা অনেক ভিডিওতে দেখা যায় যে সাবওয়ে স্টেশনের দেয়াল ও ছাদ থেকে পানি চুঁয়ে পড়ছে।

এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে নিউ ইয়র্কের জলবায়ু বিষয়ক শীর্ষ কর্মকর্তা রোহিত আগারওয়াল জানান, শহরের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ঘণ্টায় ১ দশমিক ৭৫ ইঞ্চির বেশি বৃষ্টি সামাল দিতে পারে না। ব্রুকলিন নেভি ইয়ার্ড থেকে পাওয়া হিসেব অনুযায়ী, শুক্রবার এক ঘণ্টায়ই ২ দশমিক ৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়েছিল। তিনি মন্তব্য করেন, 'ব্রুকলিনের কিছু অংশ যে এই বৃষ্টিতে ভুগবে, তা স্বাভাবিক।' ব্রুকলিনের সাউথ উইলিয়ামসবার্গ অঞ্চলেও হাঁটু পানিতে ড্রেন পরিষ্কার করার ভিডিও দেখা গেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ১৮৮২ সালের পর থেকে এই প্রথমবার সেপ্টেম্বর মাসে এত বেশি বৃষ্টি হলো বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া অধিদপ্তরড় ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস। এর আগে নিউইয়র্ক ২০২১ সালের আগস্টে এক দফা বন্যায় ডুবেছিল। সেসময় প্রবল ঘূর্ণিঝড় আইডার প্রভাবে ভারী বৃষ্টিপাত হয়। নিউইয়র্কের অনেক ভবনের বেজমেন্ট এই বন্যায় ডুবে যায়। পাশাপাশি ১৩ জন শহরের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রাণ হারান।

জেবিবিএ'র উদ্যোগে ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উদযাপন

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) জীবনের আলোকে নিজেদের গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ

নিউইয়র্ক: জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন এনওয়াই (জেবিবিএ)'র উদ্যোগে আয়োজিত ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উদযাপন এবং আজিমুশ্বান ওয়াজ ও মিলাদ মাহফিলে বক্তারা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) জীবনের আলোকে নিজেদের গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, তাঁর আদর্শ মেনে চললে সমগ্র মানব জাতি যেমন ভালো থাকবে, তেমনী পৃথিবীও সুন্দর হবে। বক্তারা বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম, আর মুহাম্মদ (সা:) শান্তির দূত। বক্তারা বলেন, পৃথিবীর অশান্তি দূর করতে হলে মহানবীর জীবনাদর্শ, নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হবে, এর কোন বিকল্প নেই।

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উদযাপন উপলক্ষ্যে সিটির জ্যাকসন হাইটসস্থ নবান্ন পার্টি সেন্টারে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই মাফিলের আয়োজন করা হয়। ধর্মীয় আবেশে আয়োজিত ব্যতিক্রমী এই মাহফিলে দেশ-বিদেশ ও প্রবাসের বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলারগণ বক্তব্য রাখেন।

নিউইয়র্কের উডসাইডস্থ আহলুল বায়ত মিশন মসজিদের খতিব ও ইমাম এবং ইন্টারন্যাশনাল ইমাম কাউন্সিল, নর্থ আমেরিকার আহ্বায়ক মুফতী ড. সাঈয়্যেদ মুতাওয়াক্কিল রব্বানী (বদরপুরী)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গভর্ণর মুফতি ড. আল্লামা কফিল উদ্দিন সরকার সালেহী। এছাড়াও গেস্ট অব অনার ছিলেন কারী শাইখ আহমাদ বিন ইউসূফ আল আজহারী এবং প্রধান বক্তা ছিলেন ব্রুকলীনের বেলাল মসজিদের ইমাম ও খতিব মুফতি সৈয়দ আনসারুল করিম আজহারী।

বিশেষ অতিথি ছিলেন মূলধারার রাজনীতিক এটর্নী মঈন চৌধুরী, সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ এমদাদুল হক, মোহম্মদী সেন্টারের পরিচালক ইমাম কাজী কাইয়্যুম, আমেরিকায় মদীনার আলো'র সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহিদ টুপন ও কমিউনিটি লীডার ও রাজনীতিক মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ আতিকুর রহমান।

যৌথভাবে মাহফিল পরিচালনা করেন জেবিবিএ'র সভাপতি গিয়াস আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান। মাহফিলে অতিথিবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন জার্মানীর বার্লিনের বায়তুল মোকাররম মসজিদের ইমাম ও খতিব আলহাজ মাওলানা হেলাল উদ্দিন সিরাজী, নিউইয়র্কের পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা জুবায়ের রাশীদ, জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারের ইমাম ও খতিব আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুস সাদিক, এস্টোরিয়ার আল আমীন মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি জয়নাল আবেদীন প্রমুখ। মাহফিলের শুরুত পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং নাশিদ পরিবেশন করেন কারী মুহাম্মদ হাসান বিন খুরশীদ ও হাফেজ মুহাম্মদ টিপু রাহমান।

মাহফিলে বক্তারা বলেন, যে মানুষটির জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাঁর প্রিয় বন্ধু, সমগ্র মানব জাতির জন্য রহমত সেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। তাঁকে সম্মান জানানো মানেই আল্লাহতায়ালাকে সম্মান জানানো। বক্তারা বলেন, মহানবী (সা:) এমন সময়ে পৃথিবীতে আসেন যখন ছিলো অন্ধকার যুগ, মানুষে মানুষে ছিলো বিভেদ-বিভক্তি, হানাহানি-মারামারি, অনিয়ম-অত্যাচার, ব্যাভিচার। সেই অন্ধকার যুগ থেকে তিনি মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনেন। মানুষের জীবনকে সুন্দর করে তুলেন। আর তাই তাঁর তুলনা তিনি নিজেই, তিনিই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ।

বক্তারা মহনবীর (সা:) জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, তিনি তাঁর জীবনাচার দিয়ে প্রমান দিয়েছেন ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলামে নারীদের মর্যাদা সর্বোচ্চ। বক্তারা বলেন, জগত বিখ্যাত ব্যক্তিরা মহানবীর জীবন নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁকে জেনেছেন, তাঁকে নিয়ে কোন বিতর্ক তুলেননি। সেই নবীর জীবনী সবারই জানা উচিৎ এবং তাঁর জীবনাচারের আলোকে নিজেকে গড়ে তুলতে পারলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া সম্ভব। বক্তারা বলেন, ইহকাল ও পরকালে শান্তি পেতে হলে ইসলামের আলোকেই জীবন পরিচালিত করতে হবে।

মাহফিলে বক্তারা পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে মিল্লাদুন্নবী পালন করা, না করার উপর বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বলেন, প্রকৃত অর্থে আমরা না বুঝা আর অনুধাবন না করার কারনেই মিলাদ পড়া নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছি। অনেকেই কোরআন-হাদিসের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেরা যেমন বিভ্রান্ত হচ্ছি তেমনী, অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করছি। বক্তারা সকল ভেদাভেদ ভুলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ-কে এক ছাড়ার তলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ারও আহ্বান জানান।

মাহফিলটি সফল করতে আসিফ বারী টুটুল-কে আহ্বায়ক ও মোল্লা মাসুদ-কে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসল্লী মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। নারীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিলো।খবর ইউএনএ'র। ছবি: নিহার সিদ্দিকী

দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় : নিউইয়র্কে আইবিটিভি'র আয়োজনে বাংলাদেশ এবং প্রবাসের ৫৭জন শিল্পীর আর্ট প্রদর্শনী

পরিচয় ডেস্ক: 'কালার্স অফ ফ্রিডম' শিরোনামে আইবিটিভি ইউএসএ'র আয়োজনে ও নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশি আমেরিকান আর্টিস্ট ফোরামের সহযোগিতায় বাংলাদেশ এবং প্রবাসের ৫৭জন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীর চিত্রকর্মের প্রদর্শনী চলছে নিউইয়র্কের ম্যানহাটানের একটি মূলধারার গ্যালারিতে। প্রদর্শনীতে বাংলাদেশি আমেরিকান আর্টিস্ট ফোরামের শিল্পীদের চিত্রকর্মসহ বাংলাদেশের প্রায় সব শীর্ষস্থানীয় শিল্পীর চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছে। গত বুধবার, ২৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশ্বজুড়ে নন্দিত চিত্রশিল্পী মনিরুল ইসলাম। এসময় তার সঙ্গে ছিলেন আইবিটিভি'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও জাকারিয়া মাসুদ, আইবিটিভির চেয়ারম্যান ও চিত্রশিল্পী মিলা হোসেন, শিল্পী রোকেয়া সোলাতানা, শিল্পী তাজুল ইমাম, শিল্পী কাজী রকিব, সিনিয়র সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা। আন্তর্জাতিক এই চিত্রপ্রদর্শনীতে চিত্রশিল্পী মোস্তফা মনোয়ার, রফিকুননবী, মনিরুল ইসলাম, আবদুস শাকুর শাহ, হামিদুজ্জামান খান, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, আবদুল বারেক আলভি, আফজাল হোসেন, রোকেয়া সুলতানা, শিশির ভট্টাচার্য, কনক চাপা চাকমাসহ ৫৭ জন শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর সেরা চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছে। শিল্পময় একটি সুন্দর দিন কাটাতে প্রদর্শনীতে ভীড় করেছিলেন চিত্রকর্মপ্রেমী অসংখ্য মানুষ। নিউইয়র্কে থেকেই বাংলাদেশের গুণী চিত্রশিল্পীদের কাজ নিজ চোখে দেখবার সুযোগটি গ্রহন করেছেন অনেকেই। মূলধারার একটি গ্যালারিতে বাংলাদেশিদের এতো বড় আয়োজন এই প্রথম।

গ্যালারির ঠিকানা: ডাউনটাউন ম্যানহাটান এর 155 Suffolk Street, New York, NY 10002 এর (155 East Houston & Stanton Street) ARTIFACT . আগামী ১ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর ১২ টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে প্রদর্শনী।

যারা প্রদর্শনীতে যেতে চান তারা যদি ট্রেনে করে যান তবে F Train এ ডাউনটাউন ম্যানহাটান এর 2nd Avenue স্টেশনে অথবা Delaney / Sussex স্টেশনেও নামতে পারেন, নেমে কয়েক ব্লকের মধ্যেই গ্যালারিটি। যারা গাড়িতে করে যাবেন, Williamsburg Bridge পার হয়ে কয়েক ব্লকের মধ্যে গ্যালারিটি। Available স্ট্রিট পার্কিং রয়েছে এলাকাটিতে।

জাকারিয়া মাসুদ জানান, আইবিটিভি এই অনুষ্ঠানের আয়োজক থাকলেও সহযোগি হিসাবে রয়েছেন বাংলাদেশি আমেরিকান আর্টিস ফোরাম এবং ঢাকা চিত্র গ্যালারি। প্রদর্শনীতে প্রবাসের সকল শিল্পীই অংশ নিয়েছেন। সবমিলিয়ে ৫৭ জন শিল্পীর প্রায় ৬০টির মত ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে।

এখন আফ্রিকার দেশগুলোর অকৃত্রিম বন্ধু বাংলাদেশ : স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

৫৬ পৃষ্ঠার পর

আফ্রিকার দেশগুলোর শীর্ষ পর্যায়ের কুটনীতিক, মানবাধিকার ও উন্নয়নকর্মী, উদ্যোক্তাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম সম্মানিত অতিথি গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর, বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধা স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ বলেছেন, এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের নতুন সেতুবন্ধন রচিত হলো। তিনি মানবাধিকার, দেশপ্রেম ও পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, আজকের পৃথিবীতে মানবিক ভালোবাসার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই । উন্নয়ন, সামাজিক অগ্রগতিতথা মানব সূচকের ধাপে পরস্পরের প্রতি ভালেবাসাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এটিই সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি।

বর্ণাঢ্য ওই আয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বেশ আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের স্বনামখ্যাত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে ইউনাইটেড গ্রাজুয়েট কলেজ অফ সেমিনারি ইন্টারাশনালের ডক্টরেট অফ ফিলোসফি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সাক্ষরিত সম্মাননা ও স্বর্ণ পদক, দি প্রেসিডেন্টস ভলান্টিয়ার সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড এবং গোল্ডেন লিডারশীপ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

মানব সেবায় নিরন্তর অবদানের জন্য নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রথম হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠান বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের কর্মকর্তা ওয়ালিদুল ইসলাম যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্টের ভলান্টিয়ার সার্ভিস গোল্ড অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। তার হাতে এই সম্মাননা তুলে দেন গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ।

অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা হান্ড্রেড শেডস অফ উইমেন ইন্টারন্যাশনাল এর প্রধান উদ্যোক্তা ডিওর ফল মানবতা, দারিদ্র, বিশ্বায়ণ, শিক্ষা ও জনস্বাস্থের বিষয়

৭ অক্টোবর শনিবার নিউ ইয়র্কে হুমায়ূন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা

৫৬ পৃষ্ঠার পর

স্মরণ করার নিমিত্ত শোটাইম মিউজিকের আয়োজনে এবং বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব, যুক্তরাষ্ট্র এর ব্যাবস্থাপনায় আগামি ৭ অক্টোবর শনিবার নিউ ইয়র্কে হুমায়ূন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা ২০২৩ অনুষ্ঠিত হবে।। ভেনু মেরী লুইস একাডেমি, ১৭৬-১২ ওয়েক্সফোর্ড টেরেস, জ্যামাইকা, নিউ ইয়র্ক ১১৪৩২। সময় সকাল ১১টা থেক রাত ১১ টা পর্যন্ত। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে কিংবদন্তি কথাশিল্পী হুমায়ুন আহমেদ সবসময় নতুন প্রজন্মদকে নিয়ে চিন্তা করতেন বিধায় এবারের আয়োজনে থাকবে "গল্পে গল্পে হুমায়ুন আহমেদ " পরিকল্পনাঃ মনজুর কাদের গল্প দিদিমনিঃ সাবিনা নিরু

১ অক্টোবর রবিবার নিউ ইয়র্কে কণ্ঠশিল্পী ইমরান ও কনার সঙ্গীতানুষ্ঠান

৫৬ পৃষ্ঠার পর

থিয়েটারের মঞ্চে। প্রবাসের জনপ্রিয় উপস্থাপিকা শামসুন্নাহার নিম্মির উপস্থাপনায় ও গ্যালাক্সী মিডিয়ার আয়োজনে 'মেলোডিয়াস নাইট' শীর্ষক সঙ্গীতানুষ্ঠানের সকল প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন গ্যালাক্সী মিডিয়ার বদরুদ্দোজা সাগর। তিনি আরো জানিয়েছেন অনুষ্ঠানের দিন কুইন্স থিয়েটার (Flushing Meadows Corona Park, 14 United Nations Avenue, Queens, NY 11368) এর বক্স অফিসেও টিকেট ক্রয় করার সুযোগ থাকবে।

৪৪ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম বরফ অ্যান্টার্কটিকায়

৫৬ পৃষ্ঠার পর

যা খুবই উদ্বেগজনক। খবর ডয়েচে ভেলের

অ্যান্টার্কটিকার বরফের পরিমান প্রথম নিরূপন করা হয়েছিল ১৮৭৯ সালে। সেই থেকে প্রতিবছর ১০ সেপ্টেম্বরে সবচেয়ে বড় এলাকা জুড়ে বরফ দেখা গেছে সেখানে। সেপ্টেম্বরের একাদশ দিন থেকে বসন্তের শুভাগমন, ফলে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং এর প্রভাবে গলতে থাকে বরফ। তাই অ্যান্টার্কটিকা সাগরে বছরের সবচেয়ে বড় বরফাচ্ছাদিত এলাকার তথ্য নিতে এই ১০ সেপ্টেম্বরের দিকেই নজর রাখেন বিজ্ঞানীরা।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল স্নো অ্যান্ড আইস ড্যাটা সেন্টার (এনএসআইডিসি) জানিয়েছে, শীত মৌসুমে অ্যান্টার্কটিকায় এবার বরফ ছিল গত ৪৪ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম এলাকা জুড়ে। এনএসআইডিসি-র তথ্য অনুযায়ী, গত ১০ সেপ্টেম্বর সেখানে বরফ ছিল ১৬.৯৬ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার (৬৫ লাখ ৫০ হাজার বর্গ মাইল) এলাকা জুড়ে।

শুনে বিশাল মনে হলেও এই সময়ে এত কম বরফ নাকি ১৯৭৯ সালের পর থেকে কখনোই দেখা যায়নি। এক বিবৃতিতে এনএসআইডিসি তাই জানায়, ''১৯৭৯ সাল থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে সাগরে সর্বোচ্চ বরফের বাৎসরিক এ হিসাবটি আসলে বিশাল ব্যাবধানে সবচেয়ে কম।''

এনএসআইডিসির বিজ্ঞানী ওয়াল্ট মায়ার বলেন, ''এটা শুধু রেকর্ডভাঙা বছর নয়, এটা আসলে চূড়ান্ত রেকর্ডভাঙা বছর।''

বিজ্ঞানীরা বলছেন, এ কারণে অ্যান্টার্কটিকার প্রাণিদের, বিশেষ করে পেঙ্গুইনদের খুব সমস্যায় পড়তে হবে । পেঙ্গুইন বরফে প্রজনন করে, বরফেই শিশুদের প্রকৃতির সঙ্গে লড়ে বেঁচে থাকার প্রাথমিক পাঠ দেয়। বরফ-রাজ্য ছোট হওয়া তাদের জীবনে সংকট বাড়াতে পারে।

২১০০ সালের মধ্যে 'নিরোগ পৃথিবী' গড়তে চান মার্ক জুকারবার্গের স্ত্রী প্রিসিলা চ্যান

৫৬ পৃষ্ঠার পর

চ্যান। একটি বিবৃতিতে জুকারবার্গ এবং চ্যানের ফাউন্ডেশন 'চ্যান জুকারবার্গ ইনিশিয়েটিভ' (সিজেডআই) ঘোষণা করেছে যে তাদের লক্ষ্য একটি কম্পিউটিং সিস্টেম তৈরি করা যা গবেষকরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে কোষগুলি ক্যাটালগ করতে এবং রোগে আক্রান্ত হলে তারা কীভাবে কাজ করে তা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবেন।

তথ্যটি যুগান্তকারী নতুন আবিষ্কার করতে ব্যবহার করা যেতে পারে যা এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ সমস্ত রোগ নিরাময়, প্রতিরোধ বা পরিচালনা করতে সহায়তা করতে পারে বলে জানাচ্ছে ফাউন্ডেশন। মার্ক জুকারবার্গ বলেছেন, ''এআই বায়োমেডিসিনে নতুন সুযোগ তৈরি করছে এবং জীবন বিজ্ঞান গবেষণার জন্য নিবেদিত একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স কম্পিউটিং ক্লাস্টার তৈরি করতে সাহায্য করেছে।যা আমাদের কোষগুলি কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রশ্নগুলির অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে।''

যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র মামলায় বাংলাদেশির ১৪ মাসের কারাদণ্ড

৫৬ পৃষ্ঠার পর

(এনএমআই) জেলার অ্যাটর্নি শন এন অ্যান্ডারসন এই রায় দিয়েছেন। গুয়ামের অ্যাটর্নির কার্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের নাগরিক ইকবাল রোটা দ্বীপে বসবাস করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে আইন বহির্ভূতভাবে আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে রাখার অভিযোগ প্রমাণ হয়েছে। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁকে নির্বাসন প্রক্রিয়ায় দেশে ফেরৎ পাঠানো হবে।

২০১৬ সালের জুন মাসে ইকবাল সিএনএমআই-অনলি ট্রানজিশনাল ওয়ার্কার (সিডব্লিউ-১) ভিসায় কমনওয়েলথ অব দ্য মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জে (সিএনএমআই) যান। সিডব্লিউ-১ একটি নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও ইকবাল বৈধ অভিবাসনের কাগজপত্র ছাড়াই রোটা দ্বীপে থেকে যান। ২০২১ সালের অক্টোবরে ইকবাল বিনা অনুমতিতে অন্যের বাড়িতে প্রবেশ করেন এবং তাঁদের হত্যার হুমকি দেযন। ইকবালকে পরে অনুপ্রবেশ এবং হামলার অভিযোগে স্থানীয় আদালতে অভিযুক্ত করা হয়, তারপর জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

২০২২ সালের মে মাসে ইকবালের কাছে একটি আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে বলে খবর পায় রোটার পুলিশ। সিএনএমআইয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তারা ইকবালের জন্য দ্বীপটির বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালান। নয় ঘন্টা পর তারা জঙ্গল থেকে চুরি করা পয়েন্ট ৪০ ক্যালিবারের পিস্তলসহ ইকবালকে আটক করে। এক সপ্তাহ আগে চুরি যাওয়া আগ্নেয়াস্ত্রটি এক রোটা পুলিশ অফিসারের ছিল।

সিএনএমআই ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক সেফটি, ইউএস ব্যুরো অব অ্যালকোহল, টোব্যাকো, আগ্নেয়াস্ত্র ও বিস্ফোরক এবং ইউএস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনস এই মামলা তদন্ত করে। উত্তর মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের জেলার সহকারী অ্যাটর্নি অ্যালবার্ট এস ফ্লোরেস জুনিয়র এই মামলার বিচার করেন।

'ভিক্ষুক আর পকেটমার পাঠিও না', পাকিস্তানকে সতর্ক করল সৌদি

৫৬ পৃষ্ঠার পর

এক প্রতিবেদনে নিউজ১৮ জানায়, এ ব্যাপারে দুই দেশের মন্ত্রণালয় পর্যায়ে বৈঠক হয়েছে। তাতেই ভিক্ষুক আর পকেটমারের বিষয়টি উঠে আসে। সৌদি আরব বলছে, দেশটিতে যত ভিক্ষুককে আটক করা হয়েছে, এদের ৯০ শতাংশই পাকিস্তানের। আর এরা সবাই উমরাহ হজের ভিসা নিয়ে সৌদি আরবে প্রবেশ করেছিলেন। পরে হয়েছেন ভিক্ষুক অথবা পকেটমার। সৌদি আরবের কারাগারে পাকিস্তানি বন্দী বেশি বলে জানিয়েছে দেশটি। এমনকি পাকিস্তানও জানিয়েছে, মসজিদুল হারামের কাছে যেসব পকেটমার রয়েছেন, এদের অনেকে পাকিস্তানি।

আপনারা এদের তারকা বানান, আমার মতো গর্দভ মাথায় ওঠায়: ফেসবুকে পরীমনি

৫৬ পৃষ্ঠার পর

নায়িকা পরীমনিরও থাকার কথা ছিল। আয়োজকদের পক্ষ থেকে এমনটা বলা হয়, পরীমনিও খেলবেন। প্র্যাকটিসেও ছিলেন বলে জানান আয়োজকেরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইনডোর স্টেডিয়ামে দুই দিন ধরে চলতে থাকা খেলায় তাঁকে একবারের জন্যও দেখা যায়নি। কেন যায়নি, সে ব্যাপারে পরীমনি এত দিন কিছুই বলেননি। তবে গত শুক্রবার (২৯ সেপ্টেম্বর) রাতে মারামারির ঘটনার পর শনিবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকালে নিজের ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে জানিয়েছেন তাঁর না যাওয়ার কারণ।

অর্থসংকটে ১ অক্টোবর থেকে অচল হওয়ার পথে যুক্তরাষ্ট্র সরকার

৫৬ পৃষ্ঠার পর

পারে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। আগামী ১ অক্টোবর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী অর্থবছর।

কিন্তু নতুন অর্থবছরের জন্য এখনো কোনো বাজেট বরাদ্দ করেনি কংগ্রেস। ফলে মাত্র ১ দিন পর থেকে শুরু হতে যাওয়া অর্থবছরে অর্থসংকটের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকারের কার্যক্রম স্থবির, এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থগিতও হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় ফেডারেল সরকারের শাটডাউন বা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়া এড়াতে অস্থায়ী স্টপগ্যাপ ফান্ডিং বিল আনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কংগ্রেসের হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসের স্পিকার ও রিপাবলিকান পার্টির নেতা কেভিন ম্যাককার্থি। কিন্তু তাঁর দলের কট্টর ডানপন্থী অংশের আইনপ্রণেতাদের বিরোধিতার কারণে সেই বিল পাস হতে পারেনি।

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency

HOME CARE

CDPAP Service

HHA/ PCA Service

Skilled Nursing

GET PAID

TO TAKE CARE OF YOUR FAMILY AND FRIENDS

MAKE MONEY BY SERVING YOUR RELATIVES AT HOME WITHOUT TRAINING

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে আপনজনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

बिना परिषाण के घर पर अपने लोगो की सेवा करके पैसा कमाए

GANA DINERO CUIDANDO PERSONAS MAYORES DESDE SU CASA

- Salary & Benefits
- Weekly Payments
- Direct Deposit

Please Contact

SHAH NAWAZ MBA

President & CEO

646-591-8396

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 718-476-2026

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

YONKERS OFFICE
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115

HILLSIDE AVE. OFFICE
165-23 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-844-2367
Fax: 917-396-4115

JAMAICA AVE. OFFICE
180-15 Jamaica Ave,
Jamaica, NY 11432.
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115

Email: Info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY
শেষের পাতা

অর্থসংকটে ১ অক্টোবর থেকে অচল হওয়ার পথে যুক্তরাষ্ট্র সরকার

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট কংগ্রেসে সরকারের ব্যয় মেটানোর জন্য অস্থায়ীভাবে বাজেট বা স্টপগ্যাপ ফান্ডিং বিল পাসের বিষয়টি ভেস্তে গেছে। ফলে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে দেশটির কেন্দ্রীয় সরকারে কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যেতে *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কে ভারী বর্ষণে বন্যা, জরুরি অবস্থা জারি

পরিচয় ডেস্ক: টানা বৃষ্টিতে নিউইয়র্ক শহরের বেশ কিছু এলাকা ডুবে গেছে। শুক্রবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বৃষ্টি না কমায় বন্যার পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। এ কারণে নিউইয়র্কে দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে।

জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা (এনডব্লিউএস) জানিয়েছে, নিউ ইয়র্কের প্রায় ৮৫ লাখ মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিভিন্ন সড়কে পানি জমে গেছে। ফুটপাত তলিয়ে গেছে। বৃষ্টি কমছে না বলে পানি নামতে পারছে না। ব্রুকলিন, কুইন্স ও ব্রঙ্কস সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে বলে জানিয়েছে জাতীয় আবহাওয়া দফতর। ম্যানহাটনের সড়কে অনেক গাড়ি পানিতে আটকা পড়ে থাকতে দেখা গেছে। নিউইয়র্কের বেশির ভাগ এলাকায় গণপরিবহন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

নিউ ইয়র্ক সিটির বিভিন্ন স্থানে রাতভর ৫ ইঞ্চিরও বেশি *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

'ভিক্ষুক আর পকেটমার পাঠিও না', পাকিস্তানকে সতর্ক করল সৌদি

পরিচয় ডেস্ক: হজ কোটায় পাঠানো নাগরিকদের ব্যাপারে আরও সতর্ক হতে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে সৌদি আরব। হুঁশিয়ারিতে বলা হয়, পাকিস্তান থেকে ভিক্ষুক ও পকেটমারদের যাতে পাঠানো না হয়। গত বুধবার *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র মামলায় বাংলাদেশির ১৪ মাসের কারাদণ্ড

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের জেলা আদালতে মো. ইকবাল (৩৭) নামের এক বাংলাদেশি নাগরিককে অস্ত্র মামলায় ১৪ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গুয়াম এবং উত্তর মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

জালালাবাদ ভবনে সাথে মতবিনিময় সভা

আমি খুবই আনন্দিত জালালাবাদের একটি নিজস্ব ভবন হয়েছে এবং এটা একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ- পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন

পরিচয় ডেস্ক: আমি আজ আনন্দিত জালালাবাদের একটি নিজস্ব ভবন হয়েছে এবং এটা একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। গত ২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যা য় এষ্টোরিয়ার জালালাবাদ ভবনে প্রবাসের অন্য তম বৃহৎ সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার ইনক গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ এ কে আব্দুল মোমেন এমপির সাথে এক মতবিনিময় সভায় উপরোক্ত মন্তব্য করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, দীর্ঘদিন পরে হলেও একটি নিজস্ব ভবন সংগঠনের জন্য অত্য ন্ত জরুরী ছিল। তবে ভবন ক্রয়কেকেন্দ্র করে সংগঠনের মধ্যে যে বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছে তা তাঁর ভাল লাগছেনা। প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, আলাপ *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

২১০০ সালের মধ্যে 'নিরোগ পৃথিবী' গড়তে চান মার্ক জুকারবার্গের স্ত্রী প্রিসিলা চ্যান

পরিচয় ডেস্ক: ২১০০ সালের মধ্যে মানুষের রোগ নির্মূলে সাহায্য করার জন্য তাদের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন মেটা সিইও মার্ক জুকারবার্গ এবং তার স্ত্রী প্রিসিলা *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

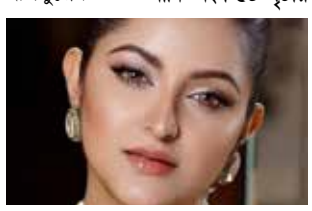

আপনারা এদের তারকা বানান, আমার মতো গর্দভ মাথায় ওঠায়: ফেসবুকে পরীমনি

পরিচয় ডেস্ক: চলচ্চিত্র, সংগীত ও নাটকের তারকা এবং কলাকুশলীদের অংশগ্রহণে আয়োজিত সেলিব্রিটি ক্রিকেট লিগে (সিসিএল) আলোচিত ও সমালোচিত *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

৭ অক্টোবর শনিবার নিউ ইয়র্কে হুমায়ূন আহমেদ সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা

পরিচয় ডেস্ক: প্রাণের উৎসবেবাংলা সাহিত্যের কিংবদন্তি হুমায়ূন আহমেদকে *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

এখন আফ্রিকার দেশগুলোর অকৃত্রিম বন্ধু বাংলাদেশ : স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘের ৭৮তম সাধারণ অধিবেশন উপলক্ষ্যে নিউ ইয়র্কে কুটনৈতিক সমাবেশ করেছে আন্তর্জাতিক সংগঠক থাউজেন্ড শেডস অফ উইমেন ইন্টারন্যাশনাল। ৫৮ পার্ক এভিনিউয়ের স্ক্যানডিনেভিয়ান হাউসে শনিবার (২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩) সন্ধ্যার ওই আয়োজনে *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

১ অক্টোবর রবিবার নিউ ইয়র্কে কণ্ঠশিল্পী ইমরান ও কনার সঙ্গীতানুষ্ঠান

পরিচয় ডেস্ক: বর্তমান বাংলাদেশের দুই কণ্ঠশিল্পী ইমরান ও কনা এবার প্রথমবারের মত আসছেন নিউ ইয়র্কে। আগামী ১লা অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তাঁরা সঙ্গীত পরিবেশন করবেন কুইন্স *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

৪৪ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম বরফ অ্যান্টার্কটিকায়

পরিচয় ডেস্ক: সাধারণত এসময় অ্যান্টার্কটিকা সাগরে সবচেয়ে বড় এলাকা বরফে ঢাকা থাকে। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধের সেই এলাকায় এবার বরফ অনেক কম। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ৪৪ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম বরফ ছিল সেখানে, *বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়*

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO
ALL CHOICE ENERGY
WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
BALAKA 3 STAR STAFFING
MERCHANT SERVICES
NEW YORK STATE ENERGY BROKER
OFFICE: 718.205.5195, CELL: 347.393.8504
37-18 73RD ST, SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

ASTA IATA
কর্ণফুলী ট্রাভেলস
হজ্ব প্যাকেজ ও ওমরাহ্‌র ভিসাসহ নিজস্ব হোটেলের সুব্যবস্থা রয়েছে।
সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট।
37-16 73rd St. Suite # 201, Jackson Heights, NY11372
Phone: 718-205-6050, Cell: 917-691-7721
karnafullytravel@yahoo.com

Khalil's
SPECIAL FOOD
ANYWHERE IN THE USA
Available in
ORDER NOW
khalilsfood.com

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন
Aladdin
Tel: 718-784-2554
সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

Wasi Choudhury & Associates LLC
INCOME TAX • ACCOUNTING • TAX AUDIT • BUSINESS SET UP
Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
Cell: 718-440-6712
Tel: 718-205-3460, Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
37-22, 61st Street, 1st FL, Woodside, NY 11377

Sarder Multi Services
Sarder Tax & Accounting Inc.
TAX SERVICES: Individual/Personal Tax • Self Employed Tax
• Current Year/Prior Years (Amendment of Tax File)
ইমিগ্রেশন: Petition for Relatives • Apply for Citizenship Certificate
• Apply for Naturalization • Affidavit of Support • Green Card Renewal
sardertax2020@gmail.com
Nuruzzaman Sarder, CEO
Sarder Driving School
DMV Express Service
New Plate Registration &
Title Duplicate
Registration Surrender Plate
In Transit Plate
Address Change
License Renewal
TLC Renewal
Customize Plate
DDC Defensive Driving Course
আপনি কি বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে চান?
small world Choice
আমরাই সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
আপনি কি বাংলাদেশে বেড়াতে চান?
বিদেশ
আমরাই দিচ্ছি সবচেয়ে কমমূল্যে টিকেট
MEGA HOME REALTY INC.
BUY & SELL
আপনি কি বাড়ি ক্রয়/বিক্রয় করতে চান, তাহলে আজই
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
37-47 73rd Street, Suite# 207, 2nd Floor (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Ph: 917 379 4125
Open 7 DAYS A WEEK